



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
আগস্ট ২০১৭





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
আগস্ট ২০১৭



এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা একটি যৌথ প্রচেষ্টার ফল। এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
শিল্প মন্ত্রণালয়  
তথ্য মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
ধর্ম মন্ত্রণালয়  
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্বন্ধে

জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪  
১২ ডিসেম্বর ২০১৭

## বাণী

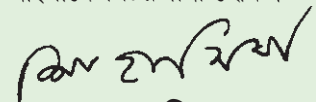
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধামুক্ত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। সেজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৮(১) অনুচ্ছেদে নির্দেশিত হয়েছে ‘জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে’। সংবিধানের এই নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি খাবার গ্রহণের বিষয়টিকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে ‘জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান’ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি ১৯৭৫ সালে ‘বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ’ গঠনের আদেশে স্বাক্ষর করেন। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠন জাতির পিতার যুগান্তকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কার্যক্রম দৃশ্যমান ছিল না। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ‘বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ’ পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহযোগিতায় ‘দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা’ প্রণীত হয়েছে জেনে আমি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভাপতি হিসেবে গর্ববোধ করছি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, খাদ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তথা উন্নয়নের মূল ধারায় পুষ্টির বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এটি একটি মহতি উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অপুষ্টি মোকাবিলায় আমাদের জাতীয় অঙ্গীকারের একটি দলিল, যা রূপকল্প ২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০৪১-এর সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন ২০১৪-এর প্রতিশ্রুতি পূরণে এই কর্মপরিকল্পনা আমাদের ধারাবাহিক সংকল্পের একটি প্রমাণ। এই কর্মপরিকল্পনায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর গর্ভধারণক্ষম, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদের অপুষ্টি হ্রাসে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে জীবনের প্রথম ১০০০ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ ক্ষেত্রে পুষ্টি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫’র আলোকে এই দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের একটি উৎপাদনক্ষম জাতি হিসেবে পরিণত করার পথে এগিয়ে নেবে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীসহ সবাইকে তাঁদের অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই কর্মপরিকল্পনা ‘সবার জন্য পুষ্টি’ নিশ্চিতকরণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা জোগাবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
শেখ হাসিনা



মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর ও কর্মক্ষম জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণে ২০১৬-২০২৫ মেয়াদের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তার প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-এর অগ্রাধিকারের বিষয়টি বাস্তবে রূপ দিয়েছে। আশা করা যায়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণের উদ্দেশ্যে দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রণীত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে এই কর্মপরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও নেতৃত্বে আমরা উন্নয়ন অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট সব খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পেরেছি। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হলেও, অপুষ্টিজনিত সমস্যার দায়িত্ব ভাগাভাগি নিশ্চিত করার কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা, যা দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় কৌশলগত কর্মযজ্ঞ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাজে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী, দাতাগোষ্ঠী, শিক্ষাবিদ ও বেসরকারি খাতের মূল্যবান অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি বিশ্বাস করি, পুষ্টিবিষয়ক সব অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে অপরিহার্য সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে এটি সবার জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ ও যথাযথ কারিগরি দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি



প্রতিমন্ত্রী  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনগণের পর্যাপ্ত পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এর অর্থ হচ্ছে মূলত বেঁচে থাকার জন্য এবং একই সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নে পুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তাই বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রতিটি নাগরিককে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্য মানসম্পন্ন পুষ্টি নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

দেশের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এসব পদক্ষেপের একটি অংশ। এ কর্মপরিকল্পনা জনগণের বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টির বিষয়গুলো তুলে ধরে কৌশলগত ও অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। এই পরিকল্পনা একটি পুনরুজ্জীবিত জাতীয় পুষ্টি পরিষদের অধীনে বহু খাতওয়ারি, বহু মাত্রিক সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই পরিষদ পুষ্টি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা, নীতি সমন্বয় ও নেতৃত্বের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। এতে জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুষ্টির অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য একটি বিস্তৃত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বিষয়েও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

আসুন, সব ধরনের অপুষ্টি দূর করতে আমরা সকলে হাতে হাত রেখে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

*Zahid Malek*  
জাহিদ মালেক, এমপি





সচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

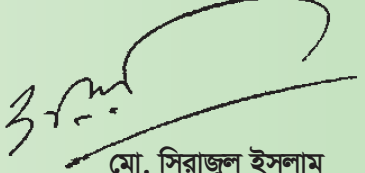
## বাণী

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত ও বহু খাতওয়ারি কাঠামো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে প্রথম জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সুদীর্ঘ সময় পরে প্রণীত এই দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের পুষ্টি মান উন্নয়ন বিশেষ করে জীবনের প্রথম ১০০০ দিন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী এবং কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া। এতে পুষ্টি উন্নয়নের জন্য প্রমাণনির্ভর অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যয়-সাশ্রয়ী পদক্ষেপ, দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে, যা সমতা বিধানের একটি কৌশল হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় অপুষ্টির বিভিন্ন ধরন বিশেষ করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অপুষ্টিসহ কম ওজনের নবজাতকের বিরূপ প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনায় অতি-পুষ্টি ও স্থূলতার পাশাপাশি অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি ও এর প্রতিরোধে নজর দেয়ার বিষয়টিও উঠে এসেছে। অর্থাৎ, এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় অপুষ্টির পুরো বলয়টাই তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়ায় আমরা বহু খাতওয়ারি, বহু অংশীদারিত্ব ও বহু ক্ষেত্রীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির তৎকালীন সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আমার কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হয়েছে।

গত কয়েক দশকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও অন্যান্য লক্ষ্যসহ SDG প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের আরও অনেক কিছু করার আছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্রমের একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

  
মো. সিরাজুল ইসলাম



বাণী

সচিব  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুষ্টি জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। শক্তিশালী জাতি গঠনে পুষ্টি অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিককালে পুষ্টি বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যথেষ্ট সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।


বিগত দিনগুলোতে পুষ্টির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও মা ও শিশুদের অপুষ্টি এখনও বিদ্যমান। বাংলাদেশে এখনও প্রায় সাড়ে ৪ লাখ শিশু তীব্র অপুষ্টির শিকার, যাদের মৃত্যু আশঙ্কা স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে প্রায় ১২ গুণ বেশি। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পর বাংলাদেশ এখন ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। যথাযথ পুষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে এ অর্জন অনেকাংশেই সহজতর হবে।

বর্তমান সরকার জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। এই পুষ্টিনীতির আলোকে প্রণীত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পুষ্টি উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা একযোগে কাজ করবে।

আমি বিশ্বাস করি, এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন একটি শ্রমলব্ধ ও সময়সাপেক্ষ প্রয়াস। আমি এ প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁদের উদ্যোগ ও মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই বিশ্বব্যাংক, UNICEF, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং FAO-সহ সব উন্নয়ন সহযোগীকে, যারা এ প্রক্রিয়ায় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। তাঁদের সহায়তা আমাদেরকে মানসম্পন্ন একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সুযোগ করে দিয়েছে।

পরিশেষে আমি এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

  
মোঃ সিরাজুল হক খান



অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য) এবং  
সান কাফি ফোকাল পয়েন্ট  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

বর্তমান জনবান্ধব সরকার জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন তারই অংশ। উল্লেখ্য, প্রথম জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৭ সাল প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। এ জন্য এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় ২০১৬-২০২৫-এ একটি সমন্বিত ও বহু খাতওয়ারি পুষ্টি কৌশল চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে ব্যয় সাশ্রয়ী ও প্রমাণনির্ভর কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। পুনরুজ্জীবিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নেতৃত্বে একটি বাস্তবায়ন কৌশলও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অগ্রগতি পরিমাপ, বিশেষ করে প্রত্যাশিত প্রভাব ও ফলাফল পরিমাপের জন্য একটি বিস্তারিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাও প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে বাস্তবায়নের কারিগরি দিকনির্দেশনা দেয়া।

স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি প্রথম সারির দেশ। সান প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৫ সালে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাবের প্রতিও তার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যার ২য় লক্ষ্য হচ্ছে 'ক্ষুধা নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও উন্নত পুষ্টির ব্যবস্থা করা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাকে SDG, স্কেলিং আপ নিউট্রিশন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (ICN-2) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আমরা স্বাস্থ্য খাতের কর্মীরা আমাদের কর্মসূচির গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিলেও বিশ্বাস করি যে অপুষ্টির মৌলিক, অন্তর্নিহিত ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানকল্পে স্বাস্থ্য খাতের বাইরে সংশ্লিষ্ট খাতের যেমন খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য খাতের কৌশল প্রণয়নও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি যথাযথ ও সমন্বিত বহু খাতওয়ারি পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে আমরা সতর্কতার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কমিটি করেছি। আমি কমিটির সদস্যবৃন্দকে তাঁদের অসামান্য অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাই।

একই সঙ্গে দেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি সবার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে আহ্বান জানাচ্ছি।

  
রোকসানা কাদের

# বিষয়সূচি

মুখবন্ধ .....	xii
শব্দ সংক্ষেপের তালিকা .....	xiv
নির্বাহী সারসংক্ষেপ .....	১
১. পটভূমি .....	৩
১.১ পুষ্টি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি .....	৩
১.২ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা'র নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা .....	৪
১.৩ বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতি ও নির্ণায়কসমূহ .....	৫
২. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ .....	৯
৩. জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ .....	১১
৪. জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী .....	১৩
অভীষ্ট সূচক .....	১৩
৫. থিমটিক বিষয়সমূহ এবং কর্মকৌশল ছক .....	১৫
৫.১ জীবনচক্রব্যাপী সকলের জন্য পুষ্টি .....	১৬
৫.২ কৃষি ও খাদ্যবৈচিত্র্য এবং স্থানীয়ভাবে গৃহীত খাদ্য উপকরণ .....	১৮
৫.৩ সামাজিক নিরাপত্তা .....	১৯
৫.৪ সমন্বিত সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) কৌশল বাস্তবায়ন .....	২০
৫.৫ তথ্যভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা ...	২২
৫.৬ সক্ষমতা তৈরি .....	২২
৬. সারণি-১: সমন্বিত কর্মকৌশল ছক .....	২৪
৭. পুষ্টিসংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কৌশল .....	৪৫
৭.১ বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (BNNC) সাংগঠনিক কাঠামো .....	৪৭
৭.২ বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (BNNC) ভূমিকা .....	৪৭
৭.৩ বাস্তবায়ন কৌশল .....	৪৮

৮.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন .....	৪৯
৮.১	সারণি-২: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক .....	৫২
	সারণি-৩: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরবর্তী করণীয় .....	৬২
৯.	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার ব্যয় এবং সম্পদের জোগান .....	৬৮
৯.১	ব্যয় .....	৬৩
	সারণি-৪: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার খরচের সার্বিক দিক .....	৬৪
৯.২	অর্থায়ন .....	৬৪
১০.	উপসংহার .....	৬৫
	<b>পরিশিষ্টসমূহ</b>	
	পরিশিষ্ট-১: জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ .....	৬৭
	পরিশিষ্ট-২: SBCC বিষয়সমূহের একীভূত তালিকা .....	৭৪
	পরিশিষ্ট-৩ক: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো .....	৭৫
	পরিশিষ্ট-৩খ: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ অফিসের কার্যাবলি .....	৭৬
	পরিশিষ্ট-৪: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কমিটিসমূহ .....	৭৭
	পরিশিষ্ট-৫: কর্মসূচিসমূহের ব্যয়ের প্রাক্কলন .....	৮২
	পরিশিষ্ট-৬: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিসমূহ .....	৮৭
	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া .....	৯৫
	কৃতজ্ঞতা .....	৯৬

# মুখবন্ধ

২০১৬-২০২৫ মেয়াদের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সব অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের আরেকটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার এবং আমাদের জনগণের সমন্বয়ে অপুষ্টির গ্রাস চিরতরে দূর করতে সরকারের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের উদ্যোগ ও সমন্বয়ে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয় ফোকাল পয়েন্ট কমিটি এবং যুগ্ম সচিব, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা-এর সভাপতিত্বে জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া ৪ (চার)টি সেক্টরাল কমিটি, কোর গ্রুপ, সাব গ্রুপ গঠিত হয়। জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-এর কৌশল অনুযায়ী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ছক ব্যবহার করে প্রতিটি কৌশল ও উপকৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চিহ্নিত করতে কমিটিগুলোর ধারাবাহিক সভা/যৌথ সভা আহ্বান করা হয়। এরপর কঠোর মানদণ্ড ব্যবহার করে এই কার্যক্রমগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন সেক্টরাল কমিটির মাধ্যমে প্রণীত ডকুমেন্টগুলো যৌক্তিকভাবে সাজানো হয়। এরপর সূচক, সময়কাল ও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলো চিহ্নিত করা হয়। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে অর্থের প্রাক্কলনসহ সব প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারগণ কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। পুষ্টি সুশাসনের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে একটি পুনরুজ্জীবিত কাঠামোর যথাযথ স্থান নিশ্চিত করতে তত্ত্বাবধানকারী ও নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ দপ্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনাটিতে স্বাক্ষর করেন।

এভাবে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটি গত ২০ অক্টোবর ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা কমিটিগুলোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় দল ও উপদল পর্যায়েও অসংখ্য উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত এই পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সভাগুলোয় দেয়া মূল্যবান তথ্য স্থানীয় প্রেক্ষাপটের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য ও বাস্তব চিত্র সরবরাহ করেছে। বেশির ভাগ কর্মসূচি চলমান, তাই লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নের ওপর উন্নত অনুশীলনের একটি বিশ্লেষণ বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যা বহু খাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তরভিত্তিক অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়, একই সময়ে এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির দিকনির্দেশনাও প্রদান করে।

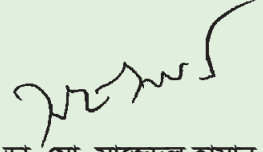
কর্মপরিকল্পনাটি ১০টি ভাগে বিভক্ত। সেকশন-১-এ পুষ্টি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে নীতিমালার প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি ও এর নিয়ামকসমূহের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেকশন-২-এ তুলে ধরা হয়েছে, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মূলনীতিগুলো। সেকশন-৩-এ দেখানো হয়েছে এর রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কীভাবে জাতীয় পুষ্টি নীতিমালার (NNP) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, আর লক্ষ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেকশন-৪-এ। বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সমস্যার সমাধান সেকশন-৫-এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কৌশলগত কার্যক্রমের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে বিষয়ভিত্তিকের পাশাপাশি সমন্বিত ধাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেকশন-৬-এ বর্ণিত বিভিন্ন কৌশলের অধীনে প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সেকশন-৭-এ পুনরুজ্জীবিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের মাধ্যমে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়ন কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাটির অন্যতম স্তম্ভ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এ বিষয়টি স্থান পেয়েছে সেকশন-৮-এ। একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছকও অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে, যেখানে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সূচকগুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেকশন-৯-এ তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার (২০১৬-২০২৫) আর্থিক বিষয়াদি। পাশাপাশি সম্পদের জোগানের বিষয়টিও এ সেকশনে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষে, সেকশন-১০-এ এই পরিকল্পনাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য ভবিষ্যৎ করণীয় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আন্তঃ সেক্টরাল সমন্বয় ও সহযোগিতা, যা নিশ্চিতভাবে দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। তাই কারিগরি কমিটির সভাপতি হিসেবে সকলের প্রতি একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই। আসুন, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে শক্তিশালী অংশীদারিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলি এবং একসঙ্গে কাজ করি।

আমি ধন্যবাদ জানাই সবাইকে, যারা দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁদের মূল্যবান মেধা, শ্রম ও সময় নিয়োজিত করেছেন। আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই উন্নয়ন অংশীদার, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে UNICEF, WHO ও FAO-কে, যারা কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। তাঁদের সহায়তা আমাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

পরিশেষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে অপুষ্টি ও এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি আমি আবারও পুনর্ব্যক্ত করছি।



ডা. মো. সাজেদুল হাসান  
যুগ্ম সচিব

এবং সভাপতি, জাতীয় কারিগরি কমিটি, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা

## শব্দ সংক্ষেপের তালিকা

AARR	অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ রেট অব রিডাকশান	Annual Average Rate of Reduction
ANC	অ্যান্টিনেটাল কেয়ার	Ante Natal Care
BAB	বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড	Bangladesh Accreditation Board
BARC	বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল	Bangladesh Agricultural Research Council
BARI	বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট	Bangladesh Agricultural Research Institute
BAU	বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি	Bangladesh Agricultural University
BBS	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিস্টিকস	Bangladesh Bureau of Statistics
BCSIR	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ	Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
BDHS	বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে	Bangladesh Demographic and Health Survey
BFRI	বাংলাদেশ ফিশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট	Bangladesh Fish Research Institute
BFSA	বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি	Bangladesh Food Safety Authority
BIRTAN	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং অন অ্যাপলাইড নিউট্রিশন	Bangladesh Institute for Research and Training on Applied Nutrition
BINA	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার অ্যাগ্রিকালচার	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BLRI	বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	Bangladesh Livestock Research Institute
BNNC	বাংলাদেশ ন্যাশনাল নিউট্রিশন কাউন্সিল	Bangladesh National Nutrition Council
BRRRI	বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট	Bangladesh Rice Research Institute
BSCIC	বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSTI	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	Bangladesh Standards and Testing Institution
BMS	ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট	Breast Milk Substitute
BHE	ব্যুরো অব হেলথ এডুকেশন	Bureau of Health Education
CCHPU	ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড হেলথ প্রমোশন ইউনিট	Climate Change and Health Promotion Unit
CIDD	কন্ট্রোল অব আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিজঅর্ডার	Control of Iodine Deficiency Disorder
CIP	কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান	Country Investment Plan
CME	সেন্টার ফর মেডিক্যাল এডুকেশন	Centre for Medical Education
DALY	ডিজঅ্যাভিলিটি-অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার	Disability Adjusted Life Year
DGFP	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং	Directorate General of Family Planning
DGHS	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস	Directorate General of Health Services
DHIS	ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সফটওয়্যার ২	District Health Information Software 2
DLS	ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস	Department of Livestock Services
DoF	ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ	Department of Fisheries
DWA	ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন অ্যাফেয়ার্স	Department of Women Affairs
FFS	ফারমারস ফিল্ড স্কুল	Farmers' Field School
FIAC	ফারমারস ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাডভাইস সেন্টার	Farmers' Information and Advice Center
FPMU	ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিট	Food Planning and Monitoring Unit



FSNSP	ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন সার্ভেইল্যান্স প্রজেক্ট	Food Security and Nutrition Surveillance Project
GAP	গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্রাকটিসেস	Good Agricultural Practices
GED	জেনারেল ইকনোমিকস ডিভিশন	General Economics Division
GHP	গুড হাইজেনিক প্র্যাকটিস	Good Hygienic Practice
GMP	গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস	Good Manufacturing Practice
HACCP	হাজার্ড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট	Hazard Analysis and Critical Control Point
HIU	হেলথ ইনফরমেশন ইউনিট	Health Information Unit
HMIS	হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম	Health Management Information System
HPNSDP	হেলথ পপুলেশন নিউট্রিশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	Health Population Nutrition Sector Development Program
ICN	ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন নিউট্রিশন	International Conference on Nutrition
IYCF	ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং	Infant and Young Child Feeding
IEC	ইনফরমেশন, এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন	Information, Education and Communication
IEDCR	ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ	Institute of Epidemiology, Disease Control and Research
IFRB	ইনস্টিটিউট অব ফুড অ্যান্ড র্যাডিয়েশন বায়োলজি	Institute of Food and Radiation Biology
IFST	ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি	Institute of Food Science and Technology
INFS	ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স	Institute of Nutrition and Food Science
IPH	ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ	Institute of Public Health
IPHN	ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন	Institute of Public Health Nutrition
IMCI	ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস	Integrated Management of Childhood illness
IPM	ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট	Integrated Pest Management
LGD	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন	Local Government Division
LBW	লো বার্থ ওয়েট	Low Birth Weight
MDG	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল	Millennium Development Goal
MoA	মিনিস্ট্রি অব অ্যাগ্রিকালচার	Ministry of Agriculture
MoFL	মিনিস্ট্রি অব ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক	Ministry of Fisheries and Livestock
MoI	মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রিজ	Ministry of Industries
MoInf	মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন	Ministry of Information
MoP	মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং	Ministry of Planning
MoSW	মিনিস্ট্রি অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার	Ministry of Social welfare
MAM	মডারেট অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশন	Moderate Acute Malnutrition
MICS	মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে	Multiple Indicator Cluster Survey
NARS	ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ সিস্টেম	National Agriculture Research System
NIPORT	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং	National Institute of Population Research and Training
NNP	ন্যাশনাল নিউট্রিশন পলিসি	National Nutrition Policy
NNS	ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস	National Nutrition Services
NSP	নিউট্রিশন সার্ভেইল্যান্স প্রজেক্ট	Nutrition Surveillance Project
NSSS	ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটজি	National Social Security Strategy

NGO	নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন	Non-government Organization
NPAN	ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন ফর নিউট্রিশন	National Plan of Action for Nutrition
NPNL	নন-প্রেগন্যান্ট, নন-ল্যাকটেটিং	Non-pregnant, non-lactating
NIPU	নিউট্রিশন ইনফরমেশন প্ল্যানিং ইউনিট	Nutrition Information Planning Unit
NIS	নিউট্রিশন ইনফরমেশন সিস্টেম	Nutrition Information System
PFDS	পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম	Public Food Distribution System
PNC	পোস্টন্যাটাল কেয়ার	Postnatal Care
SUN	স্কেলিং আপ নিউট্রিশন	Scaling Up Nutrition
SAM	সিভিয়ার অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশন	Severe Acute Malnutrition
SBCC	সোশ্যাল অ্যান্ড বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন	Social and Behavior Change Communication
SDG	সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল	Sustainable Development Goal
SPP	সোশ্যাল প্রোটেকশন প্রোগ্রাম	Social Protection Program
SSN	সোশ্যাল সেফটি নেট	Social Safety Net
SSNP	সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম	Social Safety Net Program
TCC	ট্রেনিং কোঅর্ডিনেশন কমিটি	Training Coordination Committee
ToR	টার্মস অব রেফারেন্স	Terms of Reference
UPHCSDP	আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	Urban Primary Health Care Service Development Program
VGD	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট	Vulnerable Group Development
VGf	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং প্রোগ্রাম	Vulnerable Group Feeding Program
WASH	ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন	Water, Sanitation and Hygiene
WFP	ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম	World Food Program
WHO	ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন	World Health Organization

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রাপ্যতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্যতম হচ্ছে: ‘জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে...’। দেশের অপুষ্টি দূরীকরণে এযাবৎ অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই শিশুদের অপুষ্টি ও কম ওজনসংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পুষ্টিনীতিতে (২০১৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনসাধারণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি সমান গতিতে এগিয়ে যাবেনি বা কাজক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাবেনি। এই বিষয়টিকে তুলে ধরার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN), দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (ICN2) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের মতো বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশ সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে শিশু ও মাতৃ পুষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ার পরও পরিসংখ্যান এটাই বলছে যে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অতিমাত্রায় খর্বতা, কৃশতা এবং কম ওজন অব্যাহত রয়েছে। এর কারণ মূলত শিশুদের অপর্യാপ্ত বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রবণতা, দৈনন্দিন খাবারে বৈচিত্র্যহীনতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার দুর্বলতা। ভিটামিন এ, আয়রন, আয়োডিন, জিংক, ভিটামিন বি-১২ এবং ফলেটের মতো অনুপুষ্টি কণার ঘাটতির কারণেও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পাশাপাশি গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ওজনাধিক্য, স্থূলতা ও অসংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী মূল বিষয়গুলো হচ্ছে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের স্বল্পতা, শিশুদের খাওয়ানোর বিষয় অপর্യാপ্ত পুষ্টিজ্ঞান, ক্রটিপূর্ণ চর্চা, অপর্യാপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়োব্যবস্থা, যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা এবং সময়মতো চিকিৎসা না করা।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে সব অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় পুষ্টিনীতির মূল পাঁচটি উদ্দেশ্য পূরণ করা:

- জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি সাধন;
- বৈচিত্র্যপূর্ণ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন নিরাপদ, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা;
- পুষ্টিকেন্দ্রিক (nutrition specific) বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা;
- পুষ্টি সম্পর্কিত (nutrition sensitive) বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা;
- পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

এই উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন থিমের কর্মএলাকা এবং প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডের অধাধিকার ঠিক করার মাধ্যমে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টিনীতির উপ কৌশলসমূহ কার্যকর করা হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তঃসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে - ক) দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা সহায়ক ব্যাপক ও সমন্বিত

সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) বিষয়ক কর্মসূচি (খ) প্রমাণভিত্তিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করত সর্বোত্তম পন্থা চিহ্নিত করা (গ) সমস্ত প্রাসঙ্গিক সেক্টরে সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই কর্মপরিকল্পনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও সহযোগী অংশীদারদের চিহ্নিত করা এবং অগ্রগতি সময়কঠামো ও ব্যয় পরিবীক্ষণের জন্য স্মার্ট (SMART) সূচক নির্ধারণ করা।

এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম ও সেবা ব্যবস্থার ওপর তৈরি, যা এর মধ্যে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষত, দীর্ঘমেয়াদি এই কর্মপরিকল্পনাকে জাতীয় তথা খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সরকারের CIP ও HPNSDP থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার প্রথম ৫ বছরের কার্যক্রম ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। এতে পুষ্টি উন্নয়নে রূপকল্প ২০২১ অতিক্রম করে আরও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য চিন্তা করা হয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত দ্রুত বাস্তবায়নসহ সমন্বিত অর্থায়নের পাশাপাশি কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা ও সামাজিক বেষ্টনী খাতগুলোতে বিনিয়োগের ওপর নজর রাখার বিষয়টিও জোর দেয়া হয়েছে।

উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তরভিত্তিক পন্থা নিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ১৭টির বেশি মন্ত্রণালয় এবং দেশি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীজনদের যুক্ত করবে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর সমান গুরুত্বদান, যা শুধু পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পুষ্টিতে বিনিয়োগে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে এমন নয়, বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে তার ভিত্তিও তৈরি করবে। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কার্যালয় এই দায়িত্ব পালন করবে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার আওতায় ১০ বছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১২,৪৬৩.৪১ কোটি টাকা (বারো হাজার চার শত তেষাতি কোটি একচল্লিশ লাখ টাকা) বা প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য।

# ১. পটভূমি

## ১.১ পুষ্টি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত ১৯৭২-এর সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে<sup>১</sup> পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রাপ্যতাকে অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে: “... জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে...”। এখন থেকে ৪৫ বছর আগে জনগণের পুষ্টি উন্নয়নে রাষ্ট্রের এ ধরনের অঙ্গীকার জাতির পিতার দূরদর্শী নীতির প্রতিফলন। জনগণের পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে তিনি ১৯৭৪ সালে ‘জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান’ প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল ‘বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ’ গঠন করেন। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ জাতির জনকের যুগান্তকারী সৃষ্টি।

স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে দায়িত্বে এসেই জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেয়। তাদের সময়েই ১৯৯৭ সালে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি প্রণীত হয়। প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাও ১৯৯৭ সালে প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ-এর কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা নেমে আসায় প্রথম জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গতিও শূন্য হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পুনরায় দায়িত্বে আসার পর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের প্রতিশ্রুতির কারণে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি আবার অগ্রাধিকার লাভ করে।

এমডিজি ছাড়াও বৈশ্বিক অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (SUN) শীর্ষক বৈশ্বিক উদ্যোগ, যেখানে স্বল্পসংখ্যক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই অংশগ্রহণ করেছে এবং নেতৃত্বান্বিত ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৪ সালে রোমে অনুষ্ঠিত FAO/WHO আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের পরবর্তী দশকের (২০২৫ পর্যন্ত) কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুষ্টি উন্নয়নে তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেছে। একইভাবে ২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ২০২৫ সালের জন্য নির্দিষ্ট করা ছয়টি পুষ্টি লক্ষ্যমাত্রাও বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে<sup>২</sup>। এসব প্রতিশ্রুতি পূরণে বর্তমান সরকারের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে ২০১৫ সালে জাতীয় পুষ্টি নীতি প্রণীত হয়। এভাবে জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির কারণে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।

1 Quoted in National Nutrition Policy 2015.

2 GoB (2014). *Country Nutrition Paper Bangladesh. International Conference on Nutrition 21 years later, 19-21 November 2014*. Rome, Italy

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, ‘দারিদ্র্য নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং টেকসই কৃষি এগিয়ে নেয়া’। এই লক্ষ্যের মধ্যে ২০৩০ সালের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (২.২) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে - “... ২০২৫ সাল নাগাদ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতা ও কৃশতাসহ সব ধরনের অপুষ্টি দূরীকরণ এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও বয়স্ক নাগরিকের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সহমতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অন্তর্ভুক্ত।”<sup>৩</sup> এটাও সর্বজনস্বীকৃত যে SDG-এর অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাও পুষ্টির উন্নয়নে অবদান রাখবে।

২০১৬ সালের ১ এপ্রিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (২০১৪) ও তার পরবর্তী কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তে ২০১৬-২০২৫ সময়কালকে জাতিসংঘের পুষ্টি কার্যক্রমের দশক ঘোষণা করা হয়। সুতরাং দেশের জন্য উন্নত পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনের এটাই অনুকূল সময়।

ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় পুষ্টিনীতির (পরিশিষ্ট-১) আলোকে এবং সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও স্থানীয় তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

## ১.২ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা’র নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা

পুষ্টি শারীরিক বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সর্বোচ্চ অর্জনের মৌলিক বিষয় হিসেবে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত। বৃহৎ অর্থে পুষ্টি একই সঙ্গে উন্নয়নের জোগান (ইনপুট) ও ফলাফল (আউটপুট)। অপুষ্টির কারণে সংঘটিত রোগব্যাদি ব্যক্তিজীবনে কর্মঘণ্টা হ্রাস ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করে, যা সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত করে। এসব অর্থনৈতিক লোকসান ও ডিজঅ্যাভিলিটি- অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার (DALY) বিবেচনায় অপুষ্টির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি জীবনব্যাপী। পুষ্টি কার্যক্রমে কার্যকরভাবে বিনিয়োগ করলে বাংলাদেশের অনুমিত অর্থনৈতিক অর্জনের যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে, ২০২১ সাল নাগাদ শুধু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ৭০,০০০ কোটি টাকা অর্জিত হবে<sup>৪</sup> এমনকি ভবিষ্যতে এই বৃদ্ধি আরও বেশি হবে বলে ধারণা করা যায়। বিশেষ করে কর্মসূচি প্রণয়ন ও পুষ্টি সম্পর্কিত উদ্যোগের ব্যাপকতা বাড়াতে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কর্মকাণ্ডে আরও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুষ্টির ঘাটতি ও অনুপুষ্টি কণার অভাবজনিত অপুষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান অতিপুষ্টি ও অসংক্রামক ব্যাদি নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো এখন সর্বজনগ্রাহ্য। এজন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ‘প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও নাগরিক ক্ষমতায়ন’-এর মতো বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আনা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রণীত খাতসমূহের মধ্যে চারটি মূল খাত রয়েছে, যেগুলোর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: (১) কৃষি (শস্য ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী); (২) পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন; (৩) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা উন্নয়ন এবং (৪) সামাজিক নিরাপত্তা। পূর্ববর্তী উন্নয়নশীল পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বহু খাতভিত্তিক প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়া এবং পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রমের একটি ফলাফল কাঠামো (রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণয়ন করা।

3 United Nations (2015). *Indicators for Sustainable Development Goals*. Department of Economic and Social Affairs, UN, New York.

4 Howlader, et al. (2012). *Investing in Nutrition Now: A Smart Start for Our Children, Our Future. Estimates of Benefits and Costs of a Comprehensive Program for Nutrition in Bangladesh, 2011– 2021. PROFILES and Nutrition Costing Technical Report*. Washington, DC: Food and Nutrition Technical Assistance III Project (FANTA), FHI 360.

এই পরিকল্পনায় সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা একটি সর্বব্যাপী ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করে। এখানে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পুষ্টিতে সমন্বিত ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়েছে।<sup>৫</sup>

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯০-এর দশক থেকে শিশু অপুষ্টি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে; শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করতে হলে ঐক্যবদ্ধ ও বহু খাতভিত্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুষ্টির উন্নতির পথে বাধাগুলো দূর করবে এবং পুষ্টির সহায়ক পরিবেশকে শক্তিশালী করবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় পুষ্টিনীতি অনুমোদন করেছে। পুষ্টির ক্ষেত্রে অতীতের অগ্রগতি সংহত ও ত্বরান্বিত করতে জাতীয় পুষ্টিনীতি, বিশেষত কৌশলগত পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অপুষ্টির বহুমাত্রিক কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় পুষ্টিনীতির অধীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ মেয়াদের জন্য বিভিন্ন খাতভিত্তিক কৌশল, মূল কর্মক্ষেত্র এবং প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছে। রূপকল্প ২০২১-এ যেমন বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাস করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, তেমনি তা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে অপুষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠী যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলো কমিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের আছে। স্বাধীনতার সময় থেকে খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমন ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF) কর্মসূচি, ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (VGD) কর্মসূচি চালু রয়েছে।<sup>৬</sup>

২০১৫ সালে অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (NSSS) বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো পরিমার্জন ও সেবার মান উন্নতকরত সেগুলোর কর্মপরিধি ও সেবার আওতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার অর্থ এবং খাদ্যভিত্তিক ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে; কিন্তু উপকারভোগী এখনও সীমিত। জীবনচক্রব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেয়া হলেও গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা, কিশোরী, শিশুদের মতো দুস্থ জনগোষ্ঠীকে আরও নিবিড়ভাবে লক্ষ্যমুখী করা প্রয়োজন।<sup>৭</sup>

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নে বিশেষ যে দশটি উদ্যোগ নিয়েছেন, তার সঙ্গে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কর্মপরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যেন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ (একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচিসহ) আরও পুষ্টি সংবেদনশীল হয়। এতে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Result Based Management) অনুসরণ করা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে।

## ১.৩ বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতি ও নির্ণায়কসমূহ

বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের উচ্চমাত্রায় অপুষ্টি (খর্বতা ৩৬.১%, কৃশতা ১৪.৩%, কম ওজন ৩২.৪%)<sup>৮</sup> এখনও বিদ্যমান, যদিও গত তিন দশকে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। লেখচিত্র-১-এ দেখা যাচ্ছে খর্বতা হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু যথেষ্ট দ্রুতগতিতে নয়। যদি পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা চালানো না হয় খর্বতা হ্রাসের বিদ্যমান

5 General Economics Division (2015). *Seventh Five Year Plan FY2016-FY2020: Accelerating growth, empowering citizens*. Planning Commission, GoB.

6 FPMU (2016). *NFP-POA and CIP Monitoring Report*. Food Planning and Monitoring Unit, Ministry of Food, Dhaka.

7 FPMU (2015). *NFP-POA and CIP Monitoring Report 2015*. Food Planning and Monitoring Unit, Ministry of Food, Dhaka.

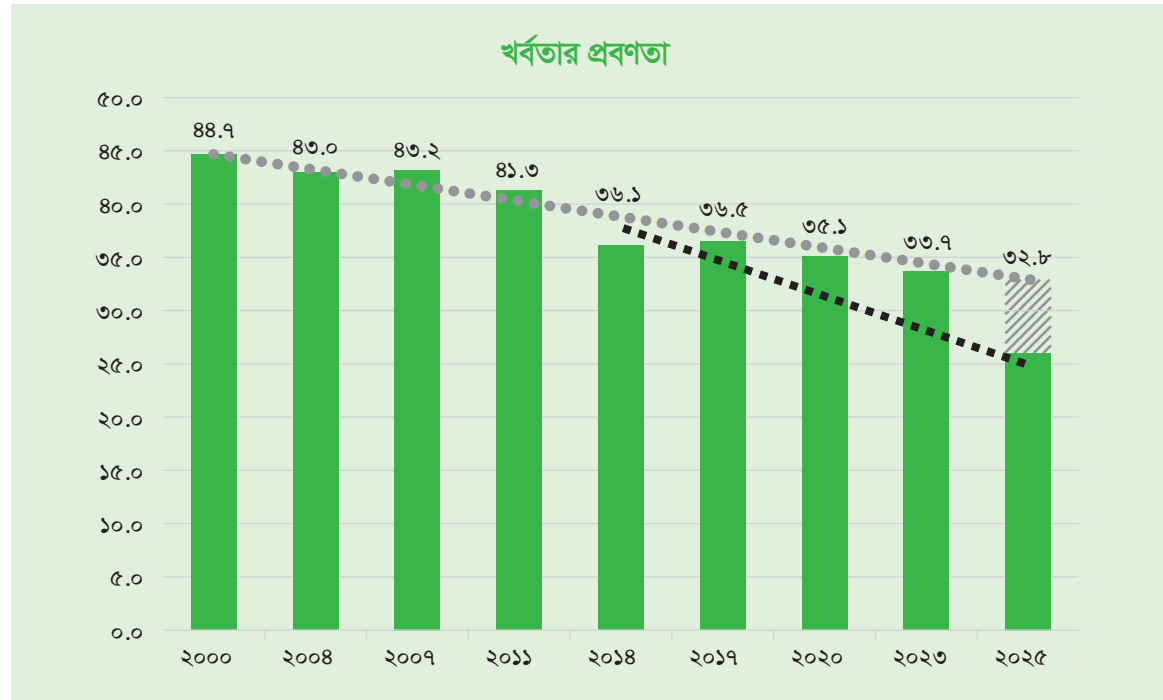
8 National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and ICF International (2016). *Bangladesh Demographic and Health Survey 2014*. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International.

বার্ষিক হার SDG অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ২৭% হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। পুষ্টি সেবার ব্যাপ্তি, মান এবং পারিবারিক পুষ্টি আচরণে উন্নতি প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও কিশোরীদের মধ্যেও অপুষ্টি বিদ্যমান ও অঞ্চলভেদে এর ব্যাপকতায় পার্থক্য আছে। বিশেষ করে উপকূলের জেলাগুলো এবং হাওর অঞ্চলের মতো কিছু এলাকা খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টির নিরিখে ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পুষ্টি পরিস্থিতির পার্থক্য বিরাজমান, এ ক্ষেত্রে গ্রাম অধিকতর সুবিধাবঞ্চিত। সার্বিকভাবে শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি ভালো হলেও কিছু ক্ষেত্রে শহরের বস্তির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বস্তির অর্ধেক শিশু খর্বকায়, বস্তি নয় বা শহরের অন্য এলাকায় এই হার এক-তৃতীয়াংশ। বস্তির ৬-২৩ মাস বয়সী চারটির মধ্যে মাত্র একটি শিশুকে (২৫.৯%) ঠিকভাবে শিশুর বয়স ভিত্তিক খাবার (আইওয়াইসিএফ) মেনে খাওয়ানো হয়, বস্তি নয় এমন এলাকায় এই হার ৪০.৪%। বস্তিতে কিশোরী-গর্ভধারণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।<sup>৯</sup>

বাংলাদেশে ২৩%<sup>১০</sup> শিশু জন্ম নিচ্ছে ২৫০০ গ্রামের কম জন্ম-ওজন নিয়ে, ১৮% গর্ভবতী নারী অপুষ্টির শিকার (MUAC<২৩০এমএম), এবং ১৫-১৯ বছর বয়সী ৩০.৮% নারী ইতিমধ্যে সন্তান জন্ম দিয়েছে।<sup>১১</sup>

রোগ ও অপুষ্টির কারণে যেসব শিশুমৃত্যু এড়ানো যায়, বাংলাদেশ সেসব ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ৪ অর্জন করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু ১,০০০ জীবিত জন্মে ৪৮-এ নামিয়ে আনা। বর্তমানে ১,০০০ জীবিত জন্মে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার ৪৬, যা এক বছর বয়সী শিশু এবং নবজাতকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৮ এবং ২৮।<sup>৮</sup>

### লেখচিত্র -১: খর্বতার প্রবণতা



Source: BDHS 2000- 2014; WHO global target 2025

Note: stunting prevalence projections are based on exponential growth

- National Institute of Population Research and Training (NIPORT), International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), Measure Evaluation (2013). *Bangladesh Urban Health Survey*. Dhaka, Bangladesh.
- GoB (2016). *National Low Birth Weight Survey 2016 (unpublished)*. Institute of Public Health Nutrition, Dhaka, Bangladesh.
- GoB (2014). *Country Nutrition Paper Bangladesh. International Conference on Nutrition 21 years later, 19-21 November 2014*. Rome, Italy.



একই সময়ে ওজনান্বিত্য ও স্থূলতার (বিএমআই  $\leq 23$ ) হার এবং অসংক্রামক ব্যাধির (এনসিডি) প্রকোপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, প্রজনন বয়সী ৩৯.২% নারীর ওজন বেশি অথবা তারা স্থূলকায়)। বাংলাদেশে ৩১.৯% পুরুষ এবং ১৯.৪% নারী উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। এর বাইরে ২৮% নারী ও পুরুষ প্রাক-উচ্চ রক্তচাপ পরিস্থিতিতে আছে। আনুমানিক ১১% নারী ও পুরুষের ডায়াবেটিস আছে এবং অতিরিক্ত আরও ২৫% নারী ও পুরুষ প্রাক-ডায়াবেটিস অবস্থায় আছে।<sup>১২</sup>

খানার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা শিশু অপুষ্টির অন্তর্নিহিত নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃত। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আয় শ্রেণি এবং ভৌগোলিক স্থানভেদে বৈষম্যের কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং খর্বতা দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী শ্রেণির শিশুদের তুলনায় সবচেয়ে কম সম্পদের অধিকারী শ্রেণির শিশুদের মধ্যে খর্বতা দ্বিগুণেরও বেশি (যথাক্রমে ১৯.৪% ও ৪৯.২%)<sup>১৩</sup>। যেসব জেলায় জাতীয় গড়ের চেয়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বেশি সেসব জেলায় শিশু খর্বতার হারও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অবস্থা আরও প্রকট আকার ধারণ করে (ঋতুভিত্তিক খাদ্যপ্রাপ্যতা, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, জেডার, গোট্রসত্তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে) এসব সংকট বাড়ছে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক আদর্শ বাংলাদেশির যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন এবং বাস্তবে যে পরিমাণ শক্তি সে গ্রহণ করে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ৮২ কিলোক্যালরি (২,৪০০ কিলোক্যালরি বনাম ২,৩১৮ কিলোক্যালরি)। আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, শহর বা গ্রামে অবস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই গড়ের ভিন্নতা হতে পারে। আর্থসামাজিক অবস্থা ও বসবাসের স্থান (অর্থাৎ গ্রামে না শহরে) বিধিসম্মত খাদ্য গ্রহণে ব্যাপক পার্থক্য তৈরি করে। খাদ্যসামগ্রী মূলত শস্যনির্ভর এবং মাথাপিছু ক্যালরির ৭০% আসে শস্য জাতীয় খাদ্য থেকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (২০০৩) সুপারিশকৃত পরিমাণের (৬০%) চেয়ে তা অনেক বেশি। ১৯৯২ সাল থেকে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২২৬৬ কিলোক্যালরি, যা ২০১০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৩১৮ কিলোক্যালরিতে। এই সময়ে মাথাপিছু আমিষ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৪.৫৪ গ্রাম (২০১০ এইচআইইএস-এ ৬৬.২৬ গ্রাম বনাম ১৯৯১-৯২ এইচআইএস ৬২.৫২ গ্রাম)। মাছ গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য নির্দেশিকার কাল্পনিক পরিমাণে আছে (দৈনিক ৬০ গ্রাম), দৈনিক ডাল গ্রহণের পরিমাণ কমে ১৪ গ্রাম হয়েছে। দৈনিক ফল ও শাকসবজি গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে ২১০ গ্রাম হয়েছে, যদিও তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (২০০৩) সুপারিশকৃত পরিমাণের (দৈনিক ৪০০ গ্রাম) অর্ধেক। বাংলাদেশের প্রচলিত খাবারে সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টিগণা কম থাকে, যার প্রতিফলন হচ্ছে আয়োডিন, জিংক, ভিটামিন-এ এবং আয়রনের ব্যাপক ঘাটতি। বৈচিত্র্যহীন উদ্ভিজ্জ খাদ্য, বিশেষ করে শস্যজাতীয় খাদ্য (cereals) এ জন্য দায়ী। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ জনের গড় খাদ্য বৈচিত্র্যের সূচক ১২ শ্রেণিভুক্ত খাদ্য তালিকায় ৬-এরও কম।<sup>১৩</sup>

বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে শিশু ও প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে অনুপুষ্টি গণার ঘাটতি এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশুদের ২০.৫% ভিটামিন-এ এবং ৪৪.৬% জিংক স্বল্পতায় (Sub-clinical) ভুগছে। প্রায় ৪০% বিদ্যালয়-বয়সী শিশু এবং ৪২% নারী (যারা গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী নয়, NPNL) আয়োডিন স্বল্পতায় ভুগছে। প্রাক-বিদ্যালয়, বিদ্যালয়-বয়সী ও গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী নয় এমন নারীদের মধ্যে আয়রন স্বল্পতার হার যথাক্রমে ১০.৭%, ৯.৫% ও ৭.১%। ৩৩% প্রাক-বিদ্যালয় শিশু এবং ৫০% গর্ভবতী নারীর রক্তস্বল্পতা আছে। জিংকের অভাবে আছে প্রাক-বিদ্যালয়ের ৪৪.৬% শিশু এবং যারা গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী নয় এমন ৫৭.৩% নারী। ভিটামিন-ডি-এর কমতি (সিরাম ভিটামিন-ডি-এর প্রত্যাশিত মাত্রা ৫০.০ মিলিমোল/লিটার ধরে) আছে ৩৯.৬% প্রাক-বিদ্যালয় শিশুদের মধ্যে, ৪৫.৫% বিদ্যালয়-বয়সী শিশুদের মধ্যে এবং ৭১.৫% এনপিএনএল নারীদের মধ্যে।

12 National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and ICF International (2013). *Bangladesh Demographic and Health Survey 2011*. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International.

13 BBS (2010). *Household Income-Expenditure Survey 2010*. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Government of the People's Republic of Bangladesh: Dhaka.

২৪.৪% প্রাক-বিদ্যালয় শিশুদের, ১৭.৬% বিদ্যালয়-বয়সী শিশুদের এবং ২৬.৩% এনপিএনএল নারীদের মধ্যে ক্যালসিয়াম ঘাটতি আছে।<sup>১৪</sup>

০-২৩ মাস বয়সী শিশুর খাবার খাওয়ানোর চর্চায় (IYCF) বিশেষ করে জন্মের পরপর বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করা, ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে যথাযথ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর অনুশীলনের অভাব উপরোক্ত সমস্যা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। ২০০৭ সালের পর থেকে শুধু বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বাড়লেও এখন পর্যন্ত তা মাত্র ৫৫.৩%। এছাড়া ৬-২৩ মাস বয়সী মাত্র ২২.৮% শিশু সর্বনিম্ন পরিমাণ গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণ করে।<sup>১৫</sup>

যদিও বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯৭.৬%-এর খাবার পানির উন্নত উৎসের সুযোগ রয়েছে, তবুও পানির মান নিয়ে সমস্যা রয়েই গেছে। মাত্র ৪৫% খানায় মানসম্পন্ন পায়খানা আছে এবং ৩.৭% মানুষ এখনও খোলা আকাশের নিচে মলত্যাগ করে।<sup>১৬</sup> বাংলাদেশে মানসম্পন্ন পানি ও পয়োব্যবস্থার সুযোগ উন্নততর হচ্ছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই উন্নয়নের গতি বেশি। নগর ও শহর এলাকার বস্তিতে জনঘনত্ব বেশি, একই সঙ্গে দুর্বল নিষ্কাশনব্যবস্থা, বর্জ্য রাখার সীমিত সুযোগ, নিরাপদ পানি ও পয়োব্যবস্থার অপ্রতুলতা রোগ ছড়ানোর এবং অপুষ্টিসহ অন্যান্য সংকটের প্রধান কারণ।<sup>১৭</sup>

বাংলাদেশের শিশু যত্নকারীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩%) এখনো আদর্শ/মানসম্মত সুপারিশকৃত স্বাস্থ্যবিধি মানে না। মাত্র ২% যত্নকারী জানিয়েছেন তাঁরা শিশুকে খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে থাকেন। দেশের মোট খানার অর্ধেক নিরাপদভাবে শিশুর মল অপসারণ করা হয় এবং ৩৮% শিশু উঠানে মল ত্যাগ করে।<sup>১৮</sup> অপুষ্টির ওপর এর প্রভাব বিবেচনায় নেয়ার মতো এবং পানি ও পয়োব্যবস্থা উন্নত করা এখনও মূল প্রতিপাদ্য। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপে (২০১৪) দেখা গেছে, জরিপের দুই সপ্তাহ আগে পাঁচ বছরের কম বয়সী ৫.৭% শিশুর ডায়রিয়া ছিল এবং তাদের ৩৮% মুখে খাবার স্যালাইন ও জিংক দুই-ই পেয়েছিল। পাঁচ বছরের কম বয়সী ৫.৪% শিশুর তীব্র শ্বাসকষ্টের সংক্রমণ ছিল এবং তাদের ৩৪.২%-কে চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হয়েছিল।

14 icddr,b, UNICEF, Bangladesh, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Institute of Public Health and Nutrition (IPHN) (2011-12). National Micronutrients Survey. Dhaka, Bangladesh

15 Helen Keller International (HKI) and James P. Grant School of Public Health (JPGSPH). (2016). *State of food security and nutrition in Bangladesh: 2014*. Dhaka, BD: HKI and JPGSPH.

## ২. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ

জাতীয় পুষ্টিনীতি ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের সঠিক ধারায় রাখতে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করেছে:

- একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কৌশল নির্ধারণ, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির নিরিখে দুর্বল জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন প্রধান সমস্যাগুলো মোকাবিলা করবে;
- পুষ্টি কর্মকাণ্ড পরিচালনা ত্বরান্বিতকরণ যার বৈশিষ্ট্য হবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অগ্রগতি, ইনপুট ও আউটপুটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা;
- পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দিকনির্দেশনার জন্য বহু খাতভিত্তিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ও অনুভূমিক সংহতি ও সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচির জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, নজরদারি ও মূল্যায়নের জন্য সরকারের নেতৃত্বাধীন সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;
- বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টি দূর করার দ্রুত ও টেকসই পন্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিমাপযোগ্য টেকসই সফলতা অর্জন।



# ৩. জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ রূপকল্প লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

## রূপকল্প

বাংলাদেশের মানুষ কাজক্ষিত পুষ্টি লাভের মাধ্যমে সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী হবে।

## লক্ষ্য

জনগণের, বিশেষত মা, কিশোরী ও শিশুসহ বধিগত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন করা; অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা; এবং জীবনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

## উদ্দেশ্যসমূহ

পুষ্টিনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন;
- বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা;
- পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা;
- পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা;
- পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

জাতীয় রূপকল্পকে সামনে রেখে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে সম্পদের প্রাক্কলনসহ একগুচ্ছ ব্যয় সাশ্রয়ী এবং পরীক্ষিত কর্মসূচিসংবলিত প্রণীত এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশের সব নাগরিকের পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগানের লক্ষ্য অর্জনে দেশকে সঠিক পথ দেখাবে বলে আশা করা হচ্ছে।



# ৪. জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-কে অনুসরণ করে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় জীবনচক্রব্যাপী পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে:

- জীবনের প্রথম ১০০০ দিন; অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত
- কিশোরী
- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা
- বয়স্ক জনগোষ্ঠী
- শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী

প্রাক-বিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের অপুষ্টির বিষয়টিও এই জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের সবচেয়ে দুস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ যাদের দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এবং যারা অতি প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করে তাদেরও পুষ্টি নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস রোগী এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত অন্যান্য জনগোষ্ঠীও অগ্রাধিকার পাবে।

## অভীষ্ট সূচক

২০২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টি হ্রাস করতে জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ ও অন্যান্য নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা নিম্নলিখিত সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে:

- জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ৮০%-এ উন্নীত করা
- ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বাড়িয়ে ৭০%-এ উন্নীত করা
- ২০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখার হার >৯৫% করা
- ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের হার বাড়িয়ে ৪০%-এর বেশি করা
- কম জন্ম ওজনের (Low Birth Weight) হার কমিয়ে ১৬% করা
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বাকৃতির (Stunting) হার কমিয়ে ২৫% করা
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কৃশকায়তার (Wasting) হার কমিয়ে ৮% করা
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের (Underweight) হার কমিয়ে ১৫% করা
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির (SAM) (WHZ<-৩) হার কমিয়ে ১%-এর নিচে আনা

- 
- অপুষ্টির (বিএমআই ১৮.৫-এর কম) শিকার কিশোরীদের (১৫-১৯) হার ১৫%-এর নিচে কমিয়ে আনা
  - ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার বাড়িয়ে ৯৯% করা
  - আয়োডিনযুক্ত লবণ (>১৫ পিপিএম) গ্রহণের হার বাড়িয়ে ৯০% করা
  - মায়েদের অতিরিক্ত ওজন/আধিক্য (বিএমআই  $\geq ২৩$ ) নিয়ন্ত্রণ ও হার কমিয়ে ৩০% করা
  - রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের হার কমিয়ে ২৫%-এর নিচে নামিয়ে আনা
  - ৫ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে শৈশবকালীন ঝুলতা (WHZ<+২) বাড়তে না দেয়া।



## ৫. থিমোটিক বিষয়সমূহ এবং কর্মকৌশল ছক

দেশে পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরালো হয়। এর সঙ্গে পরিবারের উপার্জন বাড়ে, যা পুষ্টি উন্নয়নের পথ আরও সুগম করে। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা CIP ও HPNSDP বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতীয় পুষ্টিনীতিতে যে কৌশলের কথা বিবেচনা করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। কৌশলগুলো ছয়টি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে: জীবনচক্র পন্থা অনুসরণ করে সবার জন্য পুষ্টি; পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ও কৃষি খাত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ও খাবার তালিকার বৈচিত্র্যকরণ; সামাজিক নিরাপত্তার পুনর্মূল্যায়ন; HNP-সহ সব খাতে SBCC কৌশলের বাস্তবায়ন; সংশ্লিষ্ট সব খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি; তথ্যভিত্তিক নীতি সিদ্ধান্তের জন্য পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা।

প্রধান কৌশলগুলোর একটি হচ্ছে সব নাগরিকের জীবনব্যাপী পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি করা। এ জন্য সহায়ক প্ল্যাটফর্ম ও অবকাঠামোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে টেকসই উদ্যোগগুলো (পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত উভয়ই) অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এ ধরনের অনেক কার্যক্রম বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের HPNSDP-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান আছে। পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচিসমূহের সামগ্রিক সুফল বৃদ্ধির জন্য কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তার মতো অন্য খাতের পরিপূরক উদ্যোগগুলোর কার্যকরভাবে সমন্বয় দরকার।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক কমিটিগুলো বিভিন্ন উদ্যোগের অগ্রাধিকার ঠিক করেছে কতিপয় মানদণ্ড নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। এগুলো হচ্ছে: (ক) ব্যয় সাশ্রয়ী বা লাভজনক বলে প্রমাণিত; (খ) ল্যানসেট সিরিজে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উত্তম ফলাফল প্রদানকারী পুষ্টি কর্মসূচি; (গ) বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টি হ্রাস করতে তাত্ক্ষণিকভাবে কার্যকর কর্মসূচি; (ঘ) বহুখাতভিত্তিক উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে বাস্তবায়ন সম্ভব একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার; (ঙ) বর্তমান সামর্থ্য ও সেবাদান পদ্ধতি ব্যবহার করতে সক্ষম; (চ) পরিমাপ ও পরিবীক্ষণে সহজ; এবং (ছ) এনএনপি ২০১৫ এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দলিলে স্বীকৃত। উপরন্তু অধিকতর সংগতি, যৌক্তিক বিন্যাস ও দ্বৈততা পরিহারের জন্য কৌশলগত উদ্যোগগুলোকে থিমোটিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

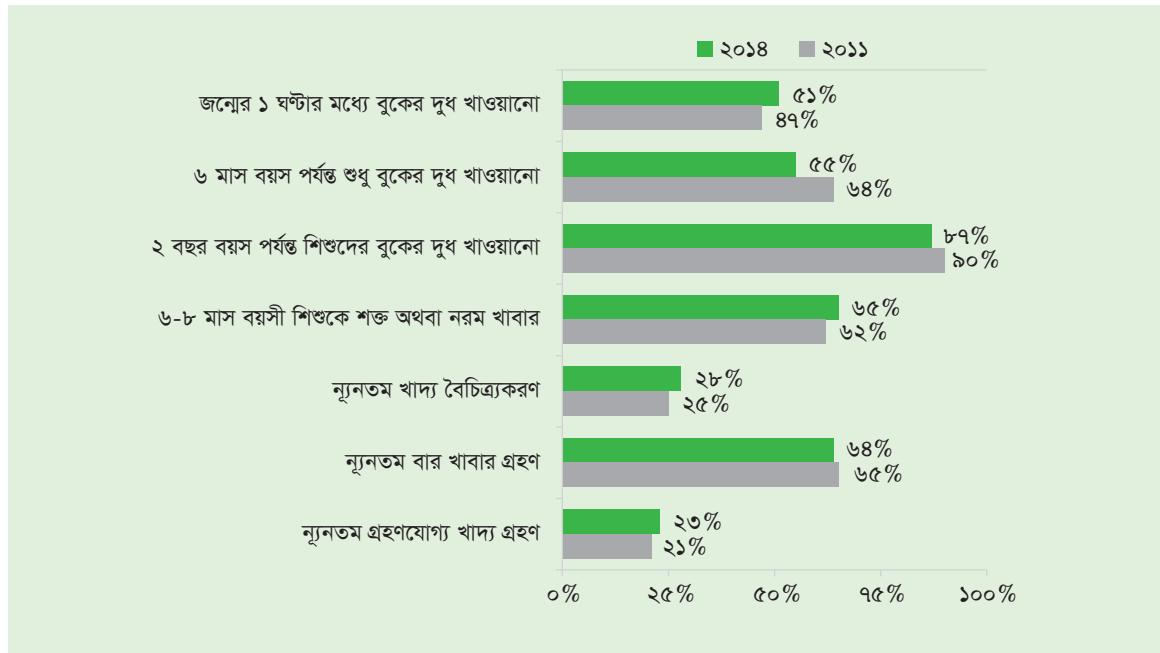
খর্বতা হ্রাসের হার দ্রুততর করার জন্য সব খাতে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। অগ্রাধিকার পাওয়া শ্রেণিগুলোতে জীবনের প্রথম ১০০০ দিনকে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে এবং কৈশোরকে বেড়ে ওঠার সংকটকাল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই অধ্যায়ে পুষ্টি পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন থিমোটিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার গৃহীতব্য কার্যক্রমের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে পুনর্বিদ্যমান করা সারণিতে গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিশদ বর্ণনা দেয়া আছে (অধ্যায়-৬-এর সারণি-১)।

## ৫.১ জীবনচক্রব্যাপী সকলের জন্য পুষ্টি

### ০-২৩ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি চর্চা (IYCF)

বাংলাদেশে শৈশবকালীন অপুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি চর্চার দুর্বল অগ্রগতি। সঠিকভাবে শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি চর্চা করলে খর্বতা প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু সব শ্রেণির পরিবারের মধ্যে এ বিষয়ে প্রত্যাশিত আচরণ পরিবর্তন হচ্ছে না। এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে প্রধান কর্মক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন- সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে ০-২৩ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির সঠিক চর্চা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেয়া, শিশুবান্ধব হাসপাতালের উদ্যোগ দৃঢ়করণ, বিএমএস আইন ২০১৩ প্রয়োগ দৃঢ়করণ, কর্মজীবী মায়েরা যেন IYCF অনুসরণ করতে পারে সে জন্য সহায়তা বৃদ্ধি। জাতীয় কৌশলপত্রের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশে ০-২৩ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি চর্চার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।



তথ্যসূত্র: BDHS 2011 & BDHS 2014

### অনুপুষ্টি কণার অভাবজনিত অপুষ্টি

অনুপুষ্টি কণার ঘাটতি দূর হওয়ার ক্ষেত্রে গত এক দশকে মিশ্র অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে, যা শিশু ও প্রজননক্ষম নারীদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ অনুপুষ্টি কণা ঘাটতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ জাতীয় কৌশলপত্রের সুপারিশ বাস্তবায়নে খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা ও খাদ্যে অনুপুষ্টি কণা সমৃদ্ধকরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, কিশোরী এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিবেচনায় আনা হয়েছে।

### মাতৃ পুষ্টি ও কম জন্ম ওজন হ্রাস

বাংলাদেশের গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের মধ্যে অপুষ্টির হার অতি মাত্রায় বেশি। কম জন্ম ওজনের (LBW) হারও বেশি এবং এর সঙ্গে অপরিপাক্য মাতৃ পুষ্টির দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রসব-পূর্ব সেবা ও প্রসব-পরবর্তী সেবা প্রদানের সময় পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শ জোরদার করা, বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহ দান, অনুপুষ্টি কণার পরিপূরণ, কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধিতে SBCC; এবং দরিদ্র মায়েদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর মতো কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা দরকার।

## তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা

হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে মাঝারি তীব্র অপুষ্টি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনার জন্য যে মানসম্পন্ন নির্দেশনা কৌশলগত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে আছে: কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি তৈরি, নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা, স্বাস্থ্যকর্মীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি, সময় মতো রিপোর্ট করা, তীব্র মারাত্মক অপুষ্টি (SAM) চিকিৎসায় খেরাপিউটিক খাদ্যের (জাতীয় নির্দেশিকা অনুসরণ করে) সরবরাহ নিয়মিত রাখা, পুষ্টি পরামর্শ সেবা (রান্না শেখানোসহ) জোরদার করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে তীব্র মারাত্মক অপুষ্টি/তীব্র মাঝারি অপুষ্টির (SAM/MAM) শিকার শিশু এবং তীব্র অপুষ্টির শিকার গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের পর্যাপ্ত পুষ্টি সহায়তা দেয়া।

## কৈশোরকালীন পুষ্টি

জীবনচক্রের একটি জটিল সময় হচ্ছে কিশোর বয়স। কারণ এই সময় শরীরের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই বয়সে বিশেষ করে কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টির হার খুব বেশি। এদের জন্য পুষ্টি কর্মসূচিও অপরিহার্য। তাই এদের প্রতি জরুরি মনোযোগ দেয়া দরকার। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনচরিত্র এগিয়ে নিতে বর্তমান জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটিভিত্তিক পন্থার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ দম্পতিদের স্বাস্থ্য সেবার সামর্থ্য বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

## বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টি

দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নিরাপত্তা কর্মসূচিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান নির্দেশিকা উন্নয়ন বা হালনাগাদ করা এবং পুষ্টি তথ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষাসামগ্রীর সঙ্গে বয়স্কদের পুষ্টি বিষয়াদি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকবে।

## স্কুলতা ও অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্কুলতা ও ওজনাধিক্য এবং অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়। বিষয়টি নীতিনির্ধারকসহ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিরোধ উদ্যোগের ব্যাপ্তি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় মূল যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে হালনাগাদ খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা ও শরীরচর্চার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাদ্যসামগ্রীর (জাংক ফুড) অবাধ বিপণন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## পানি, পয়োব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সঙ্গে পানি, পয়োব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, উন্নত টয়লেট স্থাপন ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চার ক্ষেত্রে দেশ পিছিয়ে আছে। এই সমস্যা সমাধানে সর্বস্তরে (ব্যক্তি/খানা/কমিউনিটি/খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রস্তুতি) স্বাস্থ্যবিধি চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুষ্টি এবং WASH কর্মসূচির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে।

## নগর পুষ্টি

নগরে বসবাসকারী ধনী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী/বস্তিবাসী ও বস্তিবাসী নয় এমন নাগরিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য রয়েছে। বস্তিতে সরকারি সেবার ঘাটতি রয়েছে। এর সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যুক্ত হয়ে বস্তিতে অপুষ্টির প্রকোপ বাড়িয়ে তুলেছে। নগর ও শহর এলাকার বিশেষ করে নগরের বস্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও সমন্বিত পুষ্টি সেবা প্যাকেজ নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্থানীয় সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও NGO-দের মধ্যে সমন্বয় দৃঢ় করা হবে। নগরের দুস্থ মানুষের জন্য পুষ্টি সম্পর্কিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি (এসপিপি), সুখম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিতের পাশাপাশি WASH কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

## ৫.২ কৃষি ও খাদ্য বৈচিত্র্য এবং স্থানীয়ভাবে গৃহীত খাদ্য উপকরণ

খাদ্য, কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের প্রাথমিক ভূমিকা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিরাপদ, সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যের পর্যাণ্ডতা, প্রাপ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যবহার বাড়ানো। এই কাজ শুরু হবে পরিবারভিত্তিক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমন্বিত বাগান তৈরি, পশু পালন, মৎস্য চাষ ও মৎস্য উৎপাদন সহায়তার মধ্য দিয়ে। বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমন্বিত খানাভিত্তিক খাদ্য উৎপাদন জোরদার করা হলে তা জলবায়ু পরিবর্তন ও পণ্যমূল্যের চাপ সামলানো, মৌসুমি খাদ্য উৎপাদন ও উপার্জনের হ্রাস-বৃদ্ধি মোকাবেলা এবং অধিকতর লিঙ্গ সমতাভিত্তিক উপার্জনের সহায়ক হবে। কৃষিতে অঞ্চলভিত্তিক, জলবায়ুসহিষ্ণু এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি এগিয়ে নেয়া অব্যাহত থাকবে। এর মধ্যে থাকবে পানির ওপর সবজিক্ষেত বা ভাসমান বাগানের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক জুতসই ভিন্ন ভিন্ন জাতের শস্যের আবাদ। পুষ্টি ক্ষেত্রে সফলতা বৃদ্ধির জন্য এসব উদ্যোগ অধিকতর প্রতিষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে, যাতে অগ্রাধিকার পাওয়া উদ্যোগগুলোর প্রসার ঘটে। উদ্ভিদের রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনাও (IPM) এগিয়ে নেয়া হবে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন ও ভোগ উৎসাহিত করতে খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা (Dietary guideline) ব্যবহার করে খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের লক্ষ্যগুলো এগিয়ে নেয়া হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক চাহিদা মেটানোসহ উদ্বৃত্ত খাদ্য স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করার জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ শস্য, ফলমূল ও প্রাণিজ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এছাড়াও এর মাধ্যমে স্থানীয় ও কম ব্যবহৃত জাত/প্রজাতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টিমানের উন্নতি করা সম্ভব। এ জন্য দেশজুড়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় খাদ্য উৎসের ব্যবহার আরও ত্বরান্বিত করা হবে।

### খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

পুষ্টি উন্নয়নে জৈব-সমৃদ্ধকরণ একটি স্বীকৃত দীর্ঘমেয়াদি কৃষিভিত্তিক বিনিয়োগ। কৃষি ও খাদ্যভিত্তিক উদ্যোগগুলো জোরদার করতে পরিপূরক কৌশলের যে সমন্বিত প্যাকেজ চিন্তা করা হয়েছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে জৈব-সমৃদ্ধকরণ। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে অনুপুষ্টি কণার ঘাটতিসংবলিত খাদ্যশস্যের আধিক্য, সেখানে ভিটামিন ও খনিজের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মতো প্রযুক্তি আছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)-এর মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এর মধ্যে কমলা, মিষ্টিআলু, গুঁটি ও অন্যান্য সবজিতে বিটা-ক্যারোটিন ও আয়রনের মতো অনুপুষ্টি কণা বৃদ্ধি করতে জিন স্থানান্তরসংক্রান্ত সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জৈব-সমৃদ্ধকরণের বাইরে প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি কণা দ্বারা খানাভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড এবং উদ্ভিষ্ট খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থাকরণের কথা ম্যাট্রিক্স-এ বর্ণিত হয়েছে।

### খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মজুদ

শিশুদের খাওয়ানোর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রস্তুত করার মতো সময় ও সুযোগ পেতে মায়েরা বড় ধরনের বাধার মুখে পড়ে। তবে সহজভাবে খাদ্য প্রস্তুত করার কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এই বাধা অতিক্রম করা যায়। নারীদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র বা মাঝারি উদ্যোগ গ্রহণ করার মতো মূলধন সরবরাহ করা যায়, যার মাধ্যমে দুই ও অসহায় মানুষদের বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানও হতে পারে। তাই নারী দল গঠনেও উৎসাহ দেয়া হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, পরিবহন ও সংরক্ষণের মতো ফসল উত্তোলন-পরবর্তী ধাপগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে। যথাযথ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য, মৌসুমে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে খাদ্যের সেলফ লাইফ (Shelf life) বাড়াতে হবে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য বজায় রাখতে হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (HACCP), গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্রাকটিসেস (GAPs) এবং গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিসেস (GMPs) এসব পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা কার্যক্রমের তালিকায়

আছে। ফসল উত্তোলনের পর থেকে পরিবহন ও মজুদ পর্যায়ে পুষ্টিমানের যে ক্ষতি হয়, তা রোধকল্পে জুতসই কৌশল অবলম্বন করা হবে। বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে চিনি, চর্বি, লবণ ব্যবহার সীমিতকরণ এবং ফসল কর্তন পরবর্তী সমৃদ্ধকরণ (Fortification) কার্যক্রমে।

### খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য

সব বয়সী মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হচ্ছে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যের নিশ্চয়তা। এছাড়া ঝুঁকিভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন ও খাদ্যমান নির্ধারণ, খাদ্য দূষণকারী পদার্থ ও ভেজাল পরিবীক্ষণ, পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ইত্যাদি সহায়তার মাধ্যমে খাদ্যবাহিত রোগের ওপর নজরদারি বাড়ানো হবে। খাদ্য শৃঙ্খলের পাশাপাশি GAPS (মৎস্য ও পশুসহ) GHPs ও GMPs শক্তিশালী করা হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রচারণা ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

## ৫.৩ সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে পুষ্টির বিষয়গুলো সম্পৃক্তকরণের জন্য বহুবিধ পন্থা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্থায়ীভাবে বা দুর্যোগের কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীন দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা (অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যসহ) এবং নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ইত্যাদি। কর্মসূচিতে অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য বিতরণের সঙ্গে পুষ্টি শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা। এই কর্মসূচিগুলোতে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এগুলো উপার্জন বাড়ানোর সহায়ক এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দেয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টির উন্নতি সাধন করতে পুষ্টিতে পিছিয়ে থাকা দুস্থ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা অন্যতম অগ্রাধিকার। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়াদের এবং যেসব খানায় দুই বছরের কম বয়সী শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। একটি আন্ত মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে, যারা বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের শর্ত সংশোধন করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে (২০১৫) এ রকমই সুপারিশ করা হয়েছে। বিশেষ করে শহরের বস্তি এলাকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টি বেশি, এসব এলাকায় অতিরিক্ত ঘনবসতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মৌলিক নাগরিক সেবা অপ্রতুল।

খাদ্য তালিকায় বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিভুক্ত খাদ্য সহায়তায় বহুবিধ অনুপুষ্টি কণাসমৃদ্ধ খাদ্য (চাল/তেল) অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা জনসংখ্যার উদ্দিষ্ট অংশের অনুপুষ্টি কণার ঘাটতি কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্টের (VGD) মতো চলমান কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নিয়মিত খাদ্যের পরিবর্তে অদূর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ করা খাদ্য বিতরণে উৎসাহ দেয়া হবে।

দারিদ্র্য, নারীর ক্ষমতায়ন ও বাল্যবিবাহের মতো বিষয়গুলো বাংলাদেশের অপুষ্টির অন্তর্নিহিত প্রধান কারণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন প্রাক্কালে দারিদ্র্যের এসব অন্তর্নিহিত কারণ দূর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের বৃত্তির (তাদের স্কুলে ধরে রাখার জন্য) পরিমাণ ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, দুস্থ বা অসহায় নারীদের জন্য বিশেষ আয়বর্ধক/কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ ও গর্ভধারণে পরিবারকে প্রভাবিত করা যায়। নগদ অর্থ বা খাদ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে পুষ্টি আচরণ পরিবর্তন কার্যক্রম সুসম খাদ্য গ্রহণকে প্রভাবিত করে, যা শিশু পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় (নিচে SBCC নিয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সরকারের সব স্তরে এভাবে পুষ্টিসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য সব পর্যায়ে প্রচারণা চালানো হবে।

দুর্যোগে, সংকটে কিংবা জরুরি অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সব খাতের উদ্যোগে জরুরি অবস্থার জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পুষ্টি সহায়তা/সহায়ক প্যাকেজ অনুসরণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ক্লাস্টার কর্তৃক পরিকল্পিত/প্রস্তাবিত সহায়তা প্যাকেজ নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে। শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা এবং অপুষ্টিতে থাকা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ হচ্ছে কি না নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্লাস্টারগুলোর মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে। জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এ সমন্বয় ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে।

উল্লেখ্য, জরুরি অবস্থার সময় ও জরুরি অবস্থার পরে এবং তীব্র খাদ্য সংকটের সময় দুস্থ ও অসহায় মানুষের পুষ্টি পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়, কারণ এ সময় স্বাভাবিক খাদ্য ও পুষ্টিপ্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় পুষ্টি পরিস্থিতি সমন্বিত রাখতে হলে সহায়তা প্যাকেজ/খাদ্য তালিকায় সরকার অনুমোদিত সমৃদ্ধ মৌলিক ও পরিপূরক খাবার বিতরণ সহায়ক হতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির মধ্যে যথেষ্ট লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলারা সুযোগ ও ক্ষমতায়নে অনেক পিছিয়ে। পারিবারিক সম্পদ ও উপার্জনে নারীর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সীমিত। পুষ্টির জন্য প্রদত্ত নির্দেশিকা চর্চার সহায়ক সামাজিক পরিবেশ নারীরা পায় না। ফলে তা পুষ্টির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মসূচি পরিচালনা ও কৌশলগুলো নারীর সুযোগ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বলে তারা এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে লাভবান হয়। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্নির্নয় করা দরকার, যাতে তা পুষ্টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলার কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর ফলে PFDS-এর পুষ্টি সংবেদনশীলতাসহ জরুরি অবস্থায় সাড়া দেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য ও নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচির অনুপাত নির্ধারণে সরকারের খাদ্য মজুদ কৌশলসহ অন্যান্য পুষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ওপর এই কর্মপরিকল্পনায় জোর দেয়া হয়েছে।

## ৫.৪ সমন্বিত সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) কৌশল বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্টিনীতিতে (২০১৫) সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এসব কার্যক্রম জাতীয় সমন্বিত সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) কৌশল ২০১৬-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। এই কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা/প্রতিশ্রুতি গড়ে তুলতে অ্যাডভোকেসি ও সামাজিক আন্দোলনকে আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের প্রধান উপায় হিসেবে ধরা হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যেমন WASH, পরিবেশগত স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা ও খর্বকায়তা হ্রাসে গত ১০ বছরের অগ্রগতির অভিজ্ঞতার আলোকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে SBCC কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্টিতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়সহ সব স্তরের/শ্রেণির মানুষ ও সংস্থার নেতা-কর্মীদের বিপুল অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) কর্মকাণ্ডে এসব অংশীদার চিহ্নিত ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁরা বিভিন্ন খাত যেমন স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তায় সহযোগিতার ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে। পুষ্টি উন্নয়নে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা ব্যবহার করা হবে। সাধারণ মানুষের খাদ্যের তালিকায় শাকসবজি ও ফলমূল রাখার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে গর্ভবতী ও বুকের দুধ খাওয়ান এমন মা এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খাবারের তালিকায় পুষ্টিমানসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফল অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিবারসমূহকে উৎসাহিত করা হবে। নবজাতক ও শিশুদের বুকের

দুধ খাওয়ানোসহ ছয় থেকে তেইশ মাস বয়সী শিশুদের সম্পূরক খাবারের মান বাড়াতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এ ছাড়া সবার জন্য সুস্বাদু খাবারের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

উপকারভোগী নির্বাচনসহ কর্মসূচি প্রণয়ন, তহবিল সৃষ্টি এবং জনগণের স্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নে অপুষ্টির প্রভাব বিশ্লেষণে নীতি প্রণেতাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতেও SBCC অবদান রাখবে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার বিভিন্ন ইস্যুতে আলোকপাত করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক, প্রভাবশালী অংশীদার, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নীতি-নির্ধারকগণ যেন নীতি পরিবর্তন, সফল কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও কর্মসূচির সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন, সে জন্য জাতীয় পুষ্টি পরিষদের নেতৃত্বে একটি অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এই কৌশলে প্রস্তাব করা হয়েছে। SBCC-এর কৌশল বাস্তবায়নের অন্যতম মূল কার্যক্রম হবে টেকসই প্রচার-প্রচারণা।

এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় পুষ্টিসংক্রান্ত SBCC-এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হবে সমন্বিত ও কার্যকর প্রচার, পুষ্টি তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কৌশলের উন্নয়নসহ জাতীয় ও মাঠপর্যায়ে প্রচার কার্যক্রমের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (IEC) সামগ্রী প্রণয়ন। বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাত ও গুদামজাত করা বিষয়ক প্রচার ও যোগাযোগকে উৎসাহিত করতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের বাইরেও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রমে SBCC-এর কৌশল ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, যা বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ কার্যকর ও সমন্বিত যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা উন্নয়নে অবদান রাখবে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এ ধরনের কৌশল বাস্তবায়নে সবাইকে সংগঠিত ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

এজন্য কাঠামোগত গবেষণা, প্রারম্ভিক ও শেষ-প্রান্তিক জরিপ এবং অংশগ্রহণমূলক কর্মমুখী গবেষণা পরিচালনা করা হবে এবং এসব গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন, কর্মসূচির বাধা অপসারণসহ পুষ্টিসংক্রান্ত সঠিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। যদিও খাতভিত্তিক নির্দিষ্ট কিছু বার্তা প্রচার করতে হবে, তবে অধিকাংশ পুষ্টি বার্তা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় এগুলো আন্ত মন্ত্রণালয়/আন্ত সংস্থা পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এ জন্য যৌথ পরিকল্পনা ও যৌথ বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবহারিক রান্নার ক্লাস পরিচালনা, তাঁদের উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলমূল এবং প্রচলিত দেশীয় খাদ্য তালিকার সর্বোচ্চ ব্যবহার শেখানোসহ নবজাতক ও শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি চর্চার ওপর সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-২- এ দেয়া হয়েছে:

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের অন্যতম কাজ হবে পুষ্টিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার ফোকাল পয়েন্টদের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (IEC) এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের হার্ড ও সফট কপি সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া যোগাযোগ/অ্যাডভোকেসি সামগ্রী প্রকাশ ও প্রচারের আগে কারিগরি পর্যালোচনা/অনুমোদন প্রদানের জন্য গঠিত অস্থায়ী ক্লিয়ারিং হাউসকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার কথা এই কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা মানসম্পন্ন বার্তা তৈরি ও প্রচারের একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম স্থাপনে সহায়তা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে।

এ কাজে অন্য যেসব মন্ত্রণালয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে আছে তথ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

## ৫.৫ তথ্যভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন ও গবেষণা

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণার মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী ও উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য তথ্য-প্রমাণ প্রণয়ন করা যায়। এসব তথ্য-প্রমাণ পুষ্টি কর্মসূচি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সবচেয়ে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর তথ্য-প্রমাণ শুধু গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বিষয়টি এমন নয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন থেকে নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও নীতিমালা ও কর্মসূচি সংশোধনে ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকৌশল প্রণয়নে ব্যবধান বিশ্লেষণ (Gap Analysis) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বর্তমান পুষ্টি পরিস্থিতির সঙ্গে এই কর্মপরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্যের তুলনা করা যায়। পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ ধরনের বিশ্লেষণ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজক্ষিত অগ্রগতির নিরিখে গৃহীতব্য পদক্ষেপ, যা উন্নত পুষ্টি নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদাতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করে। এছাড়া বহুখাত, বহুপক্ষ ও বহুস্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির জন্যও ব্যবধান বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

এই কর্মপরিকল্পনায় জাতীয় চাহিদার নিরিখে একটি সাধারণ পুষ্টি গবেষণা এজেন্ডা শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম এবং বিশেষ করে গবেষণা ফলাফল ব্যবহারের জন্য একটি জ্ঞান বিনিময় পদ্ধতি প্রণয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

নিচে খাদ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টরের কতিপয় কর্মমুখী গবেষণার (Action Research) উল্লেখ করা হলো -

- বিভিন্ন স্তরে এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কত ও কী ধরনের মানব সম্পদ প্রয়োজন তা নিরূপণ করা;
- সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে পাইলটিং হিসেবে পুষ্টির বিষয়টি যুক্ত করা এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তার ওপর তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

## ৫.৬ সক্ষমতা তৈরি

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সক্ষমতা উন্নয়ন। সর্বস্তরে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল ও শহরের বস্তি এলাকায় প্রদেয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্য শূন্য পদগুলো পূরণ করতে হবে। সব সেক্টরকে তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে অবহিত করতে হবে, যাতে সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করা যায় এবং কী প্রয়োজন, কোথায় পরিবর্তন আনতে হবে বা কোথায় কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা জানা যায়। এভাবে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার আওতায় একটি প্রশিক্ষণ পিরামিড তৈরি করা হবে যেখানে যথাযথ মানবসম্পদ চিহ্নিতকরত তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (BNNC) নির্দেশনা অনুযায়ী সক্ষমতা চাহিদা নিরূপণকরত প্রশিক্ষণ কৌশল এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এর ফলে কার কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে তা শনাক্ত করা সহজ হবে। তাছাড়া কোন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, কীভাবে প্রশিক্ষণ দিলে সক্ষমতা উন্নয়ন হবে, চাকরির আগে না চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ দিতে হবে, প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ দরকার আছে কি না তাও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। কোন পদগুলো ফাঁকা রয়েছে এবং সেগুলোর কার্যপরিধি কী তা জানা যাবে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুষ্টি/স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিতে হবে। তাদের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, স্বাস্থ্যকর্মী ও উপকারভোগীদের কাজক্ষিত অনুপাত যাতে ঠিক থাকে এবং পুষ্টি সেবার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।



অন্যান্য সেক্টরেও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে মডিউলসহ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী ছাড়াও স্কুলশিক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কৃষি সম্প্রসারণ সেবায় পুষ্টি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে জীবনের প্রথম ১০০০ দিনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কিশোরীদের প্রতি আলাদা নজর রাখতে হবে।

কৃষি খাতে পুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া তথা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচির মূলধারায় পুষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে খাদ্য ও কৃষি খাতের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর ফলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীগণ কৃষক মাঠ স্কুল (FFS) এবং কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রে (FIAC) ব্যবহৃত পদ্ধতির ন্যায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত হবেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)- এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিদেশের সমজাতীয় সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ শক্তিশালীকরণ অন্যতম।

# ৬. সমন্বিত কর্মকৌশল ছক

এই কাজগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা, বাস্তবায়নের সময় কাঠামো এবং বাস্তবায়নকারী/সহযোগী সংস্থার তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

## সারণি ১. সমন্বিত কর্মকৌশল ছক

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন	উপকৌশল	মূল কার্যক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.১	জীবচক্রের সব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা	উপকৌশল ৬.১.২.১ সব গর্ভবতী মায়ের পূর্ণ গর্ভকালব্যাপী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যথাযথ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা, যাতে সুস্থ ও কাঙ্ক্ষিত জন্ম ওজন নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ নিশ্চিত হয়	কম ওজনবিশিষ্ট শিশুর জন্ম হার হ্রাসে পুষ্টি ও অনুপুষ্টি-কণার (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) অভাব কমানোসহ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে ● কিশোরী; ● গর্ভবতী মা; ● ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলা	১. প্রসব-পূর্ব (ANC) এবং প্রসব-পরবর্তী সেবায় (PNC) পুষ্টিবিষয়ক কাউন্সেলিং পরিচালনা করা ২. জাতীয় অনুপুষ্টি-কণা কৌশলপত্র (National Micronutrient strategy) অনুযায়ী অনুপুষ্টি-কণা সম্পূরক সামগ্রী (আরও ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি) সরবরাহ করা ৩. স্কুলে স্বাস্থ্য/পুষ্টি এবং পানি ও পরিবেশসংক্রমণ (WASH) কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান ৪. গর্ভকালীন সময় মায়ের ওজন বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা ৫. তীব্র অনুপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরদের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদান ৬. তীব্র অনুপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরদের সামাজিক নিরাপদ বেটেনী প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা ৭. দরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরদের শর্তসাপেক্ষে অর্থ প্রদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পুষ্টি সেবা (NNS) ডিজিটাইজেশন (DGHS) ডিজিটাইজেশন (DGFP) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়- ইউপিএইচসিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী সংস্থা
		৬.১.২.২ সহায়ক পারিবারিক পরিবেশ, সেবা ব্যবস্থা ও আইনি নিরাপত্তাব্যবস্থা (Regulatory safety net) নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষজনিত মারেরা যেন পূর্ণ ৬ মাস শিশুদের শুধু বুকের দুধ পান করাতে পারেন এবং দুই বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন, তা নিশ্চিত করা	শিশুদের পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো এবং দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে সহায়তা, সুরক্ষা ও সহযোগিতা	১. প্রসব-পূর্ব (ANC) এবং প্রসব-পরবর্তী সেবাসহ (PNC) শিশুর খাশা ও পুষ্টি চর্চা (IYCF) বিষয়ক কার্যক্রমে মাতৃদুগ্ধ পানের বিষয়ে সহায়তা প্রদান ২. আইনি সুরক্ষা জোরদার করা (বিএমএস আইন ২০১৩-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং শিশুস্বাক্ষর হাসপাতাল, মাতৃদুগ্ধকালীন ছুটি ইত্যাদি) ৩. শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোসংক্রান্ত সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) এর প্রচারণা বাড়াও ৪. শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য পরামর্শ প্রদান ও সামাজিক সমর্থন জোরদার করা ৫. কর্মক্ষেত্রে শিশুকে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়তা প্রদান ৬. মাতৃদুগ্ধকালীন ছুটির অধিকার সুরক্ষায় শ্রম মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ৭. ক্যাসাক মাদার কেয়ার প্রদানে (মায়ের শরীরের সংস্পর্শে শিশুর যত্ন সহায়তা) ৮. রি-ল্যাকটেশন (পুনরায় মাতৃদুগ্ধ দান)-এর জন্য ওকাতানি (Oketani) পদ্ধতি প্রদানে সহায়তা	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGFP স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়- ইউপিএইচসিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়/শ্রম মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
		৬.১.২.৩ সব শিশুর শৈশবের বছরগুলোতে যথাযথ পুষ্টি তিতি তৈরি করার লক্ষ্যে পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো এবং ৬ মাস বয়স থেকে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়িতে তৈরি সুষম পরিপূরক খাবার দেয়া ও এর সঙ্গে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করানো নিশ্চিত করা	সঠিকভাবে শিশুকে মায়ের দুধ এবং পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর চর্চা শক্তিশালীকরণ	১. জাতীয় শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি চর্চা (IYCF) কর্মপরিকল্পনা ২০০৭ হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন ২. ০-২৩ মাস বয়সী শিশুদের দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি সঠিক ও নিরাপদ পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর প্রচারণা করা ৩. ০-২৩ মাস বয়সী শিশুদের দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা ৪. নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যাদের অনুপুষ্টি-কমা ঘাটতি আছে তাদের জন্য অনুপুষ্টি-কমা সম্পূরক কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া ৫. পরিপূরক খাবার খাওয়ানো সম্পর্কে পরামর্শদান ৬. টিকাদান কর্মসূচি, প্রসব-পূর্ব সেবা, প্রসব-পরবর্তী সেবা ও যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা, প্রসবকালীন যত্ন ও IMCI-এর সময় শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো ও ন্যূনতম পরিমাণ, বার এবং বৈচিত্র্য ধর্মী পুষ্টি খাবার খাওয়ানোর জন্য সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) ও প্রচারণা চালানো	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
		৬.১.২.৪ স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ রোধ করাসহ কিশোর-কিশোরীদের সূচিক ও বিকাশে সহায়তাকারী পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	কিশোর ও কিশোরীদের পুষ্টি চাহিদা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াও	১. কৈশোরকালে অনুপুষ্টি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা ২. বাল্যবিবাহ রোধে আইনের প্রয়োগ করা	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
		৬.১.২.৫ অপুষ্টিজনিত অসংক্রমক রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধদের জন্য যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা	উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও অন্যান্য অসংক্রমক রোগাক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য খাদ্যাভ্যাসের নির্দেশিকা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ	<ol style="list-style-type: none"> <li>অসংক্রমক রোগাক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের খাদ্য গ্রহণের নির্দেশিকার মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া</li> <li>অসংক্রমক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি চালানো</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), বিশেষায়িত সংস্থা
		৬.১.২.৬ বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রভাবে মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যাভ্যাস বিপজ্জনকভাবে হ্রাসের মুখে। এর ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রমক ব্যাধি (Chronic non-communicable disease) মহামারি আকার ধারণ করেছে। এসব প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাবারের অবাধ বাজারজাতকরণ এবং বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে কার্যক্রম হাতে নেয়া, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন প্রণালীতে উৎসাহ প্রদান।	অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাদ্যদ্রবের (জিংক ফুড) অবাধ বিপণন নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ জোরদার করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>গৃহীত কোডেক্স/জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রহণকৃত খাদ্যমান মেনে চলার ব্যবস্থা নেয়া</li> <li>জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইনফোস্যান এবং কোডেক্সের ফোকাল পরেন্টদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা</li> <li>খাদ্যনিরাপত্তা আইন ২০১৩ জোরদার করা</li> <li>বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্যের অসংগত বিপণন, উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রবের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি পরিচালনা করা</li> <li>খাদ্য ও খাদ্যদ্রবের নিরাপদ ও মানসম্পন্ন সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য জাতীয় নীতিমালা তৈরি করা</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) শিল্প মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
		৬.১.২.৭ বাল্যবিবাহ রোধ, বিলম্বে গর্ভধারণ ও দুই সন্তান জন্মের মধ্যবর্তী সময়কাল বৃদ্ধি করতে চলমান পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের সহজপ্রাপ্যতা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।	পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলো এবং একাধিক সন্তান জন্মানের মধ্যবর্তী বিরতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো  বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো	<ol style="list-style-type: none"> <li>জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান জন্মানের সময়ের ব্যবধানের সুবিধাসমূহের প্রচার করা। এ ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী, কমিউনিটি সংগঠন, স্থান ব্যবস্থাপনা কমিটি (স্থল থেকে বারে পড়াদের পরিবীক্ষণ করার জন্য) ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে যুক্ত করা</li> <li>বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি পরিচালনা</li> <li>সঠিক সময়ে গর্ভধারণে যথাস্থগত সুবিধাগুলোর প্রচার (পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য)</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.১.৩	সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা	৬.১.৩.১ গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাসমূহে ও পুষ্টি অরিপ (Nutrition surveillance) দ্বারা চিহ্নিত দুর্গম এলাকাসমূহে কবাসরত মানুষের, যাদের খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ খুব সীমিত ও যারা উপার্জনক্ষম নয়, তাদের উদ্দেশ্য করে পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করা	সুবিধাবঞ্চিত/ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য পরোক্ষ পুষ্টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম প্রচার করা	১. বিদ্যমান এসপিপিকে পর্যাপ্ত পুষ্টি সংবেদনশীল করতে পুনর্বিবেচনা (যেমন - সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ উপাদানে পুষ্টি অন্তর্ভুক্তকরণ, সঠিকভাবে লক্ষিত জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ এবং যাত্রাসেবা ও পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ প্রদান) ২. শহুরে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টি পরোক্ষ এসপিপির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ৩. বহুক্ষেত্রীয় পুষ্টি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কার্যক্রম ও এপিপির মধ্যে কৌশলগত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
		৬.১.৩.২ আপেক্ষিক সাময়ে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি অথবা সংঘাত) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগকালীন প্রস্তুতির পরিকল্পনাতে আক্রান্ত মানুষের মৌলিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের বিষয়টি বিধায়িতভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করা। এ সংক্রান্ত আইনের (মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহার ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩) প্রয়োগ নিশ্চিত করা	বিদ্যমান দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে পুষ্টি কর্মসূচি জোরদার করা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ওয়াশ এবং খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক সূদৃঢ় করা এবং সমন্বিত উপায়ে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করা	১. জরুরি অবস্থায় সমন্বিত প্রস্তুতি পরিকল্পনায় পুষ্টির অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করা ২. পরিস্থিতি মূল্যায়নের ওপর সক্ষমতা বাড়ানো ৩. দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (গর্ভবতী মা, প্রসূতি মা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী) জন্য সঠিক পুষ্টি সহায়তার ব্যবস্থা করা ৪. জরুরি অবস্থায় বিএমএস (BMS) আইন ২০১৩ চালু ও কার্যকর করা ৫. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/খাদ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
		৬.১.৩.৩ দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস নিয়ে জীবধারণ করছেন এমন ব্যক্তিদের অসুস্থতার সময় ও পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা	যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস রোগাক্রান্তরাসহ দুর্যোগে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সময় স্বাস্থ্যকর খাদ্যভাঙ্গার জন্য সচেতনতা বাড়ানো	১. পুষ্টির ওপর বিশেষ আলোকপাত করে যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডসের ব্যবস্থাপনার জাতীয় নির্দেশিকা সংশোধন করা ২. যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস, ক্যান্সার, মূত্রাশয় ও যকৃতসংক্রান্ত রোগের ওপর লক্ষ রেখে স্বাস্থ্যকর খাদ্যভাঙ্গার নির্দেশিকা/বিধি হালনাগাদ করা ৩. সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় নির্দেশিকা/বিধি ব্যবহারের ওপর ধারণা ও প্রশিক্ষণ দেয়া	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়/শ্রম মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসমতা খাদ্যভ্যাস নিশ্চিত করা।	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.২.১	খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের জন্য বাড়িতে বাগান তৈরি, সীমিত আকারে পশু পালন এবং বাড়ির আঙিনায় হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ (পারিবারিক অথবা সমষ্টিগতভাবে) সমাধিতভাবে করার উদ্যোগ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা, যেন তাদের কাছে বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিরাপদ ও পুষ্টির খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়		দেবীয় প্রচলিত, স্বল্প ব্যবহৃত ও পুষ্টির বিবিধ/প্রজাতি/জাতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাড়িতে সমন্বিত খাদ্য উৎপাদন শক্তিশালী করা (শাকসবজি ও ফলমূল, সীমিত পশু পালন, মৎস্য চাষ, সমন্বিত পুষ্টি শিক্ষা) এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহার জোরদার করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>১. সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা</li> <li>২. খাদ্যভ্যাসের বৈচিত্র্যের জন্য কৃষকদের মাঠ স্কুল, গ্রামাভিত্তিক সংগঠনগুলোতে পুষ্টি শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যা বাড়িতে নানা ধরনের বাগান (ফল ও শাকসবজি) এবং পেছনের উঠানে হাঁস-মুরগি পালন/সীমিত আকারে পশু পালন/জলজ চাষে উদ্বুদ্ধ করবে</li> <li>৩. ছাদে বাগান তৈরির পদ্ধতি ও স্বাস্থ্যকর পুষ্টির খাদ্যভ্যাসের সহায়তা প্রদান</li> <li>৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক এলাকাভিত্তিক বাড়ির বাগানের প্রযুক্তি (যেমন, পানির ওপর চাষ, ভাসমান বাগান) পরিচিতি করা</li> <li>৫. পুষ্টি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ছোট ও দেশীয় প্রজাতির (যেমন মলা ও অন্যান্য ছোট মাছ) মাছ চাষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা</li> <li>৬. পরোক্ষ পুষ্টি প্রশিক্ষণের উপকরণ ও তথ্য তৈরি/গ্রহণ/বিতরণ</li> <li>৭. প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে বাড়িতে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য ও সমন্বিত খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো (ফল ও শাকসবজি, সীমিত আকারে পশু পালন + ছোট মাছ)</li> <li>৮. উদ্যানবিদ্যা, মৎস্যচাষ ও প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতি (পিএইচএল) কমাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (টিভি ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ)</li> <li>৯. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা তৈরি বা উন্নয়ন</li> <li>১০. জৈব সমৃদ্ধকরণের ওপর (যেমন, শিম জাতীয় সবজি, মিষ্টিআলু) গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা/স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাবের বিষয়টিও মূল্যায়ন করা</li> <li>১১. অভীষ্ট খানা (Household) পর্যায়ে জিংক-সমৃদ্ধ চাল উৎপাদন ও ভোগে উদ্বুদ্ধকরণ/স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাবের বিষয়টিও মূল্যায়ন করা</li> <li>১২. জলবায়ুর ঝাঁট প্রযুক্তির ওপর প্রাসঙ্গিক গবেষণা কার্যক্রমে জোর দেয়া</li> <li>১৩. গবেষণার ফলাফল কার্যকরের জন্য পরোক্ষ পুষ্টি তথ্য তৈরি/প্রচার করা</li> <li>১৪. বিদ্যমান কৃষি সম্প্রসারণ সহায়ক কার্যক্রম/প্রকল্পে পুষ্টি সমন্বয়করণ</li> <li>১৫. একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্পকে আনুপাতিক হারে বাড়ানো</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	কৃষি মন্ত্রণালয়- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়- মৎস্য অধিদপ্তর জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (NARS)- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, পিএসবি, নিশ্চিত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সেসরকারি সংস্থা

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.২.২	প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অতিরিক্ত লবণ, সম্পৃক্ত চর্বি, ট্রান্স ফ্যাট (trans fat) পরিহারে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশেষ আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কার্যক্রম হাতে নেয়া		অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধে বহুক্ষেত্রীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পুষ্টি এবং অসংক্রামক রোগ কার্যক্রমের মধ্যে সময়সীমা	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ খাদ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সহযোগী বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
৬.২.৩	স্থানীয় ও দেশি প্রজাতির শস্য, ফল ও সবজি চাষে উৎসাহ দেয়া হবে, যেন জীববৈচিত্র্যের সুবিধা গ্রহণ করা যায় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্যবৈচিত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয়		জীববৈচিত্র্য ও খাদ্যবৈচিত্র্যের জন্য দেশজ ফসল, ফল ও শাকসবজি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা	জীববৈচিত্র্য ও খাদ্যবৈচিত্র্যের জন্য দেশজ ফসল, ফল ও শাকসবজি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা	দীর্ঘমেয়াদি	খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (NARS)	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
৬.২.৪	খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনে নানা রকম খাবারের সঠিক সংমিশ্রণ প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্যের সংমিশ্রণ করে খাবারের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে জনগণকে উত্সাহিত করা		পড়ুন ৬.২.৯				

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.২.৫	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য তৈরির অভ্যাসকে উন্নত করা, উৎসাহ দেয়া ও জোরদার করা, যেন নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যের পুষ্টিমান অক্ষয় থাকে। সারা বছর খাদ্যপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় ও জুতসই কারিগরি কৌশল ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণে উৎসাহ দেয়া		সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ কর্মপরিকল্পনার মূলধারায় নিরাপদ খাদ্য, পানি, পর্যোজনিকারন, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ্রহণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাত/বিপণন/প্রস্তুতি আইন নিশ্চিত করতে প্রচার/সহায়তা ডালু চেইন (পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো) ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জ্ঞান ও অভ্যাসের উন্নতি পড়ুন ৬.২.১	১. সঠিক ও নিরাপদ খাদ্য বেছে নেয়া/স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরিতে নিরাপদ খাদ্য, পানি, পর্যোজনিকারন, স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ওপর গণমাধ্যমে প্রচার করা/সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) পরিচালনা করা ২. খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষ করে অনিরাপদ খাবার শনাক্ত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতা/সক্ষমতা বাড়ানো ৩. উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাত/বিপণন/সংরক্ষণের সময় খাদ্য নিরাপত্তার আইন/নিয়ম/নির্দেশনা কার্যকরভাবে জোর দেয়া ৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ ও গুণমাত্রাভেদে সহায়তা ৫. ডালু চেইনসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উৎপাদক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের কারিগরি সহায়তা প্রদান	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ IFST স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, খাত
৬.২.৬	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বাড়ি সন্নিহিত জলাশয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশীয় ছোট মাছ, যেমন মলা, ঢেলা, পুঁচি জাতীয় মাছ চাষ ও সংরক্ষণে উৎসাহদানের মাধ্যমে চাহিদামানসিক প্রাণিজ আহিষের জোগান নিশ্চিত করা		জরুরি অবস্থায় ও তীব্র খাদ্য সংকটে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ (জাতীয় নির্দেশনা/খাদ্য যুক্তি অনুযায়ী)	জরুরি অবস্থায় অতিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বিতরণ/সহায়তা প্রদান	স্বল্পমেয়াদি	খাদ্য মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় CCHPU পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, খাত
৬.২.৭	দুর্যোগ ও মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত মানুষের জন্য প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খাদ্য (Supplementary food) প্রদান করা						



#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.২.৮	জাতীয় পুষ্টিসংক্রমণ (fortification) কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং এর ব্যবহার ও পরিধি বৃদ্ধি করা (যেমন - খাবার লবণে আয়োডিন, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' শিশুদের জন্য বাড়িতে তৈরি খাদ্য সমৃদ্ধ করা)		অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অনুপুষ্টি-কণার মাধ্যমে খাদ্য সমন্বিত ও সমৃদ্ধকরণ (খাদ্যভিত্তিক অনুপুষ্টির অগ্রাধিকারের সঙ্গে জাতীয় নির্দেশনা মেনে)	<ol style="list-style-type: none"> <li>লবণে আয়োডিন যুক্ত করা ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন সমৃদ্ধকরণ ও মান নিশ্চিত করা</li> <li>নিরাপত্তাবোধী কর্মসূচির খাদ্য বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ খাবার (Fortified) যুক্ত করা এবং বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ</li> <li>জৈব সমৃদ্ধকরণের মতো সম্ভাব্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ শনাক্ত করতে গবেষণা পরিচালনা</li> <li>স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব দেখার জন্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা/ গবেষণা জোরদার করা</li> <li>BSCIC- এর মাধ্যমে অপরিশোধিত লবণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং অপরিশোধিত লবণের মান নিয়ন্ত্রণ</li> <li>সব লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে মান যাচাই পরীক্ষণের চালু</li> <li>বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো (যেমন - BSCIC, IPHN, BSTI, IPH, DG-Food, DWA ইত্যাদি)</li> <li>দ্রব্যমূল্য ভোক্তাদের সামর্থ্যের মধ্যে রাখতে বাজার পরিষ্কৃতি যাচাই অভিযান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড চালু করা</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ শিল্প মন্ত্রণালয়- BSTI/ CIDDD বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কৃষি শিল্প কর্পোরেশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ IFST	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সেরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সেরকারি সংস্থা, খাত
৬.২.৯	অপুষ্টি, ওজনবিহীন এবং অনুপুষ্টি-কণার ঘটনিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে আমিষ, মেহ, শর্করা ও অনুপুষ্টি-কণার যথাযথ ও সঠিক অনুপাতে গ্রহণ করাকে জনপ্রিয় করা		স্বাস্থ্যের খাদ্যাভ্যাসের জন্য খাদ্য নির্দেশিকা প্রচার	<ol style="list-style-type: none"> <li>স্বাস্থ্যের খাদ্যাভ্যাসের ওপর সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ কার্যক্রম বাড়াও</li> <li>IYCF অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের চর্চা বাড়ানো</li> <li>শরীরচর্চাসহ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সহায়তা বাড়ানো</li> <li>জাংকফুড গ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে ও পুষ্টি তথ্য জানাতে সহায়তা প্রদান</li> <li>প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন)/ বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) তথ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সেরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সেরকারি সংস্থা, খাত
৬.২.১০	খাদ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা এবং শিশু ও তার পরিবারের বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খর্বতা, কৃশতা ও অনুপুষ্টি-কণার ঘাটতি হ্রাস করা		কৃষি, মজুত ও প্রাণিসম্পদ প্রকল্পে নানামুখী খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুষ্টি সচেতনতা কর্মপরিকল্পনা বা প্রকল্প তৈরি/ হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন	<p>খাদ্যে বৈচিত্র্যের জন্য প্রগোদনা ও সচেতনতা তৈরি কর্মসূচির ব্যবস্থা:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>উৎপাদক/কৃষক</li> <li>ভোক্তা</li> <li>সেবাদানকারী</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সেরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সেরকারি সংস্থা, খাত

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল পুষ্টি কেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ কার্যক্রম জোরদার করা।	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.১	গর্ভকালীন পর্যাপ্ত ওজন বৃদ্ধির জন্য গর্ভকালে যথাযথ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে মায়ের উৎসুক করা, পূর্ণ গর্ভকাল এবং দুগ্ধদান করার সময়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুপুষ্টি-কণা বিশেষত আয়রন-ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ নিশ্চিত করা, সংক্রমণ রোধ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা, গর্ভকালে কার্যকর শ্রম কমানো ও যথাযথ বিশ্রাম নিশ্চিত করা, গর্ভকালে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ ও ধূমপান নিরোধে আচরণগত পরিবর্তন সাধন করা।		মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার উন্নতি এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য উন্নয়নের অভ্যাসের সহায়তা</li> <li>তমাকের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতার আয়োজন/তামাক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS/TCC সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.২	দুগ্ধদানকারী মায়ের অপুষ্টি রোধে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ও শিশুর যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করা।		মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার উন্নতি এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা (অন্তর্ভুক্ত ৬.১.২- উপ-১ ও ২: ৬.৩.১)	<ol style="list-style-type: none"> <li>জন্মদানের সময় মায়ের খাদ্যাভ্যাস যত্নে ও প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে SBCC কার্যক্রম চালানো</li> <li>জাতীয় অনুপুষ্টি-কণা কৌশলপত্র অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে জাতীয় অনুপুষ্টি-কণা (আইএফএ, ডিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম ইত্যাদি) সরবরাহ বাড়ানো</li> <li>সন্তান জন্মদানের ৪২ দিনের মধ্যে কমপক্ষে তিনবার প্রসব-পরবর্তী সেবায় মায়ের খাদ্যাভ্যাস ও যত্নের বিষয়ে কাউন্সেলিং করতে সহায়তা প্রদান</li> <li>আইজিএ/জীবিকা কর্মসূচি, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টি/ভাউচার ক্ষিমে কর্মসূচির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO, বেসরকারি খাত

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.৩	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল নবজাতকের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করতে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো শুরু করা, ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো, ৬ মাস বয়স থেকে দিনে ৩-৪ বার ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার (ন্যূনতম ৪টি খাদ্যশ্রেণির সমন্বয়ে তৈরি খাবার) দেয়ার সঙ্গে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করা	উপকৌশল	শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত খাওয়ানোর চর্চার প্রচার	১. জাতীয় আইওয়াইসিএফ কৌশলপত্র হালনাগাদ ও বাস্তবায়ন ২. আইওয়াইসিএফ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং করাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বাড়ানো ৩. শিশুবাধব হাসাপাতাল উদ্যোগ' আনুষ্ঠানিক হারে বাড়াণো ৪. IYCF চর্চার সমর্থন ও সহায়তায় SBCC কর্মকণ্ড চালানো ৫. প্রসব-পূর্ব (ANC) ও প্রসব-পরবর্তী সেবাকালীন (PNC) সময়ে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য কাউন্সেলিং করা ৬. আইন প্রয়োগ ও আইনি সহায়তা জোরদারকরণ (বিএমএস আইন ২০১৩ পুরোপুরি কার্যকর, সব খাতেই কর্মরত নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি) ৭. কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান ৮. বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি খাবার রান্নার সঠিক উপায় ও খাদ্যাভ্যাসের বৈচিত্র্যের ওপর জোর দিয়ে শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ও নিরাপদ সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর সহায়তা প্রদান ৯. বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সহায়তা প্রদান	মধ্যেময়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-DGHS, DGFP স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী, বিশেষায়িত সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.৪	পুষ্টির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন যেকোনো সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা করা	উপকৌশল	পুষ্টি অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে এমন সাধারণ সংক্রমণের চিকিৎসা জোরদার করা	১. ডায়ারিয়া, আমাশয়, নিউমোনিয়া, কানে সংক্রমণ, পরজীবীর সংক্রমণ ইত্যাদি রোগসহ সাধারণ অসুস্থতার সঠিক ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া ২. যথাসময়ে সব প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ও যথাযথযুক্ত ওষুধ ও কর্মী সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ৩. সেকেন্ডারি ও টারশারি লেভেলে হাসপাতালের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-DGHS, DGFP স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বিশেষায়িত সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.৫	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি উভয় স্থানে মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা করা	উপকৌশল	জাতীয় নির্দেশনা অনুযায়ী পরিমিত ও তীব্র পুষ্টিহীনতার ব্যবস্থাপনা জোরদার করা	১. জাতীয় নির্দেশিকা পুনর্মূল্যায়ন ও হালনাগাদ ২. কমিউনিটি পর্যায়ে জটিলতরীণ মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (SAM) ও মাঝারি তীব্র অপুষ্টি (MAM) আক্রান্ত শিশু খুঁজে বের করা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও অনুসরণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা তৈরি ৩. প্রতিবেদনসহ জটিল মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির মানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা সেবা দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো ৪. প্রতিষ্ঠানে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির ব্যবস্থাপনায় নিয়মানুযায়ী ও যথাসময়ে চিকিৎসাশিক্ষিত খাবার (জাতীয় নির্দেশনা অনুযায়ী) সরবরাহ ৫. তীব্র অপুষ্টির শিশু এবং গর্ভধারিণী ও দুগ্ধদানকারী মায়েরদের জন্য পুষ্টি পরামর্শ (রান্নার পদ্ধতি দেখানোসহ) হার বাড়ানো ৬. যথাযোগ্য ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাবেটনের সঙ্গে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি/মাঝারি তীব্র অপুষ্টি অবস্থার পরিবারের সংগে সংযুক্ত করা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ছয় থেকে ৯ মাস বয়সী মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি/মাঝারি তীব্র অপুষ্টি শিশু ও তীব্র পুষ্টিহীন গর্ভধারিণী ও দুগ্ধদানকারী মায়েরদের উপযুক্ত পুষ্টি সহায়তা দেয়া	মধ্যেময়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS, DGFP স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN)/NNS স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বিশেষায়িত সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.৬	শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পরিবার ও সমাজের মাধ্যমে যত্ন নিশ্চিত করা এবং শিশু বিকাশে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধ করা		শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও উন্নয়ন বিষয়ে সহায়তা প্রদান (লালন গালাস (০-৩ বছর), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৬ বছর))	১. শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সঠিক বিকাশে সেবা ও সহায়ক পরিবেশের গুরুত্বের ওপর গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা ২. পুষ্টি প্রত্যক্ষ ও পুষ্টি পরীক্ষা সেবায় শিশু বিকাশের সহায়ক উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা ৩. নিরাপদ ও সাড়াদানের মাধ্যমে শিশুর যত্ন নেয়া ও খাবার খাওয়ানোর চর্চা বাড়ানো ৪. কর্মক্ষেত্র ও কমিউনিটিতে শিশু দিবায়ন কেন্দ্র (Creche), ডে-কেয়ার সেন্টার এবং প্রাক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO, বেসরকারি খাত
৬.৩.৭	কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি বোন যথাযথ হয় এবং তারা কাজক্ষত উচ্চতা ও ওজনসহ পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য তাদের পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা।		আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম/প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কিশোরপ্রাপ্তদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জীবনধারা বিষয়ে উৎসাহিত করা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী/কিশোর দম্পতি/ভরণ দম্পতিদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা গতিশীল করা	১. আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক পুষ্টি শিক্ষাসহ গণমাধ্যম ও সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোরপ্রাপ্তদের জন্য সুকম খাদ্যভাঙ্গা ও স্বাস্থ্যকর রান্নার চর্চা এবং অভ্যাস পরিবর্তনের বাস্তব (সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ/SBCC) প্রদান বাড়ানো ২. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষা হালনাগাদ ও অন্তর্ভুক্ত করা ৩. সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের (বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনা সংগঠন ইত্যাদি) কৈশোরে পুষ্টি বিষয়ে পরিচিত করা/প্রশিক্ষণ দেয়া ৪. সামাজিক সহায়তা গোষ্ঠী/গালাস গাইড/ক্লাউটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ৫. বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি/খুদে ডাঙার কর্মসূচি/কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ৬. কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির ওপর সচেতনতা বৃদ্ধিতে সব সম্ভাবনা শনাক্ত করা	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC), শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.৮	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুষ্টিশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা		শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে পুষ্টি পাঠ্যসূচি (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা	১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে (আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক) পুষ্টি পাঠ্যসূচি (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি, উভয় কর্মসূচির ওপর বিশেষ নজর দিয়ে) হালনাগাদ করা ২. প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মেডিক্যাল ও নার্সিং পাঠ্যক্রমে পুষ্টি পাঠ্যসূচি হালনাগাদ করা ৩. পুষ্টিসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর সক্রিয় ই-লার্নিংয়ের (ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষা) প্রবর্তন করা	মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BHE, CME শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, পেশাদার সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

#	জাতীয় পুষ্টিমাত্রার কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.৯	প্রাথমিক পুষ্টিমাত্রার জন্য শক্তি, আর্মিষ ও অনুপুষ্টি-কণা সমৃদ্ধ খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা		প্রচলিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>১. প্রশিক্ষণ নির্দেশিকায় বয়োজ্যেষ্ঠদের পুষ্টি বিষয়টি প্রবর্তন করা</li> <li>২. প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা</li> <li>৩. স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রচলিত পাঠ্যক্রম/প্রশিক্ষণ নির্দেশিকায় বয়োজ্যেষ্ঠদের পুষ্টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা</li> <li>৪. স্বাস্থ্যসেবার সব স্তরে বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রতিবেদক এবং আরোগ্য সহায়ক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা বাড়ানো</li> </ol>	মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সহযোগী, সহযোগী, পেশাদার সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১০	গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এবং শহর/শহুরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার সময়ের মাধ্যমে পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো		শহুরে ও গ্রামীণ উভয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রেই পুষ্টি সেবা প্যাকেজ প্রদান জোরদার করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট অপারেশন প্ল্যান-এর মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করা</li> <li>২. শহুরে ও গ্রামীণ উভয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রেই পুষ্টি সেবা প্যাকেজ প্রদান</li> <li>৩. শহুরে ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় পুষ্টি বিষয়টি মূলধারায় সন্নিবেশিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং NGO-দের মধ্যে সময়স</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS, DGFP স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১১	শহুরে বস্তি ও দুর্গম এলাকাসমূহে প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো		শহুরে বস্তি ও দুর্গম এলাকাসমূহে প্রাথমিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সেবা জোরদার করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>১. প্রত্যন্ত এলাকা/শহুরে বস্তিতে পুষ্টি সেবার চাহিদা ও সরবরাহ বাধার ওপর বিশেষ নজর দিয়ে পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ/চাহিদা মূল্যায়ন করা</li> <li>২. প্রত্যন্ত এলাকা/শহুরে এলাকার বস্তিতে পুষ্টি সেবা বাড়ানো/বিস্তৃত করা</li> </ol>	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN)/NNS স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.১২	পুষ্টিশিক্ষা, পদামর্শ ও তথ্যের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন করা। জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সুসম খাদ্য, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান এবং সুস্থতার জন্য কার্যিক পরিক্রম ও শরীরচর্চা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সব অংশীজনের সমন্বয়ে সব মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা। পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান ও খাবার স্যালাইনের মতো সফল জাতীয় কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও খাদ্যানিরাপত্তা নিয়ে জাতীয়ভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের পরিকল্পনা করা এবং এই খাতে সম্পদ বরাদ্দ রাখা		সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC)-এর জন্য সংশ্লিষ্ট মূল অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত, বহুমুখী ও বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি	পুষ্টির ওপর একটি বিস্তারিত, সমন্বিত, বহুমুখী, অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১৩	উপযুক্ত অনুপুষ্টি-কণা সমৃদ্ধ পারিবারিক খাদ্যের পরিচিতি ও খাদ্যাজাস গড়ে তোলা		বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যগ্রহণের ওপর বিশেষ আলোকপাত করে খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা প্রচার	১. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন-এর ব্যবস্থা করা ২. খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকার ওপর SBCC প্রচারকার্য চালানো	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কোশল	উপকোশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.১৪	প্রচলিত যাত্রা ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা, দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং এর জন্য জনশক্তি পরিমাপ করা (বিশেষত কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন যাত্রাকেন্দ্রে কর্মরত প্রাথমিক যাত্রাকর্মীর সংখ্যা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা) যাতে যাত্রাকর্মী ও সুফলভোগীর আনুপাতিক হার সঠিক থাকে এবং পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে	উপকোশল	সর্বজনীন যাত্রা সুরক্ষা পরিধিতে পুষ্টি সেবাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা	১. সর্বজনীন যাত্রা সুরক্ষার জন্য যাত্রা ব্যবস্থার সক্ষমতার উন্নয়ন ২. পুষ্টি সেবা কেন্দ্রে মানবসম্পদের আবশ্যিকতা ও সক্ষমতা (প্রয়োজনীয় সংখ্যা ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ) এবং কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া ৩. প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ করা ৪. বিভিন্ন জুরে পুষ্টিবিষয়ক কর্মীদের অবস্থান/পরিস্থিতি যাচাই ৫. চাহিদা নিরূপণ এবং পুষ্টি সেবার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া	ষষ্ঠমাস	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১৫	যাত্রাকর্মীদের সব শূন্যপদ পূরণ ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও উপকরণ প্রদান। যাত্রাব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর যথা কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপকেন্দ্রে, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ও উপজেলা যাত্রা কমপ্লেক্সকে পুষ্টিসেবা দানের উপযোগী করা	উপকোশল	যাত্রাসেবা প্রদানকারী কর্মীর শূন্যপদ পূরণ নিরবচ্ছিন্ন পুষ্টি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা পুষ্টি সেবার জন্য যাত্রা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা	১. শূন্যপদ পূরণে নিয়োগ ২. পুষ্টি সরবরাহ ব্যবস্থা বৃদ্ধি ৩. যাত্রা প্রতিষ্ঠানে যাত্রাপ্রতির প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং ক্রয় ও সরবরাহ প্রক্রিয়ায় সহায়তা (তালিকা তৈরি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো) ৪. পুষ্টিবিষয়ক কর্মীদের কাজের বিবরণী মূল্যায়ন/হালনাগাদ/বাস্তবায়ন	মধ্যমের্যাদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS, DGFP অর্থ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১৬	তৃণমূল পর্যায়ে যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবাকে যথাযথভাবে যাত্রাসেবার মূলধারায় আনা	উপকোশল	যাত্রা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মূলধারায় 'প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম' সন্নিবেশিত করা	১. পুষ্টি বাস্তবায়ন সময়সীমা কমিটির কার্যকর সভা নিয়মিত আয়োজন ২. যাত্রাসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মধ্যে সময়সীমা নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত পুষ্টি সময়সীমা সভার আয়োজন করা	ষষ্ঠমাস	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHIN)/NNS, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC)	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৩.১৭	জনগণের সমষ্টি লাভের লক্ষ্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সব স্তরের পুষ্টি সেবাদানকারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা		জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এম অ্যান্ড ই) জোরদার/ বাস্তবায়ন পুষ্টি সেবার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পুষ্টি তথ্য ও প্রতিবেদনের মধ্যে সময়সীমা ঘটানো (৩গ)-এর ওপর নীতিনির্ধারনী সংলাপের আয়োজন	১. বিভিন্ন সেক্টর/ইউনিট/বিভাগ/সরকারি (জিও) ও বেসরকারি সংস্থা (NGO) অংশীজনের জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া এবং নিশ্চিত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা ২. অংশীজন/সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের নিয়মিত প্রতিবেদন জানানো এবং তথ্য হালনাগাদ করা (জবাবদিহি/মূল্যায়নে সুনির্দিষ্ট সূচক অন্তর্ভুক্ত) ৩. পুষ্টি কার্যক্রমে ঘাটতি (Gap) বিশ্লেষণে জোর দেয়া এবং কার্যকর পুষ্টি সেবার জন্য পদক্ষেপ নেয়া ৪. পুষ্টি কার্যক্রমে বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যমান যাত্রা ও যাত্রাহীন ফোরাম/প্ল্যাটফর্মগুলোকে সংবেদনশীল করা	স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC), HMIS ভূমি মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১৮	পুষ্টি কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রায়শন ও প্রসঙ্গ করা		প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা	১. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সঙ্গে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) ও দেশের অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে সংযোগ তৈরি	স্বল্পমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) খাদ্য মন্ত্রণালয়- FPMU	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.১৯	একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য চাহিদা নিরূপণ এবং সম্পদের যথাযথ বণ্টন করা		দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার সক্ষমতা বাড়ানোর রোডম্যাপ তৈরি করা	১. প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণের ব্যবস্থা করা ২. সক্ষমতা বাড়ানোর রোডম্যাপ তৈরি করা	স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) খাদ্য মন্ত্রণালয়- FPMU	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৩.২০	হাসপাতালে ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি কার্যক্রমে মার্চ পর্যন্ত পুষ্টিবিন নিয়োগ করা		স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র/ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পুষ্টিবিন পদের অনুমোদন নিশ্চিত করা	১. ৬৪ জেলায় পুষ্টিবিন নিয়োগ ও সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা (প্রশিক্ষণ ছাড়াও নিয়মিত তত্ত্বাবধানে সহযোগিতার মাধ্যমে) ২. উপজেলা পুষ্টিবিন পদ সৃজন	স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO



#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।	উপকৌশল	মূল কার্যক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৪.১	পুষ্টিবান্ধব চাষাবাদের মাধ্যমে ফল, শাক-সবজি, মুরগি, মাছ, মৎস্যজাত দ্রব্য, দুধ ও মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান	খানা (Household) পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি। খাদ্যাভিত্তিক খাদ্য নিদেশনার প্রচার ও উৎসাহ প্রদান। তথ্যভিত্তিক খাদ্য বাছাই (Informed choice) ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা		প্রতিফলিত ৬.১.৩-উপ ১, ২, ৭; ৬.২.১; ৬.২.২; ৬.২.৩ (খানা খাদ্য নিরাপত্তা); ৬.১.৩.১; ৬.২.২; ৬.২.৩ (খাদ্যপ্রহরণ নির্দেশিকা)			
৬.৪.২	পুষ্টিবান্ধব হার বাড়ানো, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারীর উপার্জনের সুযোগ তৈরি এবং বিশ বছর বয়সের পর গর্ভধারণের ওপর গুরুত্ব প্রদান		৬.১.৩ থেকে ৬.২ পড়ুন	প্রতিফলিত ৬.২ (খাদ্যের প্রাপ্যতা)			
৬.৪.৩	নারীশিক্ষার হার বাড়ানো, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারীর উপার্জনের সুযোগ তৈরি এবং বিশ বছর বয়সের পর গর্ভধারণের ওপর গুরুত্ব প্রদান		সামাজিক সুরক্ষা/ সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ও তথ্য খাতের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোকপাত করা	১. বাল্যবিবাহ, বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভধারণ প্রতিরোধে গণমাধ্যমে প্রচারণা, সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা এবং গণসচেতনতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত বার্তা শনাক্ত করতে তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া ২. কিশোর-কিশোরী ও নারীদের ডিজিট প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা ৩. গরিব ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের সব স্কুলগামী ছেলেমেয়ে/কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'স্কুল বৃত্তি' বাড়ানো ৪. কিশোর-কিশোরীদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করায় উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর নজর দেয়া ৫. ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের (বিধবা, ভালুকপ্রাপ্ত, দুস্থ এবং বেকার অবিবাহিত নারীসহ কিশোরী) আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং তাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা ৬. কৃষি ও পুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ, বিশেষ করে নারীদের ভূমিকার তথ্য প্রমাণাদি তৈরি করা ৭. সর্বজনীন মাধ্যমিক নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটানো ৮. টেকসই আয়বর্ধক কর্মসূচি, বাজারে ব্যবসার সুযোগ ও পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর লক্ষ্য রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাড়া	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৪.৪	নানা রকম সংক্রমণ, যেমন ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও পরিবেশজনিত কারণে সৃষ্ট পেটের পীড়া শিশু পুষ্টির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এসব সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পয়োব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতাবিধি মেনে চলতে বিশেষত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা		নিরাপদ খাবার পানি ও যথাযথ পয়শোনিষ্কাশন নিশ্চিত করা সর্বস্তরে স্বাস্থ্যবিধি চর্চা (ব্যক্তিগত/বাসাবাড়ি/কমিউনিটি/খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও প্রস্তুততে) বাড়াও	১. সর্বস্তরে ওয়াশ (WASH) কর্মসূচি বাড়াও (গ্রামীন, শহুরে বস্তি ও অনুমোদিত বসতি/সম্প্রদায়/প্রত্যন্ত এলাকা ইত্যাদি) ২. পুষ্টি ও ওয়াশ (WASH) কর্মসূচির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ৩. ওয়াশ (WASH) ও পুষ্টির জন্য গণমাধ্যমে প্রচার ও সামাজিক সংহতি তৈরি	স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
৬.৪.৫	সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান, সিন্ডিকাল সোসাইটি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পুষ্টি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা		প্রতিফলিত হয়েছে ৬.৫	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সমন্বিত)		প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সমন্বিত)	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সমন্বিত)
৬.৪.৬	অ-শস্যাজাতীয় (Non-cereal) কৃষিপণ্য যেমন, ডাল, ফল ও সবজির ফলন বাড়তে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা		প্রতিফলিত হয়েছে ৬.৫	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৬ (গবেষণা)		প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৬ (গবেষণা)	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৬ (গবেষণা)
৬.৪.৭	পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের যেমন - খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, মত্যা ও প্রাণিসম্পদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, দুর্যোগ ও ত্রাণ) সময়সূচী নতুন কার্যক্রম ও কৌশল গ্রহণ করা		প্রতিফলিত হয়েছে ৬.৫	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৪ (যৌথ কর্মসূচি)		প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৪ (যৌথ কর্মসূচি)	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৪ (যৌথ কর্মসূচি)

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্ষেত্র	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সময়সীমা)	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৪.৮	কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শিক্ষা, শিল্প এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন হবে; এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপরিউক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করা		প্রতিফলিত হয়েছে ৬.৫	প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সময়সীমা)			প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সময়সীমা)	সহযোগী প্রতিফলিত মাধ্যম ৬.৫.৩ (সময়সীমা)
৬.৫	পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, পানি, পরোনিষ্কাশন ও পরিষ্কারণবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের							
৬.৫.১	অপুষ্টির হার অনেক বেশি এমন নগর-অঞ্চলে বিশেষত বস্তি এলাকায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একত্রে কাজ করা		যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং শহুরে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো (NGO)/ প্রকল্প (UPHCSDP)/ উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ঘটানো	১. যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়নের সচিবকে সহ সভাপতি করে শহুরে যাত্রা সমন্বয় কমিটির নিয়মিত সভা করা ২. শহুরে প্রাথমিক যাত্রাসেবা প্যাকেজে পুষ্টি উপাদান সমন্বিত করা ও বাড়ানো ৩. জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ইউইপিএইচসিএসজিপি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা ৪. হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (HMIS)- এর মধ্যে শহুরে পুষ্টি প্রতিবেদন সম্পৃক্ত করা ৫. যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক যাত্রা আয়োগ প্রচার ও পুষ্টি সেবা দলকে অন্তর্ভুক্ত করে সেক্টরভিত্তিক কর্মী জোট গঠন ও পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি (যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত)।	দীর্ঘমেয়াদি	যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC), HMIS স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, সেরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO	
৬.৫.২	গ্রাম ও শহুরে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মহল্লায় ওজনমিতি ও স্কুলতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। শারীরিক পরিচর্যা ও ব্যায়ামকে উৎসাহিত করা		প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষা জোরদার করা/ সমন্বয় ঘটানো	১. বালক ও বালিকাদের পুষ্টি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা ২. স্কুল হেলথ কর্মসূচি, স্কুল ফিডিং ও গার্ডেনিং-এ সহায়তা প্রদান ৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা উৎসাহ করা ৪. কমিউনিটিতে শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা	দীর্ঘমেয়াদি	যাত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BHE প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, সেরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO	

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৫.৩	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল পুষ্টি নিরাপত্তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বেষ্টনী, যান্ত্রিক পয়োনিকেশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি এবং জীবিকার সংস্থান। এসবের উন্নতিকল্পে অর্থবহ বহু খাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যন্ত্রা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহায়তা, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, NGO সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতা ও সময় জোরদার করা		বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) এবং এর কার্যালয়, 3M (বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তর)-এর ভিত্তিতে (BNNC কার্যালয়) পুনরুজ্জীবিত ও জোরদার করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>3M-এর সময় সম্পর্কিত চাহিদা মূল্যায়ন ও ঘাটতি (Gap) বিশ্লেষণ</li> <li>মানবসম্পদ ও তৌত অবকাঠামো গঠনের দিক থেকে BNNCকে পুনরুজ্জীবিত করা</li> <li>BNNC-এর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি</li> <li>কারিগরি সহায়তার চাহিদা যাচাই</li> <li>কাউন্সিল, নির্বাহী কমিটি ও স্থায়ী কারিগরি কমিটিকে দক্ষ ও কার্যকর করা</li> <li>আঞ্চলিক পর্যায়ে (জেলা ও উপজেলা) সময় কৌশল নির্ধারণ করা</li> <li>BNNC কার্যালয়কে পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহ</li> <li>সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি (TOR) ও জবাবদিহি সঙ্গে সেন্টার/বিভাগ/শাখা/সেবাগুলোর মধ্যে পুষ্টিবিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট শনাক্ত করা</li> <li>দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ</li> </ol>	স্বল্পমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, NNS কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তৃণ মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৫.৪	অংশীদারি শক্তিশালী করে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে একত্রে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা		সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সম্পৃক্ততা কার্যকর সময় কৌশল প্রতিষ্ঠা একটি সমন্বিত উদ্যোগ অনুসরণের মাধ্যমে 'পুষ্টিতে মূলধারায় আনা' জোরদার করা	<ol style="list-style-type: none"> <li>পুষ্টি কর্মসূচির Map তৈরি</li> <li>সরকারি সংস্থা-বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্ব ও সময় কার্যকর করা</li> </ol>	স্বল্পমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, NNS কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তৃণ মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী	
৬.৫.৫	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তাবৈধনী নিরাপত্তাবৈধনী কৌশলপত্রে পুষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বিশেষত খাদ্য কর্মসূচিতে খাদ্যবৈচিত্র্যের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা, আতিদারিদ্র ও বিধিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে পুষ্টি কর্মসূচির সংযোগ স্থাপন করা		জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSS) অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষায় পুষ্টিতে জোর দেয়া যাবস্থা ব্যবস্থা ও সামাজিক সুরক্ষা বৈধনী কর্মসূচির মধ্যে সংযোগ স্থাপন	খাদ্য বৈচিত্র্যের প্রচার ও উদ্ভিদ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ধারণা সংযুক্তির জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনা করা	দীর্ঘমেয়াদি	GED সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO	
৬.৫.৬	বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠাপটে পুষ্টি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে, যেন নীতিনির্ধারণকরণ পুষ্টি কার্যক্রম ও কৌশল সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন ও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ছাড়া প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম আরও নিখুঁত করার চেষ্টা করা		পুষ্টিনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গবেষণা, নজরদারি, বিদ্যমান জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থা জোরদার করা	১. তথ্য প্রমাণ, গবেষণা ও সমন্বয়ের জন্য Map প্রণয়ন ও ঘাটতি (Gap) বিশ্লেষণ ২. নিয়মিত NIS কার্যসূচি বাড়ানো (পুষ্টি নির্দেশক নিখুঁত করে উন্নত তথ্য দিয়ে ডিজিটাইজেশন/ডিজিটাইজেশনে নিয়মিত এমআইএস প্রতিবেদন ও পুষ্টি নজরদারি বাড়ানো ইত্যাদি) ৩. বিদ্যমান জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন (জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পুষ্টি কর্মসূচি/সেবার প্রভাব ও কার্যকারিতার নিরীক্ষণ সময় অন্তর পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা তৎপর সঠিক ব্যবস্থা নেয়া ও ফলোআপ করা)। ৪. জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি গবেষণা পরিচালনা করা ৫. গবেষণা ও পাঠের জন্য প্র্যাকটিক্যাল প্রতিষ্ঠা ৬. সামাজিক সুরক্ষা/সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পুষ্টি সংযুক্তির ওপর নতুন গবেষণা/পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ও তথ্য নীতি নির্ধারণক/সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে জানানো এবং গবেষণার ফলের ওপর ভিত্তি করে এসপিপি/এসএনএনের ধারাবাহিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিশ্চিত করা (আরও পুষ্টি সংবেদনশীল করা) ৭. পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমআইএস) ব্যবস্থা তৈরি	১. তথ্য প্রমাণ, গবেষণা ও সমন্বয়ের জন্য Map প্রণয়ন ও ঘাটতি (Gap) বিশ্লেষণ ২. নিয়মিত NIS কার্যসূচি বাড়ানো (পুষ্টি নির্দেশক নিখুঁত করে উন্নত তথ্য দিয়ে ডিজিটাইজেশন/ডিজিটাইজেশনে নিয়মিত এমআইএস প্রতিবেদন ও পুষ্টি নজরদারি বাড়ানো ইত্যাদি) ৩. বিদ্যমান জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন (জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পুষ্টি কর্মসূচি/সেবার প্রভাব ও কার্যকারিতার নিরীক্ষণ সময় অন্তর পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা তৎপর সঠিক ব্যবস্থা নেয়া ও ফলোআপ করা)। ৪. জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি গবেষণা পরিচালনা করা ৫. গবেষণা ও পাঠের জন্য প্র্যাকটিক্যাল প্রতিষ্ঠা ৬. সামাজিক সুরক্ষা/সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পুষ্টি সংযুক্তির ওপর নতুন গবেষণা/পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ও তথ্য নীতি নির্ধারণক/সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে জানানো এবং গবেষণার ফলের ওপর ভিত্তি করে এসপিপি/এসএনএনের ধারাবাহিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিশ্চিত করা (আরও পুষ্টি সংবেদনশীল করা) ৭. পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমআইএস) ব্যবস্থা তৈরি	দীর্ঘমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS, DGFP, IPHN, NNS সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৫.৭	অ-শস্যজাতীয় খাদ্যের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা। খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে আতিদারিদ্রের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি করা		পুষ্টি ৬.২.১ পড়ুন ৬.২.১	পড়ুন ৬.২.১ পড়ুন ৬.২.১		৬.২.১	৬.২.১	

#	জাতীয় পুষ্টিনীতির কৌশল	উপকৌশল	মূল কার্যক্রম	প্রধান কার্যক্রম	সময়সীমা	দায়বদ্ধ/দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়	সহযোগী
৬.৫.৮	খাদ্য ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইনের প্রয়োগ জোরদার করা		নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর প্রয়োগ জোরদার করা খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জনসচেতনতা বাড়ানো	১. বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো ও কোডেক্স/ইনফোস্যানের (Codex/INFOSAN) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর খাযথ প্রয়োগের জন্য জবাবদিহি বাড়ানো ২. জাতীয় নিরাপদ খাদ্যনিতি চূড়ান্ত করা এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও প্রচার ৩. কোডেক্স ও ইনফোস্যান-এর ফোকাল পয়েন্ট এর সক্ষমতা বাড়ানো এবং 'ড্যানু টাইন' এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়া ৪. খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জনসচেতনতামূলক প্রচারের আয়োজন	দীর্ঘমেয়াদি	খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয়	সহযোগী উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৫.৯	বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রোধে খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা, রোগবাধি ব্যবস্থাপনা কৌশল ইত্যাদির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো		কৌশলগত অভিযোজনের মাধ্যমে পুষ্টির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতা কমানো	১. পুষ্টির ওপর প্রভাবের সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্তিসহ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা সংশোধন ও হালনাগাদ ২. জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে থাকা এলাকায় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানো	মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- CCHPU পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO
৬.৫.১০	দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে বহু খাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কার্যকর সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে জোরদার করা		একটি কার্যকর ও কর্মক্ষম বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তর (ত্রি-এম) সমন্বয় ইউনিট গঠন (BNNC কার্যালয়), BNNC-এর সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারের সমন্বয় ও সহযোগিতায় তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করা BNNC কার্যালয়ে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো/প্ল্যাটফর্মসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমআডাই) ব্যবস্থার মাধ্যমে জবাবদিহি জোরালো করা	১. ৩গ সমন্বয় অকার্যকরতার বাধাসমূহ নির্ণয় করা। ২. সুনির্দিষ্ট কাজের বিবরণসহ পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে BNNC কার্যালয়কে কার্যকর করা ৩. BNNC কার্যালয়ের জন্য স্বল্প, মধ্যম, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা ৪. BNNC কার্যালয়ের কার্যকরতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা ৫. BNNC কার্যালয়ের সহায়তায় জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল, নির্বাহী কমিটি ও কারিগরি কমিটিসহ অন্যান্য কমিটিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা (TOR) প্রণয়ন ও কার্যকর করা ৬. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, তথ্য বিনিময়ের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয় কৌশল প্রণয়ন (জেলা ও উপজেলা) করা ৭. সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা (TOR) ও জবাবদিহিসহ সেক্টর/বিভাগ/অধিদপ্তর/সেবার সব ক্ষেত্রে পুষ্টির ফোকাল পয়েন্ট শনাক্ত করা ৮. জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করা ৯. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুসারে BNNC কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সমন্বয় প্ল্যাটফর্মসমূহ গঠন কার্যকর করা	দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC, IPHN, NNS, DGHS, DGFP, অর্থ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা (NGO), আন্তর্জাতিক NGO

# ৭. পুষ্টিসংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কৌশল

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর প্রধান। জাতীয় পুষ্টি পরিষদের অধীনে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আছে 'নির্বাহী কমিটি' (Executive Committee)। এই কমিটিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এছাড়া রয়েছে স্থায়ী কারিগরি কমিটি (Standing Technical Committee), যার প্রধান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই কমিটির সদস্য। পুষ্টিসংক্রান্ত সার্বিক নীতি নির্দেশনার দায়িত্বে আছে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC)। অন্যদিকে এসব নীতির বাস্তবায়ন ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির এবং পুষ্টিসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ও নীতিমালার কারিগরি দিক দেখাশোনার দায়িত্ব স্থায়ী কারিগরি কমিটির (পরিশিষ্ট ৪)।

পুষ্টিসংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়। এই কার্যালয় নির্বাহী কমিটি ও স্থায়ী কারিগরি কমিটিকে নীতিগত ও বিশ্লেষণধর্মী সহায়তা দেয়। এ জন্য দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় BNNC কার্যালয়ের অধীনে সমন্বয়কারী প্ল্যাটফর্ম গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে আছে সুনির্দিষ্টভাবে পুষ্টিকেন্দ্রিক কর্মসূচি, পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি, গবেষণা/পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, সক্ষমতা উন্নয়ন, যোগাযোগ ও অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম (নিচে দেয়া রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের শীর্ষ পর্যায়ে কমিটিসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ সংযুক্ত হয়েছেন। বর্ণিত প্ল্যাটফর্মসমূহ গঠিত হলে এসব সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরাও এতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান-জাতীয় পুষ্টি সেবা (IPHN-NNS), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়গুলো পুষ্টিকেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কারিগরি সহায়তাকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর/বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার বিভাগ। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN), জাতীয় কৃষি বিষয়ক গবেষণা ব্যবস্থা (NARS), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (IFST of BCSIR), পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (INFS), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (IFRB of Atomic Energy Commission) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

জাতীয় পুষ্টি সেবা (NNS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছাড়াও কৌশলগত পুষ্টিসংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অনুঘটকের দায়িত্ব পালনকারী হিসাবে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানকে পুষ্টির 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে ভাবা হচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি সেবা বাস্তবায়ন ছাড়াও গবেষণা/সমীক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অ্যাডভোকেসি (সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ) কার্যক্রমে এই প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে পুষ্টিসংক্রান্ত সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থানে পুষ্টিবিদ, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সামগ্রিক সহায়তা দরকার হবে।

চিত্র-৩: বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তর পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত পুষ্টি কাঠামোর সময়সীমা





## ৭.১ বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (BNNC) সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC)-কে আরও কার্যকর এবং দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য এর সাংগঠনিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনা দরকার। সেই সঙ্গে দরকার এর জনবল এবং বরাদ্দ বাড়ানো। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতিবছর দুইবার বৈঠক হবে। আর এর নির্বাহী কমিটি প্রতি দুই মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে। স্থায়ী কারিগরি কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কাছে প্রয়োজনীয় কারিগরি সুপারিশ করবে। আর এসব শীর্ষ কমিটিসমূহকে দাপ্তরিক/সার্চিবিক সহায়তাসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেবে BNNC কার্যালয়। তাই বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল এবং পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক সহায়তা দরকার।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের প্রধান হবেন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন নির্বাহী পরিচালক/মহাপরিচালক (যিনি বর্তমানে সচিব হিসেবে অভিহিত)। তিনি হবেন এ কার্যালয়ের নির্বাহী প্রধান। তিন বিভাগের তিনজন পরিচালক তাঁকে সহায়তা দেবেন। এই তিনটি বিভাগ হলো: নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়; গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগ। এই তিন পরিচালকের প্রত্যেককে সহায়তা দেয়ার জন্য দুজন করে উপ-পরিচালক থাকবেন। নির্বাহী পরিচালক/মহাপরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রশাসন ও আর্থিক বিষয় দেখাশোনা করার জন্য থাকবেন আরেকজন উপ পরিচালক। উপ পরিচালকদের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়ার জন্য সহকারী পরিচালকগণ কাজ করবেন। পরিশিষ্ট-৩ক'তে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে।

## ৭.২ বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (BNNC) ভূমিকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সমর্থন ও সহযোগিতায় জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ প্রণীত হয়েছিল। এখন জরুরি ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে সহ সভাপতি করে সরকার বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) পুনর্গঠন করে। ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিতে আছেন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানবৃন্দ। অন্য সদস্যদের মধ্যে আছেন BNNC-এর স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব। এ ছাড়া স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির মনোনীত তিনজন পুষ্টিবিদও আছেন এ কমিটিতে (পরিশিষ্ট-৪)।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের মূল ভূমিকা হচ্ছে: (১) নীতিনির্ধারণী সর্বোচ্চ কমিটিকে কারিগরি/বিশ্লেষণ, নীতিগত এবং দাপ্তরিক সহায়তা দেয়া; (২) দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং গবেষণা পরিচালনা; (৩) বহুখাতের সমন্বয়; (৪) তথ্য/জ্ঞানভান্ডার ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ এবং প্রতিবেদন তৈরি। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয় অনুভূমিক ও উল্লম্ব সমন্বয়, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, জবাবদিহি কাঠামো তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার নিরিখে প্রতিবেদন তৈরির মাধ্যমে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়কে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এছাড়াও পুষ্টিসংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার আঞ্চলিক পর্যায়ে তথা দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জড়িত মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় এবং নিবিড় যোগাযোগও রাখতে হবে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে।

পরিশিষ্ট-৩খ-তে বর্ণিত কার্যাবলিসহ ওপরে বর্ণিত ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট থাকায় বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ অনুযায়ী পুষ্টিসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমাত্রিক সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে শক্তিশালী করাটা খুব যৌক্তিক। উল্লেখ্য, বহুপাক্ষিক সমন্বয়ের জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ, ইনস্টিটিউশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার অধীন কর্মকাণ্ডকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ মধ্যমেয়াদি বাজেটের কাঠামোয় আনতে হবে। আর এ কাজ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

### ৭.৩ বাস্তবায়ন কৌশল

এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিশদ বিষয়গুলো একটি সাধারণ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তুলে ধরা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাতেও স্ব স্ব কর্মসূচির অংশ সন্নিবেশিত করবে। একেবারে নতুন কর্মকাণ্ডের জন্য নতুন প্রকল্প বা নতুন কর্মসূচি তৈরি করতে হবে কিন্তু বিদ্যমান কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করতে হবে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা মূলত পুষ্টিসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, কার্যপদ্ধতি এবং শাসন কাঠামো সংবলিত একটি উচ্চমানের নির্দেশিকা, যাতে আগামী ১০ বছরে প্রয়োজনীয় বাজেটের বিষয়েও বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুমোদিত অগ্রাধিকার এবং আনুক্রমিক নীতিমালার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনটি সময় ক্রম বিবেচনা করা হয়েছে:

- স্বল্পমেয়াদি: আগামী তিন বছরে দ্রুত বাস্তবায়ন (২০১৬ থেকে ২০১৮)
- মধ্যমেয়াদি: আগামী ৫ বছরে বাস্তবায়ন (২০১৬ থেকে ২০২০)
- দীর্ঘমেয়াদি: আগামী ১০ বছরে বাস্তবায়ন (২০১৬ থেকে ২০২৫)।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার ওপরে বর্ণিত তিনটি কৌশলগত দিকের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মিল না থাকলেও এর মূল লক্ষ্য হলো, সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য কাজ শুরু করা।

#### (ক) স্বল্পমেয়াদি (২০১৬ থেকে ২০১৮)

দ্রুত ফল পেতে এবং টেকসই দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করতে বাংলাদেশ সরকার স্বল্প মেয়াদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। এসব কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

#### (খ) মধ্যমেয়াদি (২০১৬ থেকে ২০২০) এবং দীর্ঘমেয়াদি (২০১৬ থেকে ২০২৫)

পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাঠামো এবং কর্মকৌশল ছকে বর্ণিত অবশিষ্ট কর্মকাণ্ড মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরা হবে। ২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা ব্যয় সারণিতেও (পরিশিষ্ট-৫) তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল প্রতিপাদ্য হলো - 'সমন্বিত পরিকল্পনা, খাতভিত্তিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত মূল্যায়ন'।

## ৮. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মকাণ্ডের অবস্থা। অগ্রগতি তুলে ধরা, সম্পদ বরাদ্দের হিসাব রাখা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও কমিউনিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সবচেয়ে জটিল বিষয় এটি। কারণ এর মাধ্যমে বহুপাক্ষিকতা ও বহুমাত্রিকতা সুদৃঢ় হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন সহজতর হবে। এর ফলাফল (বিশেষ করে এখান থেকে পাওয়া শিক্ষা এবং ভালো উদাহরণগুলো) নতুন কোনো কর্মসূচির পরিকল্পনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং সেই সঙ্গে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও লাগতে পারে। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমন নীতিনির্ধারক, দাতা সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন, গবেষণা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, গণমাধ্যম এমনকি সাধারণ নাগরিকদেরও প্রয়োজন হবে।

সারণি-২-এ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার জন্য প্রণীত তৈরি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স তুলে ধরা হয়েছে। এই কাঠামোর ভেতরে প্রধান কর্মকাণ্ডগুলোর সাফল্য পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সূচকের ভিত্তিমান, লক্ষ্যমাত্রা এবং সময়ক্রম তুলে ধরা হয়েছে। পরিবীক্ষণের সূচকগুলো প্রভাব/ফলাফল, আউটপুট ও ইনপুটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলো স্মার্ট (SMART) সূচক। ইংরেজি আদ্যক্ষর S=Specific = সুনির্দিষ্ট M=Measurable= পরিমাপযোগ্য, A = Achievable = অর্জনযোগ্য, R = Realistic/Relevant = বাস্তবসম্মত/যুক্তিযুক্ত, T = Time bound = সময়াবদ্ধ/নির্ধারিত। ফলাফলের সূচক এবং তাদের লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারিত হয়েছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP), জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫ এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলনের (ICN2)-এর সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিন থেকে চার স্তরবিশিষ্ট পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা গৃহীত হবে। প্রথম স্তরে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ হবে, যেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইনপুট এবং কিছু ক্ষেত্রে আউটপুট সূচকগুলোর পরিবীক্ষণ হবে। দ্বিতীয় স্তরটি হবে বার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, যা বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের প্রধান কাজ। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে জাতীয় পুষ্টিনীতিমালা ২০১৫-এর আলোকে যথাক্রমে পাঁচ বছর পর মধ্য মেয়াদে এবং ১০ বছর পর চূড়ান্ত মূল্যায়ন হবে। মধ্যমেয়াদি এবং চূড়ান্ত - উভয় ধরনের মূল্যায়নই পরিচালনা করবে বাংলাদেশ সরকার, তবে এর সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতা থাকবে। একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এটি সম্পাদন করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এই পরিবীক্ষণ কাজে অংশ নেবে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো জাতীয় পুষ্টিনীতির অন্যতম প্রতিপাদ্য হিসেবে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টবিলাটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সংশ্লিষ্ট সেক্টরের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে সহযোগিতা নেয়া হবে। আর এ কাজে BNNC কার্যালয় অন্যান্য পরিবীক্ষণকারী সংস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করবে। এসব সংস্থার সঙ্গে কাজের সংযোগ এমনভাবে জোরদার করা

হবে যাতে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য খাতের মতো খাতগুলোতে বিনিয়োগের যৌথ পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয়। লক্ষণীয় যে, এভাবে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনার (CIP) পরিবীক্ষণে কাজে লাগানো যাবে। একইভাবে খাদ্য নিরাপত্তায় বিনিয়োগ পরিকল্পনার (CIP) পরিবীক্ষণ, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে।

সরকারের বেশ কয়েকটি সংস্থা নিয়মিত বিরতিতে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাসংক্রান্ত তথ্যগুলো পরিবীক্ষণ করবে। উদাহরণস্বরূপ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান: পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থা (NIS) এবং পুষ্টিতথ্য পরিকল্পনা ইউনিট (NIPU), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস এবং জেলা স্বাস্থ্য তথ্য সফটওয়্যার (ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ইনফরমেশন সফটওয়্যার-DHIS2), FPMU-এর খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টিতথ্য ব্যবস্থা, ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সারভেইল্যান্স প্রোগ্রাম ইত্যাদি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জরিপের তথ্যও সংগ্রহ করা হবে। যেমন - বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও জনমিতি জরিপ (BDHS), জাতীয় অনুপুষ্টিকণা জরিপ, মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ, কৃষিবিষয়ক পরিসংখ্যান, মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্যসংক্রান্ত পরিসংখ্যান। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন সুশীল-সমাজের সংগঠন ও দেশি-বিদেশি NGO পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য। তথ্য-উপাত্তের উৎস অসংখ্য বিধায় এটি একদিকে সম্ভাবনাময় অন্যদিকে জটিল। তবে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার জন্য একটি সহজ তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যার আলাদা ব্যাখ্যার দরকার হবে না এবং যা পুষ্টির ক্ষেত্রে কমন রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্কে (CRF)-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।

পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালিত হবে চার পর্যায়ে, যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী সূচক নির্ধারণ করা হবে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পরিবীক্ষণ: মাঠপর্যায়ের কর্মীরা তাদের সংগৃহীত তথ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের কাছে পাঠাবেন। নীতিনির্ধারক ওই তথ্যের ওপর তাঁদের মতামত জানাবেন। প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশনা দেবেন, কর্মসূচির তদারকি জোরদার করবেন এবং প্রয়োজ্য কর্মসূচিতে তার উপকারভোগীদের নির্বাচনপ্রক্রিয়া সংহত করবেন। সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে বহুখাতভিত্তিক পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (মাল্টি সেক্টরাল নিউট্রিশন কো-অর্ডিনেশন কমিটি) গঠিত হবে। পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য এই কমিটি প্রতি দুই মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে এবং নিয়মিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অগ্রগতি অবহিত করবে।

জাতীয় পর্যায়ে তথ্য একত্রীকরণ এবং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ পরিবীক্ষণ: প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের উপাত্ত নিজস্ব কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে এবং সেই সঙ্গে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করে নিজেদের কাজের গতি বাড়াবে। সেক্টর মেট্রিক্স অনুযায়ী পুষ্টির সূচক পরিবীক্ষণ করবে এসব সূচকের উপাত্ত একত্র করে BNNC-তে প্রেরণ করবে।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC) কার্যালয় ও এর কাজের পরিধি: (সাত নম্বর অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট ৩ক অনুযায়ী) BNNC কার্যালয় আরও সীমিত সূচকের অবস্থা বিশ্লেষণ করবে। তারা খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ছাড়াও এসব সূচকের ওপর ভিত্তি করে তিন মাস অন্তর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে।

জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (ICN2), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন ইত্যাদির আওতায় গৃহীত পুষ্টিসংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের সূচকগুলোর মধ্যে আছে:

- খর্বতা (Stunting)
- কৃশতা (Wasting)
- জন্মকালীন কম ওজন (LBW)
- ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো (EBF)
- ৬-২৩ মাস বয়স পর্যন্ত ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য (MAD)

- মাতৃত্বকালীন রক্তস্বল্পতা
- শৈশবের স্থূলতা
- প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের (১৫ থেকে ৪৯ বছর) ওজনাধিক্য ও স্থূলতা
- জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত মোট ব্যয়ের মধ্যে পুষ্টিসংক্রান্ত ব্যয়ের শতকরা হার
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মোট ব্যয়ের মধ্যে পুষ্টিসংক্রান্ত সামাজিক সুরক্ষায় শতকরা ব্যয়
- কৃষি খাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মধ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতের অবদান
- মাথাপিছু দারিদ্র্য সূচক (উচ্চ দারিদ্র্যসীমার মৌলিক চাহিদার ব্যয়-CBN)

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (একটি মাত্র পুষ্টি সূচক) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (পুষ্টিসংক্রান্ত একাধিক লক্ষ্য ও সূচক আছে) পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় পুষ্টিসংক্রান্ত কিছু ফলাফলভিত্তিক সূচকের অবস্থা বিশ্লেষণকরত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে (NEC) এবং তার নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপনের সুবিধা রয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিবীক্ষণের জন্য প্রচলিত অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি BNNC-এর মাধ্যমে আর্থিক বিষয়ের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়টি নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নসংক্রান্ত উপাত্তের সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা হলেন নীতিনির্ধারক, দাতা সংস্থা, সুশীল সমাজ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন সহযোগী, গণমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ।

## ৮.১ সারণি-২: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.১	জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন							
৬.১.২	কম ওজনবিশিষ্ট শিশুর জন্মহার হ্রাসে পুষ্টি ও অনুপুষ্টি-কণার (Micronutrient) অভাব কমানোসহ নিম্নলিখিত গ্রুপের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে ● কিশোরী; ● গর্ভবতী মা; ● ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলা	কম ওজন নিয়ে জন্ম হওয়া শিশুর শতকরা হার (%)  ১. (০-৫ মাস বয়সী) % শিশু শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ পান করে ২. (২০-২৩ মাস বয়সী) % শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে	২৩% (কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুদের ওপর জাতীয় জরিপ, বাংলাদেশ ২০১৫)	১৬%	২০২৫	কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুদের ওপর জাতীয় জরিপ, বাংলাদেশ/ MICS/ সেবার তথ্য (DHIS2)	প্রতি ৫ বছর/ প্রতি ৩ বছর/ বাকসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - BBS
	শিশুদের পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো এবং দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে সহায়তা, সুরক্ষা ও সহযোগিতা		১. ৫৫% (BDHS ২০১৪) ২. ৮৭% (BDHS ২০১৪)	১. ৭০% ২. >৯৫%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫	১. BDHS/UESD/ FSNSP/NSP/ MICS ২. BDHS	১. প্রতি ৪ বছরে/ প্রতি ৩ বছরে/ বাকসরিক ২. প্রতি ৪ বছরে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- NIPORT; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়- BBS
	সঠিকভাবে শিশুকে মায়ের দুধ এবং পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর চর্চা শক্তিশালীকরণ	(৬-২৩ মাস বয়সী) % শিশু মূলতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য (MAD) গ্রহণ	২৩% (BDHS ২০১৪)	>৪০%	২০২৫	BDHS/UESD/ FSNSP/ NSP	প্রতি ৪ বছরে/প্রতি ৩ বছরে/বাকসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় NIPORT; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা
	উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও অন্যান্য অসংক্রামক রোগাক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য খাদ্যাভ্যাসের নির্দেশিকা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা	১. ক. ( $\geq 25$ বছর বয়সী) % জনগোষ্ঠী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত খ. (১৫-৬৪ বছর বয়সী) % জনগোষ্ঠী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ২. ১৫-৪৯ বছর বয়সী % নারী অতিরিক্ত ওজন বা ফুলকায় (বিএমআই $\geq 23$ )	১. ক. ১৮% (অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিবিশয়ক জরিপ বাংলাদেশ ২০১০) খ. প্রতি হাজারে ১৫.৮ (স্বাস্থ্য ও রোগ জরিপ ২০১২) ২. ৩৯% (বিবাহিতা নারী) (BDHS ২০১৪)	১. <১০% ২. ৩০%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫	১. অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিবিশয়ক জরিপ/ স্বাস্থ্য ও রোগ জরিপ/ BDHS/সেবার তথ্য (DHIS2) ২. BDHS	১. প্রতি ৪ বছরে ২. প্রতি ৪ বছরে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় DGHS; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়- BBS; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -NIPORT

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
	অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাদ্যাদ্রবের (জাংক ফুড) অবাধ বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে পদক্ষেপ জোরদার করা	অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে বহু সেক্টরের সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ	না	হ্যাঁ	২০১৮	অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাদ্যাদ্রবের (জাংক ফুড) অবাধ বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে পদক্ষেপ জোরদার করা	অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করতে বহু সেক্টরের সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ	না
	পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলো এবং সম্ভাব্য জন্মদানে বিরতকরণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াও	জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারী)	৬২% (BDHS ২০১৪)	৭৫%	২০২৫	BDHS	প্রতি চার বছরে একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -NIPORT
৬.১.৩	সুবিধাবঞ্চিত/বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য পরোক্ষ পুষ্টিবিষয়ক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা	পুষ্টি পরোক্ষ এবং পুষ্টি প্রত্যক্ষ লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে এমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা	১০% (ধারণা)	৫০% (সব বড়, মাঝারি ও ছোট SSNP: VGD/ আইসিভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইজিপি, আইএসপিপি, মাতৃস্বকালীন ভাতা কর্মসূচি, কর্মজীবী নারী কর্মসূচি, কিশোরী পোশাক হামিকদের সহায়তা কর্মসূচি	২০২৫	সংশ্লিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম প্রতিবেদন/ পুষ্টি প্রত্যক্ষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ম্যাপিং প্রতিবেদন	বাস্তবিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মাল্টি ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়
	বিদ্যমান দুর্ভোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা	দুর্ভোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা কৌশলের মধ্যে পুষ্টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত	না/আংশিক	হ্যাঁ	২০২০	কৌশল	বাস্তবিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য/পুষ্টি/খাদ্য নিরাপত্তা ক্লাস্টার

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.২	বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা							
৬.২.১	দেশীয় প্রচলিত, স্বল্প ব্যবহৃত ও পুষ্টির বিবিধ প্রজাতি/জাতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাড়িতে সমরিত খাদ্য উৎপাদন শক্তিশালী করা (শাকসবজি ও ফলমূল, সীমিত পশু পালন, মৎস্য চাষ, সাময়িক পুষ্টি শিক্ষা) এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহার জোরদার করা	১. মাথাপিছু ফল ও শাকসবজি খাওয়ার হার ২. শস্যজাত খাবার থেকে প্রাপ্ত মোট শক্তির শতকরা হার	১. ফল: ৪৪.৭ গ্রাম শাকসবজি: ১৬৬.১ গ্রাম (এইচআইএস ২০১০) ২. ৭০% (এইচআইএস ২০১০)	১. প্রতিদিন $\geq 800$ গ্রাম ২. $< 60\%$	১. ২০২৫ ২. ২০২৫	১. এইচআইএস/ FPMU প্রতিবেদন ২. এইচআইএস/ FPMU প্রতিবেদন	১. প্রতি ৫ বছরে/ বাস্তবিক ২. প্রতি ৫ বছরে/ বাস্তবিক	পরিষ্করণ মন্ত্রণালয়- বিবিএস; খাদ্য মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬.২.২	প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয়, অতিরিক্ত লবণ ও চিনি, সম্পৃক্ত চর্বি ও অতিরিক্ত চর্বি পরিহারে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধে বহু সেক্টরের সমন্বয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১. মাথাপিছু ক. লবণ ও খ. চিনি গ্রহণের হার	১. ক. লবণ: খ. চিনি: ৭.৪ গ্রাম (প্রতিদিন মাথাপিছু) (এইচআইএস ২০১০)	১. ক. দিনে মাথাপিছু ৫ গ্রামের কম (ডব্লিউএইচ) খ. মোট পুষ্টি শক্তির $< 50\%$	২০২৫	এইচআইএস	প্রতি ৫ বছরে	পরিষ্করণ মন্ত্রণালয়- বিবিএস; খাদ্য মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- অসংক্রামক রোগের কার্যকর পরিকল্পনা (এনসিডি প্রপি)
৬.২.৫	সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ বিভিন্ন সেক্টরের কর্মপরিকল্পনার মূল শ্রোতাব্যায় নিরাপদ খাদ্য, পানি, পর্যায়নির্দেশন, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাত/বিপণন/খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ে জুতসই পদক্ষেপ নেয়া ভ্যালু চেইন (পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো) ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্যক জ্ঞান ও অভ্যাসের উন্নতি করা	খাদ্যবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব (শিশুর উপরাময় রোগের প্রাদুর্ভাব)	১. ৬% (BDHS ২০১৪)	সিদ্ধান্ত হবে	২০২৫	BDHS/সেবার তথ্য (IPH, IEDCR, icddt;b)/FNSP/NSP	প্রতি ৪ বছরে/ বাস্তবিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- নিপোর্ট; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- NNS/IPHN; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- ডিজিএইচএস; শিল্প মন্ত্রণালয়
৬.২.৭	জরুরি অবস্থা ও তীব্র খাদ্য সংকটে পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ (জাতীয় নির্দেশনা/খাদ্য ঝুড়ি অনুযায়ী) করা	১. VGD প্রকল্পের আওতায় থাকা পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ উপজেলার সংখ্যা ২. জরুরি অবস্থার সময় ও পরে দুর্ঘটনাকবলিত জনগোষ্ঠীকে পুষ্টির খাবার সরবরাহ	১. - ২. আংশিক	১. ৫০% ২. ৯০%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫	কার্যক্রম প্রতিবেদন	বাস্তবিক	খাদ্য মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্রান্ত মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়



#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.২.৮	খাদ্যে অনুপুষ্টি কমা সমৃদ্ধকরণে উৎসাহ প্রদান	১. লবণে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণের শতকরা হার ( $\leq ১৫$ পিপিএম) ২. ভোজ্য তেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণের শতকরা হার	১. ৫৮% (জাতীয় অনুপুষ্টি জরিপ ২০১১-১২) ২. তথ্য নেই	১. ৯০% ২. ৯০%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫	১. জাতীয় অনুপুষ্টি জরিপ/ MICS ২. কার্যক্রম উপাত্ত	১. প্রতি ৫ বছরে/ প্রতি ৩ বছরে ২. বাৎসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬.৩	পুষ্টি-কেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ কার্যক্রম জোরদার করা							
৬.৩.১	স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা থেকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক সেবা গ্রহণের মাধ্যমে মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নের অভ্যাসকে উৎসাহিত করা	BNNC-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রাচীরের মাধ্যমে নিরূপণ করা	-	-	২০২৫		বাহ্যিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGFP; BNNC দপ্তর
৬.৩.৩	০-২ বছর বয়সী শিশুর খাবার খাওয়ানোর চর্চা (আইওয়াইসিএফ) উন্নীত করা	৬ থেকে ৮ মাস বয়সের সেরব শিশু শক্ত, আধা শক্ত বা নরম খাবার খেয়েছে তাকেও শতকরা হার	৬৫% (BDHS ২০১৪)	৭৫%	২০২৫	BDHS/ FSNP/ NSP	প্রতি চার বছরে একবার/বাৎসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- NIPOORT; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা
৬.৩.৪	পুষ্টি পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলে এমন সাধারণ সংক্রমণের চিকিৎসা জোরদার করা	অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ (ARI) চিকিৎসা করা হয়েছে এমন ( $\leq ৫$ বছর) শিশুদের %	৩৪% (BDHS ২০১৪)	৮০%	২০২৫	১. BDHS ২. সেবার তথ্য	১. প্রতি চার বছরে একবার ২. বাৎসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় NIPOORT; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -DGHS

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.৩.৫	জাতীয় নির্দেশনা অনুযায়ী মাঝারি ও তীব্র মারাত্মক অপুষ্টির চিকিৎসা জোরদার করা	১. মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা (অভ্যবহাগে ভার্ত রোগী) দেয়া কেন্দ্রের সংখ্যা ২. মাঝারি তীব্র অপুষ্টির সেবা দেয়া কর্মসূচি ক্লিনিকের শতকরা হার	১) ২০০  ২) ০	১) সব (উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র) এবং তদুর্ধ্ব ২) ৮৫%	১. ২০২০ ২. ২০২৫	সেবার তথ্য (DHIS2)	ত্রৈমাসিক/ বাস্তবিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-/ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রণালয়-DGHS
৬.৩.৬	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও উন্নয়ন বিষয়ে সহায়তা প্রদান (লালনপালন (০-৩ বছর), প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৬ বছর))	১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়া শিশুদের (৩৬-৫৯ মাস) শতকরা হার	১৩% (MICS ২০১২-১৩)	৩০%	২০২৫	MICS	প্রতি ৩ বছরে	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; পারিকল্পনা মন্ত্রণালয়-BBS
৬.৩.৭	আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম/প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে 'কিশোরপ্রাপ্তদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা' বিষয়ে উজ্জ্বলিত করা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সমাজস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা গ্রহণের মাধ্যমে কিশোর দক্ষ/তরুণ দক্ষ/কিশোরপ্রাপ্ত দক্ষদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার অভ্যাসকে উজ্জ্বলিত করা	১. <১৪৫ সেমি উচ্চতা সংবলিত কিশোরীদের (১৫-১৯ বছর) শতকরা হার ২. শীর্ণকায় কিশোরীদের (১৫-১৯ বছর) শতকরা হার (total thinness) (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রায়ফর্মের মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারে)	১. ১৩% (BDHS ২০১৪) ২. ১৯% (BDHS ২০১৪)	১. < ৮% ২. < ১৫%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫	BDHS/ FSNSP/ NSP	প্রতি ৪ বছরে একবার/বাস্তবিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- নিপোট; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা
৬.৩.৮	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে পুষ্টি পাঠ্যসূচি (আনুষ্ঠানিক/আনুষ্ঠানিক) পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, চিকিৎসাশাস্ত্র ও নাসিং) হালনাগাদকৃত পুষ্টিবিষয়ক পাঠ্যক্রমের সংখ্যা	না	হ্যাঁ	২০২০	শিক্ষা পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা	প্রতি ৪/৫ বছরে একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
৬.৩.১১	শহুরে বস্তির প্রান্তিক মানুষ ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর ওপর বিশেষ নজর দিয়ে বস্তি ও দুর্গম এলাকায় পুষ্টি সেবা জোরদার করা	বস্তিতে ৫ বছরের কম বয়সী খর্বকায়, কৃষকায় এবং কম ওজনবিশিষ্ট শিশুর শতকরা হার	১. ৫০% (নগর স্বাস্থ্য জরিপ, ২০১৩) ২. ১৯% (নগর স্বাস্থ্য জরিপ, ২০১৩) ৩. ৩২.৬% (BDHS, ২০১৪)	১. ২৫% ২. ৮% ৩. ১৫%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫ ৩. ২০২৫	নগর স্বাস্থ্য জরিপ  BDHS	প্রতি ৫ বছরে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- NIPORT; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিকোথা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.৩.১২	সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট মূল অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞারিত, সমন্বিত ও বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা তৈরি	চলমান বিজ্ঞারিত সমন্বিত বহুমুখী অ্যাডভোকেসি, ও যোগাযোগ প্রচার কার্যের সংখ্যা	০	১০	২০২৫	প্রতিবেদন	বার্ষিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; বিস্কেএমআই; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; তথ্য মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬.৩.১৫	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মীর শূন্যপদ পূরণ নিরবচ্ছিন্ন পুষ্টি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা পুষ্টি সেবার জন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা	১. স্বাস্থ্য/পুষ্টি বিষয়ক কর্মীর শূন্যপদের শতকরা হার ২. পুষ্টি-এলএমআইএস ছাপিত	১. - ২. নাই	১. <১০% ২. হ্যাঁ	১. ২০২৫ ২. ২০১৮	১. মানবসম্পদ তথ্য ব্যবস্থার প্রতিবেদন ২. এলএমআইএস উপাত্ত	১. বার্ষিক ২. একবার (প্রয়োজনে হালনাগাদকরণ)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGHS; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- DGFP; অর্থ মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/ জাতীয় পুষ্টি সেবা
৬.৩.১৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মধ্যে 'প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম' মূল শ্রোতব্যায় সন্নিবেশিত করা	অনুষ্ঠিত এনআইসিসি বৈঠকের সংখ্যা	প্রতিবছর ২টি	প্রতিবছর ৪টি	২০২৫	সভার বিবরণী	ত্রৈমাসিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.৩.১৭	জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যাডই) জোরদার/বাস্তবায়ন পুষ্টি সেবার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পুষ্টি তথ্য ও প্রতিবেদনের মধ্যে সময়সীমা ঘটানো	ভোক্তা অধিকার সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক/গণভবনের সংখ্যা	সহজলভ্য নয়	প্রতিবছর ২টি	২০২৫	সভার বিবরণী	দ্বিবার্ষিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC
৬.৩.২০	‘ত্রি-এমের’ (বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তর) ওপর সংলাপের আয়োজন	১. নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা পুষ্টিবিদের সংখ্যা ২. স্জনকৃত উপজেলা পুষ্টিবিদ পদের সংখ্যা	১. ০ (নিয়োগ হয়নি) ২. না	১. ৬৪ ২. হ্যাঁ	১. ২০১৮ ২. ২০২০	১. গেজেট প্রকাশিত ও নিয়োগের তালিকা ২. গেজেট প্রকাশিত	১. একবার ২. একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়
৬.৪	পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।							
৬.৪.৩	সামাজিক সুরক্ষা/সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ও তথ্য খাতের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোকপাত করা	১. ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীর মধ্যে ১৮ বছরের মধ্যে প্রথম বিয়ে হয়েছে এরকম নারীর শতকরা হার ২. মধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন এমন নারীর শতকরা হার ৩. ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী গর্ভধারণকারী নারীর শতকরা হার	১. ৫৯% (BDHS ২০১৪) ২. ১৪% (বিবাহিত নারী) ৩. ৩১% (BDHS ২০১৪)	১. ৩০% ২. ৯০% ৩. ১০০%	১. ২০২৫ ২. ২০২৫ ৩. ২০২৫	১. BDHS ২. BDHS ৩. BDHS	১. প্রতি চার বছরে একবার ২. প্রতি চার বছরে একবার ৩. প্রতি চার বছরে একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- নিপোট; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিকতা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রযোগকারী সংস্থা/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.৪.৪	নিরাপদ খাবার পানি ও যথাযথ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা সর্বস্তরে স্বাস্থ্যবিধি চর্চা (ব্যক্তিগত/বাসাবাড়ি/সমাজ/খাদ্য উপাদান, প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ, ও প্রস্তুতিতে) বাড়াও।	১. নিরাপদ খাবার পানীয় ব্যবহারকারী জনগণের শতকরা হার ২. উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাটিন ব্যবহারকারী জনগণের শতকরা হার (ভাগ্যভাগির ভিত্তিতে নয়) ৩. যথাযথ হাত ধোয়ার নিয়ম মেনে চলে এমন শিশু পরিচরকারীর শতকরা হার* ৪. শিশুর মলা নিরাপদ স্থানে ফেলে দেয় এমন খানার শতকরা হার	১. ৯৮% (BDHS ২০১৪) ২. ৪৮% (BDHS ২০১৪) ৩. ২৭% (FSNSP ২০১৪) ৪. ৫০% (FSNSP ২০১৪)	১. > ৯৯% ১০০% ২. ৭৫% ৩. ৫০% ৪. ৭০%	১. ২০২০ ২. ২০২৫ ৩. ২০২৫ ৪. ২০২৫	১. BDHS ২. BDHS ৩. FSNP/NSP ৪. FSNP/NSP প্রতিবেদন-ডিপিএইচই	১. প্রতি চার বছরে একবার ২. প্রতি চার বছরে একবার ৩. বাৎসরিক ৪. বাৎসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- NIPORT; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৬.৫	পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সময়সূচী যুক্ত করা। পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, পানি, পর্যবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতাবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়, NGO এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ফলদায়ক যৌথ উদ্যোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন							
৬.৫.১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং শহুরে সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো (NGO)/প্রকল্প (UPHCSDP)/উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে কার্যক্রম সমন্বয় ঘটানো শহুরে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য স্বাস্থ্য সহায়ক কর্মী দল গড়ে তোলা দ্রুত ন্যূনতমের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সবার জন্য শহুরে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরি	১. বছরে আরবান হেলথ সময়সূচী কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ২. HMIS-এর DHIS2-তে শহুরে জনগণের পুষ্টি প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত ৩. HMIS-এর DHIS ২-তে NGO পুষ্টি প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত	১. বছরে একটি সভা ২. না ৩. না	১. বছরে ৪টি সভা ২. হ্যাঁ এবং প্রতিবেদন পদ্ধতি কার্যকর ৩. ত্রৈমাসিক	১. চলমান ২. ২০১৭ ৩. ২০১৮	১. সভার কার্যবিবরণী ২. শহুরে পুষ্টি প্রতিবেদনের সঙ্গে ডিএইচআইএস ২ ৩. NGO পুষ্টি প্রতিবেদনের সঙ্গে DHIS2	১. ত্রৈমাসিক ২. একবার ৩. একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- ডিপিএইচএস; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC
৬.৫.২	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমে পুষ্টি শিক্ষা জোরদার করা/সমন্বয় ঘটানো	স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যতালিকা ও শারীরিক শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এমন পাঠ্যক্রমের সংখ্যা	০	২	২০২৫	পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্যের খাদ্যতালিকা ও শারীরিক শিক্ষা	৫ বছরে একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লক্ষ্য	সময়সীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.৫.৪	সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারের সম্পৃক্ততার কার্যকর সময়ের কৌশল প্রতিষ্ঠা একটি সমন্বিত উদ্দেশ্য অনুসরণের মাধ্যমে 'পুষ্টি মূল- স্রোতে আনা' জোরদার করা	পুষ্টি ম্যাপিং নিয়ে হালনাগাদ প্রতিবেদন	না	হ্যাঁ	২০২৫	ম্যাপিং প্রতিবেদন	প্রতি ২ বছরে	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; খাদ্য মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়
৬.৫.৫	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSS) অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তায় পুষ্টিতে জোর দেয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা	খাদ্যসংক্রান্ত কর্মসূচিতে খাদ্যবৈচিত্র্য নিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র হালনাগাদকরণ	না	হ্যাঁ	২০২০	সংশোধিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSS) পত্র	একবার	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়
৬.৫.৬	পুষ্টিনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গবেষণা, নজরদারি, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থা জোরদার করা	১. পুষ্টি নিয়ে গবেষণা বিষয়ে তথ্য সংকলিত আছে ২. বাৎসরিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন আছে	১. ০ ২. ০	১. প্রতি ২ বছর অন্তর ১ বার ২. ১০ (প্রতিবছরে)	১. চলমান ২. চলমান	১. পুষ্টিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	১. ২ বছরে একটি ২. বাৎসরিক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC
৬.৫.৮	খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩-এর প্রয়োগ জোরদার করা খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জনসচেতনতা বাড়াও	১. জাতীয় নিরাপত্তা খাদ্য নীতিমালা চূড়ান্তকরণ ও অবহিতকরণ ২. নিরাপত্তা খাদ্য বিষয়ে প্রাক্কলিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি	১. না ২. না	১. হ্যাঁ ২. হ্যাঁ	২০১৭ ২০১৮	১. জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতি ২. খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা	১. একবার ২. একবার	বিএসটিআই; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/জাতীয় পুষ্টি সেবা; বাংলাদেশ খুঁড় সেফটি নেটওয়ার্ক; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC

#	মূল কার্যক্ষেত্র	সূচক	ভিত্তিরেখা	লাক্ষ্য	সমরসীমা	প্রতিপাদনের উপায়/ তথ্যসূত্র	তথ্য সংগ্রহের সময়	প্রয়োগকারী সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.৫.৯	কৌশলগত অভিযোজনের মাধ্যমে পুষ্টির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতা কমানো	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলে পুষ্টিবিষয়ক অংশটি হালনাগাদ/অনুভূক্ত	না	হ্যাঁ	২০২০	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল	একবার	খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- ইস্টেট; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়;
৬.৫.১০	একটি কার্যকর ও কর্মক্ষম বহুখাত, বহুপাক্ষিক এবং বহুস্তর (ত্রি-এম) সময় দল গঠন (BNNC কার্যালয়)। BNNC-এর সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারের সময় ও সহযোগিতায় তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করা  BNNC কার্যালয়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ও জবাবদিহি জোরালো করা  BNNC-এর কর্মকর্তার অধীনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমআডআই) ব্যবস্থা সক্রিয় করা	১. BNNC কার্যালয় কার্যকর ২. BNNC কার্যালয়ের জন্য নিয়োগ করা পূর্বকালীন কর্মীর সংখ্যা ৩. কাউন্সিল সভার সংখ্যা ৪. নির্বাহী কর্মীদের বৈঠকের সংখ্যা ৫. স্থায়ী কারিগরি কর্মীদের বৈঠকের সংখ্যা ৬. জেলা-উপজেলা পুষ্টি সময় কমিটি গঠিত ৭. জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার বাৎসরিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি ৮. বিভিন্ন খাতে নিউট্রিশন ফোকাল পয়েন্ট তৈরি এবং কর্ম প্রস্তুত	১. না ২. ০৮ ৩. ০ ৪. ০ ৫. ৩ ৬. না ৭. না ৮. না	১. হ্যাঁ ২. ৩৪ ৩. বছরে ২ বার ৪. বছরে ৪ বার ৫. বছরে ৬ বার ৬. হ্যাঁ ৭. হ্যাঁ ৮. হ্যাঁ	১. ২০১৭ ২. ২০১৭ ৩. চলমান ৪. চলমান ৫. চলমান ৬. ২০১৯ ৭. চলমান ৮. ২০১৭	১. বাজেট বরাদ্দ, কর্মী, সভার কার্যবিবরণী ২. অকগনোগ্রাম অনুযায়ী জনশক্তি প্রস্তুত ৩. সভার কার্যবিবরণী ৪. সভার কার্যবিবরণী ৫. সভার কার্যবিবরণী ৬. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ৭. জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৮. সরকারি নোটিফিকেশন	১. বাজেট বরাদ্দ- প্রতি ২ বছরে (আয়), কর্মী- একবার, সভার কার্যবিবরণী বাৎসরিক ২. বাৎসরিক ৩. দ্বিবাৎসরিক ৪. ত্রৈমাসিক ৫. ত্রৈমাসিক ৬. একবার ৭. বাৎসরিক ৮. একবার	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- BNNC; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; মন্ত্রিপরিষদ

\*গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ২টি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাবান দিয়ে হাত ধোঁত করে, ঐ ২ বারের মধ্যে আছে নিজে মলতাগা করার পর এবং নিচের কাজগুলোর মধ্যে অন্তত একটি: ছোট শিশুকে পরিষ্কার করে দেয়ার পর, খাবার তৈরির আগে, খাওয়ার আগে এবং/অথবা শিশুকে খাওয়ানোর আগে (এফএসএনএসপি)।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা চলমান দলিল বিধায় এটি বাস্তবায়নকালে দৃশ্যমান অগ্রগতি সন্নিবেশিত করা খুবই প্রয়োজন। এই কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের পর বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সারণি-৩ দ্রষ্টব্য। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাকে হালনাগাদ করতে হবে।

সারণি-৩: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরবর্তী করণীয়

	কার্যক্রম	সম্ভাব্য সময়সীমা			কাজক্ষত ফলাফল
		ষষ্ঠ মেয়াদি (২০১৬ থেকে ২০১৮)	মধ্য মেয়াদি (২০১৬ থেকে ২০২০)	দীর্ঘ মেয়াদি (২০১৬ থেকে ২০২৫)	
১.	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার অবহিতকরণ	X			সংশ্লিষ্ট সব সেক্টর ও অংশীজনদের সক্রিয় সহযোগিতা
২	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সমন্বয় সভার আয়োজন	X			দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ, মূল্যায়নের এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম গঠিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচক নির্ধারিত
৩	সম্পদ সংগ্রহের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম	X			প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগৃহীত
৪	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য আলোচনাসভা আয়োজন	X			বার্ষিক খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত
৫	গৃহীত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো ব্যবহার করে বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ	XXX	XXX	XXXX	প্রতিবেদন প্রণীত এবং কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকৃত
৬	দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অবহিতকরণ	XXX	XXX	XXX	প্রতিবেদন প্রণীত এবং অবহিতকরণ সম্পন্ন
৭	মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন পরিচালনা		X		মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণীত
৮	মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নের নিরিখে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ				হালনাগাদকৃত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় অর্জিত ফলাফল অন্তর্ভুক্ত
৯	চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা			X	চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণীত
১০	জাতীয় পুষ্টিনীতি হালনাগাদ এবং এর আদলে নতুন পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন			২০২৫ সালের পর	হালনাগাদকৃত জাতীয় পুষ্টিনীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণীত



# ৯. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার ব্যয় এবং সম্পদের জোগান

কর্মসূচির খরচ নিরূপণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, বিশেষত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার বহুখাতভিত্তিক প্রকৃতির কারণে এই জটিলতা আরও বেশি। অধিকন্তু কিছু ক্ষেত্রে সীমিত অভিজ্ঞতার কারণে প্রারম্ভিক খরচ (Base cost) সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা কাটাতে বেশ কিছু বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি উপদল গঠন করা হয়। দ্বিতীয়ত, কাজের পরিমাপ ও বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্য বেশ কিছু পরামর্শসভা করা হয়েছে। তৃতীয়ত HPNSDP বিদ্যমান কর্মসূচির ডাটাবেইস এবং CIP প্রণয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রমের একক খরচ হিসাব করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্রের অবর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কিছু অনুমান (Assumption) গ্রহণ করা হয়েছে।

চারটি খাতের ওপর আনুমানিক খরচ হিসাব করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: স্বাস্থ্য, নগর স্বাস্থ্য ও WASH কার্যক্রম; খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ও তথ্য; এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের তিনটি পর্যায় বিবেচনা করা হয়েছে, যথা- উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে পুষ্টিকেন্দ্রিক ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের খরচ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রাক্কলিত খরচ বাংলাদেশি টাকা ও মার্কিন ডলার উভয় মুদ্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন সেক্টরে পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচির খরচ দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রাক্কলন করা হয়েছে- ক) কর্মসূচির অভিজ্ঞতা (উর্ধ্ব থেকে নিম্ন পর্যায় পদ্ধতি) খ) উপাদানভিত্তিক (নিম্ন থেকে উর্ধ্ব পর্যায় পদ্ধতি)। এ ক্ষেত্রে একক খরচ, লক্ষ্যমাত্রার অনুমান এবং কর্মসূচির ব্যাপ্তি/পরিধির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে মোট খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, HPNSDP এবং CIP-এর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বিদ্যমান অনুরূপ কর্মসূচির খরচের আলোকে পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আনুপাতিক বর্ধিত উপাদানের খরচও সমন্বিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছকে বর্ণিত সূচকের ভিত্তিমান ও লক্ষ্যমাত্রা থেকে আনুপাতিক বর্ধিত উপাদানের ধারণা পাওয়া যায়। যথাযথ তথ্যসূত্রের অবর্তমানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে অনুমানভিত্তিক খরচ প্রাক্কলন করা করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টর/মন্ত্রণালয়গুলোর প্রচলিত মূল কর্মকাণ্ডের প্রাক্কলিত খরচ এ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সেক্টর/মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মসূচিসমূহকে আরও পুষ্টি সংবেদনশীল করতে যেটুকু খরচ দরকার শুধু তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদির খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

## ৯.১ ব্যয়

২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার জন্য মোট অর্থের প্রয়োজন ১২৪৬৩.৪১ কোটি টাকা (প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। সারণি-৪-এ কর্মকাণ্ডের শ্রেণি, সেক্টর এবং অগ্রাধিকার অনুযায়ী খরচের প্রাক্কলন দেখানো হয়েছে। কর্মসূচির শ্রেণি অনুযায়ী খরচের বিস্তারিত প্রাক্কলন পরিশিষ্ট-৫-এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-৪: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার খরচের সার্বিক দিক

কর্মসূচি এলাকা	খাত	প্রাধান্যের মাত্রা	টাকা	মার্কিন ডলার ১ ডলার = ৭৮ টাকা
পুষ্টিকেন্দ্রিক				
	স্বাস্থ্য, নগর স্বাস্থ্য	উচ্চ	৫২৭০,৫৫,৭৪,৪৮০	৬৭৫,৭১২,৪৯৩
	SBCC ও WASH	উচ্চ	১৫০,০০,০০,০০০	১৯,২৩০,৭৬৯
পুষ্টিসম্পর্কিত				
	খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	উচ্চ	৪৪২,৪১,৩৭,৫০০	৫৬,৭১৯,৭১২
		মধ্যম	৮০,৫৫,৮৯,৯৫০	১০,৩২৮,০৭৬
	নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ও তথ্য	উচ্চ	৬৪০০,৫০,৬৮,০৩৯	৮২০,৫৭৭,৭৯৫
		মধ্যম	৭৩,৭০,৯৮,১০০	৯,৪৪৯,৯৭৫
প্রতিষ্ঠান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি			৩৯,২৯,০০,০০০	৫,০৩৭,১৭৯
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন			৬,৩৬,৮৪,৫০০	৮১৬,৪৬৮
কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদে মোট খরচ			১২৪৬৩,৪০,৫২,৫৬৯	১,৫৯৭,৮৭২,৪৬৭

## ৯.২ অর্থায়ন

আগের অধ্যায়ে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নে বর্ধিত এবং টেকসই বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই কর্মপরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহের চিহ্নিত কৌশলগত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিতকল্পে সচেতনতা ও প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি করা। বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় দাতা সংস্থা, NGO এবং বেসরকারি খাতসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ‘স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খাদ্য ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে’- ICN2 ঘোষণায় বর্ণিত এই প্রতিশ্রুতির আলোকে অর্থায়নের বিষয়টি সমন্বয় করা হবে।

সরকার অবহিত যে, জাতীয় বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫’র লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মপরিকল্পনার অগ্রাধিকার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা গৃহীত বার্ষিক কার্যক্রমের বাজেট অনুসারে বরাদ্দের ঘাটতি কমাতে আন্তর্জাতিক দাতা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ সংগ্রহকে উৎসাহিত করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ HPNSDP-এর আওতায় গৃহীত জাতীয় পুষ্টিসেবার পুষ্টিপ্রত্যক্ষ কর্মসূচির বাজেট সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতির সংমিশ্রণে প্রণীত। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার আওতায় নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রণীত হবে। এই প্রতিবেদন সরকারের বাজেট বরাদ্দের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে।

প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা পূরণের নিমিত্ত সম্পদ আহরণের জন্য BNNC কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ দায়িত্ব পালন করবে।

# ১০. উপসংহার

জাতীয় পুষ্টিনীতিতে (২০১৫) দেশের বর্তমান অপুষ্টি পরিস্থিতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অপুষ্টির তাৎক্ষণিক, মৌলিক ও অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে বর্তমান কর্মসূচিগুলোকে শক্তিশালী করতে এ পুষ্টিনীতিতে রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ৫১টি কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের জনগণের বিশেষ করে শহরের বস্তিসহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত অপুষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান ওজনাধিক্য, স্থূলতা ও পুষ্টিসংক্রান্ত অসংক্রামক রোগের কারণে এই পুষ্টিনীতি কৌশল গৃহীত হয়েছে। পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কিছু সূচকে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও উপরোক্ত অপুষ্টিজনিত সমস্যা বিরাজমান। অতি সম্প্রতি কিছু সূচকের ধনাত্মক গতিধারায় স্থবিরতা পরিলক্ষিত হওয়ায় এ নীতি প্রণয়ন একটি সময়োচিত পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন, রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SUN মুভমেন্ট ও SDG-তে বিভিন্ন সেক্টরে পুষ্টি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

বর্ধিত এই চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সেক্টর বিশেষ করে স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা এবং শিক্ষায় সমন্বিত পদ্ধতিতে পুষ্টিপ্রত্যক্ষ-পুষ্টিপরোক্ষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এই কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ, জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের সমন্বিত তৎপরতা। সব নাগরিকের পুষ্টি বিশেষ করে জীবনের প্রথম ১০০০ দিন, শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়াদের পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন ও সেক্টর কর্তৃক পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-তে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে নতুন কৌশল প্রণয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান কৌশল বাস্তবায়ন ও শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন, যা এই পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের পর এর বাস্তবায়নের গতি যেন শ্লথ না হয় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য এর কর্মকৌশলসমূহ সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকল্পে সারণি-৩ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ফলো-আপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগও নিতে হবে।

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ

## পরিশিষ্ট-১: জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫

পুষ্টি উন্নয়নের বিনিয়াদ  
শিরোনাম: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫

### ১। ভূমিকা

পুষ্টি প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয় শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও অটুট স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। পুষ্টির অভাবে মাতৃগর্ভে শিশুর কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি ঘটে না, শিশুর জন্ম-ওজন কম হয়। খর্বতা, কৃশতা, কম ওজন ও অনুপুষ্টি-কণা ঘাটতি এসব অপুষ্টিরই পরিণতি। শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ এই অপুষ্টি। অপুষ্টির একটি রূপ পুষ্টিহীনতা, অন্য রূপ স্থূলতা ও পুষ্টিজনিত অসংক্রামক রোগসমূহ। পুষ্টিহীনতা শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে। পুষ্টিহীন শিশু বহুবিধ সীমাবদ্ধতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। ফলে পরিণত বয়সে তার পক্ষে সমাজ ও জাতির উন্নতিতে যথাযথ অবদান রাখা সম্ভব হয় না।

পুষ্টি মানুষের মৌলিক অধিকার। পুষ্টিবিধানের সঙ্গে ন্যায্যতা ও সমতার বিষয় জড়িত। রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বর্ণনা করার সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে পুষ্টি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে...'। ১৯৯৭ সালে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি তৈরি হওয়ার পর গত দুই দশকে বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ করা গেছে। তার পরও অনেক ক্ষেত্রে পুষ্টির স্তর কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। মানবিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপুষ্টি দূর করা জরুরি। দেশব্যাপী শহর ও গ্রামে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের ওজনাধিক্য, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যান্সার ও অস্টিওপোরোসিস (নরম হাড়) বর্তমানে পুষ্টিজনিত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। শারীরিক সক্রিয়তার ঘাটতি, কায়িক শ্রমে অনীহা, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং অলস জীবনযাপন এর জন্য দায়ী। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, কৌশলপত্র তৈরি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন- এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন প্রামাণিক তথ্য রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫' তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পুষ্টিনীতি জনগণের পুষ্টিমানের উন্নতিকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এই নীতি প্রণয়নে বৈশ্বিক নীতিমালা (ICN2) এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এই পুষ্টিনীতি সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, পরিবেশ ও শিক্ষাসহ অন্যান্য জাতীয় নীতির পরিপূরক হিসেবে বাস্তবায়িত হবে।

### ২। পটভূমি

শৈশবকালীন অপুষ্টির হার বাংলাদেশে হ্রাস পাচ্ছে, তবে হ্রাস পাওয়ার গতি কম। অপুষ্টির সবচেয়ে প্রচলিত রূপ হলো খর্বতা (stunting), যা দীর্ঘকাল অপুষ্টিতে ভোগার পরিণাম। একটি খর্বকায় শিশুর ঘন ঘন সংক্রমণের প্রবণতা দেখা যায় এবং তার মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে ২ জন খর্বকায়। এই হার ধনী জনগোষ্ঠী অপেক্ষা দরিদ্রদের মধ্যে দ্বিগুণ। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল, এই ১০ বছরে খর্বতা হ্রাসের হার বছরে মাত্র ১.৫ শতাংশ<sup>১৬</sup>। খর্বতা হ্রাসের হার বছরে ২ বা ৩ শতাংশ হলে তা সন্তোষজনক হতো। কৃশতা (wasting) তীব্র অপুষ্টিরই পরিণাম। গত এক দশকে দেশে কৃশতার হার ধীরগতিতে কমেছে। বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ১৪.১ ভাগ কৃশকায়। কৃশতার ভীতিকর রূপ হলো মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (severe acute malnutrition), যার ব্যাপকতার হার বর্তমানে ৩.১ শতাংশ। বলা যায় যে, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শিশু মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির শিকার। পাশাপাশি এই অবস্থা নিয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের মানসিক বৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শারীরিক পরিস্থিতিকে কম-ওজন (Underweight) বলা হয়।

বাংলাদেশে শৈশবকালীন অপুষ্টির মূল কারণ যথাযথভাবে শিশুখাদ্য ও পুষ্টিবিধির চর্চা না করা। শিশুখাদ্য ও পুষ্টিবিধিতে বলা হয় যে, সব নবজাতককে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ পান করানো শুরু করতে হবে, শিশুকে পূর্ণ ৬ মাস (১৮০ দিন) পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ পান করাতে হবে এবং পূর্ণ ৬ মাস বয়সের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি পুষ্টিকর বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে। বাংলাদেশে ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধু বুকের দুধ পান করানোর হার ৫৫ শতাংশ। ৬ মাস থেকে পূর্ণ ২৩ মাস বয়সী ২৩ শতাংশ শিশুকে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য (minimum acceptable diet) খাওয়ানো হয়।

বাংলাদেশের বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের এক-চতুর্থাংশ অপুষ্টির শিকার। প্রজননক্ষম বয়সের প্রতি ৮ জন নারীর ১ জন খর্বকায়। খর্বকায় নারীর সন্তান জন্মানোর সময় জটিলতার ঝুঁকি থাকে। একই কারণে তাদের গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি অনেক গুণ বেশি থাকে, ফলে নবজাতকের কম জন্ম ওজনের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ এতে

16 বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০১৪।

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে কম জন্ম ওজনের শিশুর হার অনেক বেশি। একজন খর্বকায় মায়ের কম জন্ম ওজনের শিশু জন্ম দেয়ার আশঙ্কা সব সময় থাকে, আবার শিশুটি বয়স্ক হওয়ার পরও খর্বতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। এভাবে খর্বতা প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে গিয়ে পৌঁছায় এবং এটি অপুষ্টির একটি দুষ্টিচক্র। গ্রাম ও শহরের অপুষ্টি পরিস্থিতিতে পার্থক্য রয়েছে, বিশেষত শহরাঞ্চলের বস্তিতে বসবাসকারী নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে খারাপ অবস্থায় আছে।

জনগণের বিশেষত নারীদের মধ্যে ওজনাধিক্য (overweight) এবং স্থূলতার (obesity) হার ক্রমবর্ধমান। ওজনাধিক্য ও স্থূলতার ফলে দেশে অপুষ্টিজনিত দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধি যেমন: টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের প্রকোপ বাড়ছে। ওজনাধিক্য এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় অনুপুষ্টি-কণার (micronutrient) ঘাটতি রয়েছে। শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিভিন্ন ধরনের অনুপুষ্টি-কণা। এর মধ্যে ভিটামিন 'এ', আয়রন, আয়োডিন, জিংক, ভিটামিন 'বি-১২', ফলিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খাদ্যে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন 'বি-১২' ঘাটতির কারণে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু এবং নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। রক্তস্বল্পতার কারণে নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাঁদের শিশুদের শরীরে সঞ্চিত আয়রনের পরিমাণ কমে যায়, তাঁদের শিশুরাও রক্তস্বল্পতায় ভোগে। রক্তস্বল্পতা জাতীয় অর্থনীতির ওপর একটি বোঝাস্বরূপ।

দেশের পুষ্টি পরিস্থিতির পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মূলধারায় পুষ্টি কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য খাতের জন্য গৃহীত নীতিসমূহেও পুষ্টির জন্য কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এই পুষ্টিনীতি মূলত জনগণের পুষ্টির মান উন্নয়নে রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

### ৩। রূপকল্প

বাংলাদেশের মানুষ কাজক্ষত পুষ্টি লাভের মাধ্যমে সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী হবে।

### ৪। লক্ষ্য

জাতীয় পুষ্টিনীতির লক্ষ্য জনগণের, বিশেষত মা, কিশোরী ও শিশুসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন করা; অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং জীবনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

### ৫। উদ্দেশ্য

জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি সাধন।

১. বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা।
২. পুষ্টিকেন্দ্রিক (nutrition specific) বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।
৩. পুষ্টি সম্পর্কিত (nutrition sensitive) বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।
৪. পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

### ৬. কৌশলসমূহ

৬.১. জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সব নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন।

এই উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহ:

#### ৬.১.১ সব নাগরিকের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

ব্যক্তি ও পরিবারের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিকল্পে খাদ্যের সহজপ্রাপ্যতা, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার সার্বিক পুষ্টি অবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। জাতীয় পুষ্টিনীতির উদ্দেশ্য জীবনচক্রের সব পর্যায়ে নিরাপদ ও সুস্বাদু খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা।

#### ৬.১.২ জীবনচক্রের সব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা

জীবনচক্রের সব পর্যায়ে পুষ্টি নিশ্চিত করা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অপুষ্টির শিকার মায়ের গর্ভধারণ ও পরবর্তী সময়ে অপুষ্টি সন্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে অপুষ্টির দুষ্টিচক্রের যাত্রা শুরু হয়, যা জীবনের সব পর্যায়ে প্রভাব ফেলে, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের ওপর সেই প্রভাব অব্যাহত থাকে। অপুষ্টির এই আন্তঃপ্রজন্ম প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টিনীতি নিম্নবর্ণিত জীবনচক্র কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে:

৬.১.২.১ সব গর্ভবতী মায়ের পূর্ণ গর্ভকালব্যাপী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যথাযথ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা, যাতে সুস্থ ও কাজক্ষত জন্ম ওজন নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৬.১.২.২ সহায়ক পারিবারিক পরিবেশ, সেবা ব্যবস্থা ও আইনি নিরাপত্তাব্যবস্থা (regulatory safety net) নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুগ্ধদানকারী মায়েরা যেন পূর্ণ ৬ মাস শিশুদের শুধু বুকের দুধ পান করাতে পারেন এবং দুই বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন, তা নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৩ সব শিশুর শৈশবের বছরগুলোতে যথাযথ পুষ্টির ভিত্তি তৈরি করার লক্ষ্যে পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো এবং ৬ মাস বয়স থেকে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়িতে তৈরি সুস্বাদু পরিপূরক খাবার দেয়া ও এর সঙ্গে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করানো নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৪ স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ রোধ করাসহ কিশোর-কিশোরীদের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তাকারী পর্যাপ্ত পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৫ অপুষ্টিজনিত অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৬ বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রভাবে মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যাভ্যাস বিপজ্জনকভাবে হুমকির মুখে। এর ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক ব্যাধি (chronic non-communicable disease) মহামারি আকার ধারণ করেছে। এসব প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাবারের অবাধ বাজারজাতকরণ এবং বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে কার্যক্রম হাতে নেয়া। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন প্রণালীতে উৎসাহ প্রদান।

৬.১.২.৭. বাল্যবিবাহ রোধ, বিলম্বে গর্ভধারণ ও দুই সন্তান জন্মের মধ্যবর্তী সময়কাল বৃদ্ধি করতে চলমান পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের সহজপ্রাপ্যতা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬.১.৩ সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সর্বদা প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে এবং অসুস্থতার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পুষ্টিনীতির কার্যক্রম হবে:

৬.১.৩.১ গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাসমূহে ও পুষ্টি জরিপ (nutrition surveillance) দ্বারা চিহ্নিত দুর্গম এলাকাসমূহে বসবাসরত মানুষের, যাদের খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ খুব সীমিত ও যারা উপার্জনক্ষম নয়, তাদের উদ্দেশ্যে পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.১.৩.২ আপেক্ষিক সময় (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি অথবা সংঘাত) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগকালীন প্রস্তুতির পরিকল্পনাতে আক্রান্ত মানুষের মৌলিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করা। এ সংক্রান্ত আইনের মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও এর ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন- ২০১৩ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৬.১.৩.৩ দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস নিয়ে জীবনধারণ করছেন এমন ব্যক্তিদের অসুস্থতার সময় ও পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা।

৬.২ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করা।

খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান নিশ্চিত করা।

পূর্ণবয়স্ক একজন বাংলাদেশির গড় শক্তি চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য (energy gap) ৮২ কিলোক্যালরি। দেখা গেছে, বাংলাদেশের মানুষ সুপারিশকৃত ২৪০০ কিলোক্যালরি<sup>১৭</sup> শক্তির পরিবর্তে দৈনিক গড়ে ২৩১৮<sup>১৮</sup> কিলোক্যালরি শক্তি গ্রহণ করে। এই হিসাব শারীরিক ক্রিয়ার মাত্রা (physical activity level), গড় বিপাকক্রিয়ার হার (basal metabolic rate) এবং কাজিফত দৈহিক ওজনের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তবে আর্থসামাজিক অবস্থা, নগর বা গ্রামাঞ্চলে বসবাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা-এসবের ওপর ভিত্তি করে শক্তি গ্রহণের পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যতালিকায় বেশির ভাগই শস্যজাতীয় খাদ্য। শতকরা ৭০ ভাগ শক্তিই আসে শস্যজাতীয় খাদ্য থেকে। খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাণিজ খাবার, দুধ, শাক-সবজি ও ফল থাকে না এবং সে কারণে পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয় না। খাদ্যতালিকায় উন্নতমানের আমিষ ও অনুপুষ্টি-কণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

17 Household Income and Expenditure Survey Report-2010.

18 FAO/WHO কর্তৃক সুপারিশকৃত daily energy requirement.

খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রণীত কৌশলসমূহ:

খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত কৌশলসমূহের মধ্যে মূল কৌশল হলো গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কাছে খাদ্যের বৈচিত্র্য এবং নানা ধরনের খাবারের সংমিশ্রণে খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব অবহিত করা, যেন তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টিকণা ও অনুপুষ্টি-কণার (macronutrient ও micronutrient) সুসম সমন্বয় হয়। পুষ্টি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (behavior change communication) নিশ্চিত করা।

খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক কৌশলকে উৎসাহ প্রদান করা এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতকে গুরুত্ব প্রদান করা। এ ছাড়া খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে খাদ্যবৈচিত্র্যের তথ্যাদি পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক ও কৃষি খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধিতে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হবে:

৬.২.১ খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের জন্য বাড়িতে বাগান তৈরি, সীমিত আকারে পশু পালন এবং বাড়ির আঙিনায় হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ (পারিবারিক অথবা সমষ্টিগতভাবে) সমন্বিতভাবে করার উদ্যোগ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা, যেন তাদের কাছে বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৬.২.২ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অতিরিক্ত লবণ, সম্পৃক্ত চর্বি, ট্রান্স ফ্যাট (trans fat) পরিহারে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশেষ আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কার্যক্রম হাতে নেয়া।

৬.২.৩ স্থানীয় ও দেশি প্রজাতির শস্য, ফল ও সবজি চাষে উৎসাহ দেয়া হবে, যেন জীববৈচিত্র্যের সুবিধা গ্রহণ করা যায় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্যবৈচিত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৬.২.৪ খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনে নানা রকম খাবারের সঠিক সংমিশ্রণ প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্যের সংমিশ্রণ করে খাবারের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে জনগণকে উৎসাহিত করা।

৬.২.৫ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য তৈরির অভ্যাসকে উন্নত করা, উৎসাহ দেয়া ও জোরদার করা, যেন নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যের পুষ্টিমান অক্ষুণ্ণ থাকে। সারা বছর খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় ও জুতসই কারিগরি কৌশল ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণে উৎসাহ দেয়া।

৬.২.৬ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বাড়ি সন্নিহিত জলাশয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশীয় ছোট মাছ, যেমন মলা, ঢেলা, পুঁটিজাতীয় মাছ চাষ ও সংরক্ষণে উৎসাহদানের মাধ্যমে চাহিদামাফিক প্রাণিজ আমিষের জোগান নিশ্চিত করা।

৬.২.৭ দুর্যোগ ও মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত মানুষের জন্য প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্য (supplementary food) প্রদান করা।

৬.২.৮ খাবার 'সমৃদ্ধকরণ' (fortification) কার্যক্রম হাতে নেয়া এবং এর ব্যবহার ও পরিধি বৃদ্ধি করা (যেমনঃ খাবার লবণে আয়োডিন, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ', শিশুদের জন্য বাড়িতে তৈরি খাদ্য সমৃদ্ধ করা)।

৬.২.৯ অপুষ্টি, ওজনাধিক্য এবং অনুপুষ্টি-কণার ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে আমিষ, স্নেহ, শর্করা ও অনুপুষ্টি-কণার যথাযথ ও সঠিক অনুপাতে গ্রহণ করাকে জনপ্রিয় করা।

৬.২.১০ খাদ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা এবং শিশু ও তার পরিবারের বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খর্বতা, কৃশতা ও অনুপুষ্টি-কণার ঘাটতি হ্রাস করা।

৬.৩ পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ কার্যক্রম জোরদার করা।

অপুষ্টি দূর করতে বাংলাদেশে পরস্পর নির্ভরশীল দুই ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম এবং পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম। শিশুদের জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে আছে: জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধু মায়ের দুধ পান করানো, ৬ মাসের বেশি বয়সী শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি যথাযথভাবে ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার খাওয়ানো, শিশুকে খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, শিশুকে প্রতি ৬ মাস অন্তর ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো, বিভিন্ন অনুপুষ্টি-কণার সম্পূরক, ডায়রিয়া চিকিৎসার অংশ হিসেবে জিংক প্রদান, মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা ইত্যাদি। কিশোরী ও নারীদের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করে পুষ্টিজ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন এনে পুষ্টির মান উন্নয়ন; প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড অথবা অনুপুষ্টি-কণা সম্পূরক হিসেবে প্রদান; আয়োডিনসমৃদ্ধ লবণ ব্যবহার; গর্ভাবস্থায় সম্পূরক হিসেবে ক্যালসিয়াম ব্যবহার; ওজনাধিক্য ও স্থূলতার চাপ পরিহারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিতে অপুষ্টি প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।



পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম প্রসারে প্রণীত কৌশলসমূহ:

৬.৩.১. গর্ভকালীন পর্যাপ্ত ওজন বৃদ্ধির জন্য গর্ভকালে যথাযথ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করা, পূর্ণ গর্ভকাল এবং দুধদান করার সময়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুপুষ্টি-কণা বিশেষত আয়রন-ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ নিশ্চিত করা, সংক্রমণ রোধ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা, গর্ভকালে কায়িক শ্রম কমানো ও যথাযথ বিশ্রাম নিশ্চিত করা, গর্ভকালে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ ও ধূমপান নিরোধে আচরণগত পরিবর্তন সাধন করা।

৬.৩.২. দুধদানকারী মায়ের অপুষ্টি রোধে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ও শিশুর যথাযথ যত্ন নেয়া নিশ্চিত করা।

৬.৩.৩. নবজাতকের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করতে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো শুরু করা, ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো, ৬ মাস বয়স থেকে দিনে ৩-৪ বার ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার (ন্যূনতম ৪টি খাদ্যশ্রেণির সমন্বয়ে তৈরি খাবার) দেয়ার সঙ্গে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করা।

৬.৩.৪. পুষ্টির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন যেকোনো সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা করা।

৬.৩.৫. স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি উভয় স্থানে মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা করা।

৬.৩.৬. শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পরিবার ও সমাজের মাধ্যমে যত্ন নিশ্চিত করা এবং শিশু বিকাশে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধ করা।

৬.৩.৭. কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি যেন যথাযথ হয় এবং তারা কাজক্ষিত উচ্চতা ও ওজনসহ পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য তাদের পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৩.৮. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুষ্টিশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা।

৬.৩.৯. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য শক্তি, আমিষ ও অনুপুষ্টি-কণা সমৃদ্ধ খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৬.৩.১০. গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এবং শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো।

৬.৩.১১. শহরের বস্তি ও দুর্গম এলাকাসমূহের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো।

৬.৩.১২. পুষ্টিশিক্ষা, পরামর্শ, তথ্যের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন করা। জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সুসম খাদ্য, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান এবং সুস্থতার জন্য কায়িক পরিশ্রম ও শরীরচর্চা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সব অংশীজনের সমন্বয়ে সব মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা। পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান ও খাবার স্যালাইনের মতো সফল জাতীয় কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে জাতীয়ভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের পরিকল্পনা করা এবং এই খাতে সম্পদ বরাদ্দ রাখা।

৬.৩.১৩. উপযুক্ত অনুপুষ্টি-কণাসমৃদ্ধ পারিবারিক খাদ্যের পরিচিতি ও খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

৬.৩.১৪. প্রচলিত স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা, দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং এর জন্য জনশক্তি পরিমাপ করা (বিশেষত কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকর্মীর সংখ্যা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা) যাতে স্বাস্থ্যকর্মী ও সুফলভোগীর আনুপাতিক হার সঠিক থাকে এবং পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

৬.৩.১৫. স্বাস্থ্যকর্মীদের সব শূন্যপদ পূরণ ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও উপকরণ দিতে হবে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর যথা কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপকেন্দ্র, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পুষ্টিসেবা দানের উপযোগী করা।

৬.৩.১৬. তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মাঠকর্মীদের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবাকে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যসেবার মূলধারায় আনা।

৬.৩.১৭. জনগণের সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি খাতের সব স্তরের পুষ্টিসেবাদানকারীদের জবাবদিহি বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৬.৩.১৮. পুষ্টি কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রচলন করা।

৬.৩.১৯. একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য চাহিদা নিরূপণ এবং সম্পদের যথাযথ বন্টন করা।

৬.৩.২০. হাসপাতালে ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে পুষ্টিবিদ নিয়োগ করা।

৬.৪. পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।

অপুষ্টির সমস্যা, বিশেষত কম জন্মওজন ও খর্বতা, শুধু পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পুষ্টিসম্পর্কিত কার্যক্রমের, বিশেষত খাদ্যনিরাপত্তা, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন, কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা বিধি ও স্যানিটেশন, পুষ্টিবান্ধব চাষাবাদ, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বিস্তার ঘটাতে হবে।

পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তারে প্রণীত কৌশল:

৬.৪.১. খানা (Household) পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি। খাদ্যভিত্তিক খাদ্য নির্দেশনার প্রচার ও উৎসাহ প্রদান। তথ্যভিত্তিক খাদ্য বাছাই (Informed choice) ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা।

৬.৪.২. পুষ্টিবান্ধব চাষাবাদের মাধ্যমে ফল, শাকসবজি, মুরগি, মাছ, মৎস্যজাত দ্রব্য, দুধ ও মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান।

৬.৪.৩. নারীশিক্ষার হার বাড়ানো, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারীর উপার্জনের সুযোগ তৈরি এবং বিশ বছর বয়সের পর গর্ভধারণের ওপর গুরুত্ব প্রদান।

৬.৪.৪. নানা রকম সংক্রমণ, যেমন ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও পরিবেশজনিত কারণে সৃষ্ট পেটের পীড়া শিশু পুষ্টির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এসব সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পয়োব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতাবিধি মেনে চলতে বিশেষত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬.৪.৫. সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পুষ্টি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

৬.৪.৬. অ-শস্যজাতীয় (non-cereal) কৃষিপণ্য যেমন-ডাল, ফল ও সবজির ফলন বাড়াতে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা।

৬.৪.৭. পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের (যেমন-খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক, দুর্যোগ ও ত্রাণ) সমন্বয়ে নতুন কার্যক্রম ও কৌশল গ্রহণ করা।

৬.৪.৮. কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক, শিক্ষা, শিল্প এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন হবে; এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপরিউক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করা।

৬.৫. পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সব খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে অর্জনের কৌশলসমূহ:

পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, পানি, পয়োনিক্ষাশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়, NGO এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ফলদায়ক মৌখ উদ্যোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আগামী এক দশকের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ব্যয়, নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রাসহ) তৈরি করা হবে। পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিম্নলিখিত খাতসমূহের জন্য প্রয়োজ্য হবে:

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমসমূহ
- জনশক্তি সম্পৃক্তকরণ, এর মধ্যে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা
- সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী, শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় বৃদ্ধিকরণে সহায়তা
- পুষ্টি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মূল্যায়ন
- পুষ্টি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত জনশক্তির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন
- পুষ্টিশিক্ষাকে সব ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সব ধরনের সাধারণ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা
- প্রায়োগিক গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং মতামত (ফিডব্যাক) প্রদান।

৬.৫.১. অপুষ্টির হার অনেক বেশি এমন নগর-অঞ্চলে বিশেষত বস্তি এলাকায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একত্রে কাজ করা।

৬.৫.২. গ্রাম ও শহরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মহল্লায় ও জনাধিক্য ও স্থূলতা হ্রাসকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামকে উৎসাহিত করা।

৬.৫.৩. পুষ্টিনিরাপত্তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বেটনী, স্বাস্থ্যবিধি, পয়োনিক্কাশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি এবং জীবিকার সংস্থান-এসবের উন্নতিকল্পে অর্থবহ বহু খাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, NGO-সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদার করা।

৬.৫.৪. অংশীদারি শক্তিশালী করে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে একত্রে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৬.৫.৫. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কৌশলপত্রে পুষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বিশেষত খাদ্য কর্মসূচিতে খাদ্যবৈচিত্র্যের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা, অতিদরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঙ্গে পুষ্টি কর্মসূচির সংযোগ স্থাপন করা।

৬.৫.৬. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুষ্টি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে, যেন নীতি নির্ধারকগণ পুষ্টি কার্যক্রম ও কৌশল সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন ও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ছাড়া প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম আরও নিখুঁত করার চেষ্টা করা।

৬.৫.৭. অ-শস্যজাতীয় খাদ্যের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে অতিদরিদ্রদের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

৬.৫.৮. খাদ্যে ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইনের প্রয়োগ জোরদার করা।

৬.৫.৯. জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা, রোগ-ব্যাদি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির খাপ খাওয়ানো।

৬.৫.১০. দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে বহু খাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কার্যকর সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে জোরদার করা।

## ৭। উপসংহার

জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-তে অপুষ্টির বিভিন্ন কারণ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে জনগণের যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরও প করা হয়েছে। এই নীতি বিদ্যমান কৌশলসমূহকে বাস্তবায়ন ও জোরদার করতে, নতুন কর্মকৌশল প্রণয়নে এবং বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকৌশল গ্রহণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

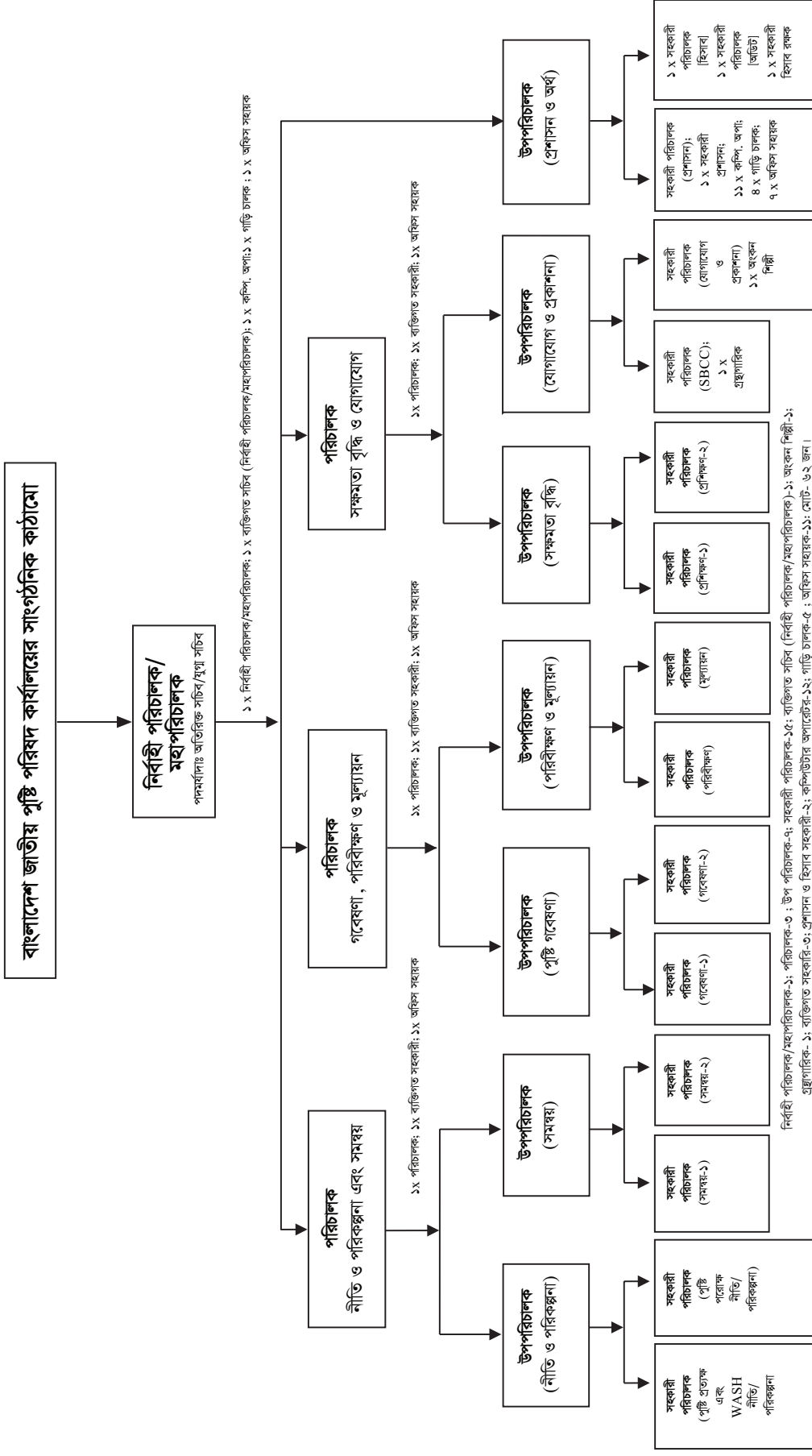
### পুষ্টিমান অর্জনের নির্দেশকসমূহ

- জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি
- পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি
- ২০-২৩ মাস বয়সী শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি
- ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য গ্রহণের হার বৃদ্ধি
- কম জন্ম ওজনের হার হ্রাস করা
- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের খর্বতা হ্রাস করা
- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের কৃশতা হ্রাস করা
- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী কম ওজনবিশিষ্ট শিশুদের সংখ্যা হ্রাস করা
- শিশুদের মারাত্মক অপুষ্টির হার হ্রাস করা
- কিশোরীদের অপুষ্টি হ্রাস করা
- ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদানের হার বৃদ্ধি করা
- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের অপুষ্টির হার হ্রাস করা
- আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণের হার বৃদ্ধি করা
- মায়েদের স্থূলতা (বিএমআই > ২৩) হ্রাস করা
- নারীদের মধ্যে রক্তস্রবতার হার হ্রাস করা

## পরিশিষ্ট-২: SBCC বিষয়সমূহের একীভূত তালিকা

- মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;
- শিশুদের (অনূর্ধ্ব ২ বছর) খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সঠিক চর্চা বিশেষ করে বুকের দুধ পান করানো এবং সঠিক বাড়তি খাবার খাওয়ানো জোরদারকরণ;
- বিদ্যমান নির্দেশিকা ব্যবহার করে মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা;
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবিকায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;
- কিশোরীদের পুষ্টি এবং বাল্যবিবাহ ও কৈশোরে গর্ভধারণের ঝুঁকি;
- প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অত্যধিক লবণ ও চিনি, সম্পৃক্ত চর্বি এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণে স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং ওজনাধিক্য, স্থূলতা এবং অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধিতে এর প্রভাব;
- অসংক্রামক রোগ, যক্ষ্মা, এইচআইভি/এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি ও পুষ্টি সহায়তা;
- খাদ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করে সুসম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য ঝুড়ি (Food basket) পরিকল্পনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বাছাই;
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং জন্ম বিরতিকরণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা;
- পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশীয় খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ জোরদারকরণ;
- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তৈরি ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্যের রন্ধন পদ্ধতি প্রদর্শন (বিশেষ করে বাড়তি খাবারের জন্য);
- ফলন কর্তন পরবর্তী বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষতি হ্রাস (পরিবহন, মিলিং, প্যাকেজিং, মজুদ ইত্যাদি) এবং পুষ্টিমান বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি ফসল সংরক্ষণ;
- যথাযথ হ্যাভলিংসহ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা;
- পরিবার পর্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য সরবরাহ প্রাপ্তি ও গ্রহণ বৃদ্ধির কৌশল;
- পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা এবং আন্তঃপারিবারিক খাদ্য বণ্টন (জীবনের প্রথম ১০০০ দিনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া);
- পুষ্টি এবং এতদসংক্রান্ত আইন যেমন নিরাপদ খাদ্য আইন, লবণ আইন ইত্যাদির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রচারণা;
- স্কুল বাগান ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি;
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে পুষ্টির বিষয়াদি সম্পৃক্তকরণ;
- দুর্যোগের সময় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- টেকসই অর্থ উপার্জনের কর্মক্ষেত্র/সুযোগ তৈরি;
- লিঙ্গ সংবেদনশীলতা অথবা নারীর ক্ষমতায়ন;

## পরিশিষ্ট-৩ক: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো\*



\*বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত

## পরিশিষ্ট-৩খ: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ অফিসের কার্যাবলি

১. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদসহ এর অন্তর্গত নির্বাহী কমিটি, স্থায়ী কারিগরি কমিটি ও অন্যান্য কমিটিকে কারিগরি, বিশ্লেষণ ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
২. বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, নির্বাহী কমিটি, স্থায়ী কারিগরি কমিটি ও অন্যান্য কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সেক্টরকে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিরিখে জ্ঞাত করা;
৩. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা/সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান এবং বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে পুষ্টিবিষয়ক অর্জন ও ঘাটতি (Gap) তুলে ধরা;
৪. জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর সম্পাদন ও বাস্তবায়ন; স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নীতি, কৌশল এবং কর্মসূচির সঙ্গে বহু সেক্টরের সমন্বয় বাড়ানো ও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় প্রতিবেদন প্রদান;
৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পুষ্টিবিষয়ক কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং তা জাতীয় পুষ্টিনীতির আলোকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে উপযুক্ত নির্দেশনা পরিষদে তুলে ধরা;
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পুষ্টি কর্মসূচির অগ্রগতি, ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান;
৭. পুষ্টিনীতি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/হালনাগাদের জন্য সহায়তা প্রদান;
৮. কার্যকর সহযোগিতা, অংশগ্রহণ এবং সম্পদ ব্যবহারের নিমিত্ত কৌশল চিহ্নিত করা;
৯. পুষ্টিবিষয়ক কারিগরি ও সাধারণ তথ্য অবহিত ও প্রকাশনায় সহায়তা প্রদান করা;
১০. পুষ্টিবিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করা;
১১. পুষ্টিবিষয়ে বৈশ্বিক সমন্বয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
১২. দেশব্যাপী জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ আয়োজন এবং দক্ষিণ এশীয় পুষ্টিবিষয়ক জার্নাল নিয়মিত প্রকাশনা;
১৩. পুষ্টি বিষয়ক তথ্য ও বার্তা প্রদানের জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও মুদ্রিত মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে টেকসই সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) বৃদ্ধি করা;
১৪. জনগণকে পুষ্টিবিষয়ক তথ্য প্রদানের জন্য ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র ও গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা;
১৫. দেশের পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, নির্বাহী কমিটি এবং স্থায়ী কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা;

## পরিশিষ্ট-৪: বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের কমিটিসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

নং: ৪৫.১৬১.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-৪৩২- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পূর্বের সব আদেশ বাতিলপূর্বক নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে “বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ” গঠন করিল।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের গঠন:

ক্রমিক নং

(১)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সহ সভাপতি
(৩)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১)	প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)	প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪)	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(১৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(১৬)	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭)	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮)	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৯)	সিনিয়র সচিব/সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২০)	সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২)	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৩)	সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৪)	সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্যসচিব
(২৬)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
(২৭)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য

(২৮)	সদস্য, আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(২৯)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
(৩০)	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(৩১)	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৩২)	বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের স্থায়ী কারিগরি কমিটির সভাপতি ও সচিব	সদস্য
(৩৩)	পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	সদস্য
(৩৪)	পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩৫)	চেয়ারম্যান, ফুড সেফটি অথরিটি	সদস্য
(৩৬)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	সদস্য
(৩৭)	পুষ্টি পরিষদের স্থায়ী কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ৩ (তিন) জন	সদস্য

#### পুষ্টি পরিষদের কর্মপরিধি:

- (ক) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান।
- (খ) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতির আলোকে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।
- (গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কার্যক্রমের ও অন্যান্য কর্মসূচিতে সমন্বয় সাধন।
- (ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

#### পুষ্টি পরিষদের সভা:

- (১) পুষ্টি পরিষদ প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।
- (২) সভাপতি প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময় পুষ্টি পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারেন।
- (৩) ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে পুষ্টি পরিষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে।
- (৪) সভাপতি পুষ্টি পরিষদের সব সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

নং: ৪৫.১৬১.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-২৫১- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (সভাপতি, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ) অনুমোদনক্রমে পূর্বের সব আদেশ বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের সময়য় বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের “নির্বাহী কমিটি” গঠন করা হলো:

(১)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
(২)	প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সহ সভাপতি
(৩)	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৪)	সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৬)	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৭)	সিনিয়র সচিব/সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৮)	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(৯)	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১০)	সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১২)	সিনিয়র সচিব/সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৩)	সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৪)	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৫)	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৬)	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৭)	সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৮)	সিনিয়র সচিব/সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(১৯)	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(২০)	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২১)	অতিরিক্ত সচিব, (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
(২২)	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
(২৩)	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।	সদস্য
(২৪)	মহাপরিচালক, NIPORT.	সদস্য
(২৫)	মহাপরিচালক, BBS.	সদস্য
(২৬)	পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
(২৭)	প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
(২৮)	পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
(২৯)	পরিচালক, এমসিএইচ-এফপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।	সদস্য
(৩০)	পরিচালক, এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।	সদস্য
(৩১)	পরিচালক, এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।	সদস্য
(৩২)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পুষ্টি সমিতি।	সদস্য
(৩৩)	পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।	সদস্যসচিব

#### নির্বাহী কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ কৌশল নির্ণয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান;
- (খ) জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- (গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- (ঘ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা বা থানা পর্যায়ে গঠিত সমন্বয় কমিটির এবং পরিষদ কর্তৃক গঠিত উপকমিটিসমূহের পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

#### নির্বাহী কমিটি সভা:

- ১। এই কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে এবং সভার তারিখ, স্থান, সময় চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে।
- ২। চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবে।
- ৩। ন্যূনতম ১৬ জন সদস্য সমন্বয়ে কমিটির কোরাম হবে।
- ৪। চেয়ারম্যান নির্বাহী কমিটির সভার সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এবং এর নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন  
তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

নং: ৪৫.১৬১.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-২৫০- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (চেয়ারম্যান, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ) অনুমোদনক্রমে পূর্বের সব আদেশ বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের সমন্বয় বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের স্থায়ী কারিগরি কমিটি পুনর্গঠন করা হলো:

(১)	জনাব ডা. মোঃ সাজেদুল হাসান, যুগ্ম সচিব, এইচআরএম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
(২)	অধ্যাপক এম কিউ কে তালুকদার, চেয়ারম্যান, সিডব্লিউসিএইচ।	সদস্য
(৩)	ড. এস কে রয়, চেয়ারম্যান, বিবিএফ।	সদস্য
(৪)	পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।	সদস্য
(৫)	অধ্যাপক মামুন রশিদ, প্রাক্তন পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।	সদস্য
(৬)	পরিচালক, নিপসম।	সদস্য
(৭)	অধ্যাপক নাজমা শাহীন, অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
(৮)	অধ্যাপক ডা. শহিদুল্লাহ, প্রো-ভিসি, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
(৯)	পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTRAN)	সদস্য
(১০)	পরিচালক, খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর, ঢাকা।	সদস্য
(১১)	বিভাগীয় প্রধান, প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
(১২)	বিভাগীয় প্রধান, অ্যানথ্রোপোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
(১৩)	ড. তাহমিদ আহমেদ, বিভাগীয় প্রধান, পুষ্টি বিভাগ, আইসিডিডিআরবি।	সদস্য
(১৪)	বিভাগীয় প্রধান, পুষ্টি বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, আজিমপুর, ঢাকা।	সদস্য
(১৫)	ডা. মহসীন আলী, পুষ্টিবিদ।	সদস্য
(১৬)	চেয়ারম্যান, মাইক্রো বায়োলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
(১৭)	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ।	সদস্য সচিব

স্থায়ী কারিগরি কমিটির সদস্যদের মেয়াদকাল তিন বছর হবে।

**স্থায়ী কারিগরি কমিটির কর্মপরিধি:**

- (১) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি হালনাগাদকরণ ও পুষ্টি জ্ঞান সম্প্রসারণে সভা, সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা দান;
- (২) দেশের পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন কারিগরি দিক পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা দান;
- (৩) পুষ্টি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান;
- (৪) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন;
- (৫) স্থায়ী কারিগরি কমিটি প্রয়োজনবোধে পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ২ জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

## পরিশিষ্ট-৫: কর্মসূচিসমূহের ব্যয়ের প্রাক্কলন

### ৫ (ক) পুষ্টিকেন্দ্রিক বা পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্যক্রম (উচ্চ অগ্রাধিকার)

কার্যক্রমের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
গর্ভাবস্থায় আয়রন ও ফলেট ট্যাবলেট প্রদান	২০৯,৩৪,৪২,০৮০
মাতৃদুগ্ধ পানে সহায়তা ও প্রচারণা	৬১২,৫৫,৮১,৬৮০
শিশুর পরিপূরক খাবারের শিক্ষা	৫৫৫,০১,৯২,৫৬০
ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন	২৩৪,১৫,৪১,১২০
কুমিনাশক কার্যক্রম	২৪৬,৬০,৯১,৯২০
ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক এবং ওআরএস ব্যবহার	২৭৫,৪৫,৪৯,৬০০
মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা চিকিৎসা (জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী)	২০৮,৬১,৬৫,৮৪০
মাঝারি তীব্র অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা (জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী)	২০৫,৯৯,৩২,৪০০
সরকারিভাবে সম্পূরক খাবারের ব্যবস্থা	১৮৩৭,২৯,২৬,৫৬০
চাল সমৃদ্ধকরণ (শুধু সরকারি ব্যয়)	৫৯৫,৩২,১৬,০০০
লবণে আয়োডাইন সংযোজন (শুধু সরকারি ব্যয়)	১৬১,৮৪,৬৩,৬০০
গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রদান	১২৮,৩৪,৯১,১২০
মোট (টাকায়) =	৫২৭০,৫৫,৭৪,৪৮০
মোট (মার্কিন ডলার) =	৬৭,৫৭,১২,৪৯৩

দ্রষ্টব্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের এডিপিতে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত স্ব স্ব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের বাজেট থেকে ব্যয় সমন্বয়/নির্বাহ করবে।

### ৫ (খ) খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (উচ্চ অগ্রাধিকার)

কার্যক্রমের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা	১,০০,৩৭,৫০০
খাদ্যবৈচিত্র্যের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনা তথা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফল ও মৎস্য চাষ, এবং হাঁস-মুরগি পালন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২৩১,৮২,৫০,০০০
সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাদিত বসতবাড়িতে বাগান করার প্রযুক্তি (যেমন- হাইড্রোপনিক, ভাসমান বাগান) চালুকরণ	৬,৮৭,৫০,০০০
পুষ্টি সম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টির প্রশিক্ষণ ও তথ্য উপকরণ তৈরি/পরিগ্রহণ/প্রচার	৩৮,৩৩,৫০,০০০
স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষণ ও বিপণন সুবিধা প্রতিষ্ঠা	১৩৭,৫০,০০,০০০
বায়ো-ফার্টিলিফিকেশন (যেমন- শিম জাতীয় ফসল, কমলা রং-এর মিষ্টি আলু) এর ওপর গবেষণা পরিচালনা	৫,০০,০০,০০০
উদ্ভিষ্ট পরিবারের উৎপাদন ও ভোগের জন্য জিংক বায়ো-ফার্টিফাইড চাল উদ্ভাবন ও গ্রহণকে ত্বরান্বিত করা	৫,০০,০০,০০০
জলবায়ুসহিষ্ণু প্রযুক্তির ওপর প্রাসঙ্গিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	৫,০০,০০,০০০
পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলকে কাজে রূপান্তরিত করার জন্য তথ্য উপকরণ তৈরি/বিতরণ	৫,০০,০০,০০০
নিয়মিত কৃষি সম্প্রসারণ সহায়তা প্রদান (গবেষণা-সম্প্রসারণ- খামারের উল্লেখ সমন্বয়)	৬,৮৭,৫০,০০০
মোট (টাকায়) =	৪৪২,৪১,৩৭,৫০০
মোট (মার্কিন ডলার) =	৫,৬৭,১৯,৭১২

দ্রষ্টব্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের এডিপিতে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত স্ব স্ব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের বাজেট থেকে ব্যয় সমন্বয়/নির্বাহ করবে।

৫ (গ) নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ও তথ্য (উচ্চ অগ্রাধিকার)

কার্যক্রমের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কৌশল এবং কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয়করণ	৩,৮২,৮০০
জাতীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত কৌশল এবং অপারেশনাল গাইড লাইন অবহিতকরণ	৬,৪০,০০০
বাস্তবায়ন: কর্মীদের সময়, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা (এসপিপি/এসএসএন রেফারেল, পরিষেবা, পরিবীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত)	২,০২,৮০,৫১৬
চলমান মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমের কভারেজ ৯০%-এ উন্নীতকরণ (এসএসএন কার্যক্রমের বাজেটের ওপর ভিত্তি করে)	৬৩৩৯,৭৫,২৫,৩৮৮
বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সংশোধন ও নীতি নির্দেশিকার জন্য কারিগরি সহায়তা	৫১,০৪,০০০
BNNC-এর অধীনে/সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি SBCC-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্ষেত্র ৩-এর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর 'SBCC' উপাংশ প্রণয়ন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	৪১,৫৮,০০০
বিদ্যমান র‍্যাপিড নিউট্রিশন অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন পর্যালোচনা	৬,৬০,০০০
ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি অবস্থায় পুষ্টি চাহিদা নিরূপণ	২০,০০,০০০
জরুরি সরবরাহ	১১,৯০,২০০
ক্লাস্টার সমন্বয়/জরুরি অবস্থায় পুষ্টি	১,০১,২০,০০০
বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ওরিয়েন্টেশন	২,১৬,১৫,০০০
জরুরি অবস্থায় পুষ্টির জন্য বিসিসি কার্যক্রম	১২,৪৫,০০০
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	২৩,১৫,০০০
বৃহৎ পরিসরে জরুরি অবস্থা মূল্যায়নের সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্যোগকবলিত এলাকায় দ্রুত পুষ্টি অবস্থা নির্ণয়	৬,৬০,০০০
নির্দেশিকা, পুষ্টি শিক্ষা এবং বিসিসি উপকরণ তৈরি	৬,৯৫,০০০
বাস্তবায়ন: কর্মীদের সময়, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা (এসপিপি/এসএসএন রেফারেল, পরিষেবা, পরিবীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত)	৩৯,১২,০১,৮৮৫
কৌশল, গাইডলাইন এবং অপারেশনাল পরিকল্পনা প্রণয়ন	২২,০০,০০০
মডিউল মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সকল পর্যায়ে বিতরণ	৫০,৭৪,২৫০
অংশীজন এবং সেবা প্রদানকারীদের (স্কুলশিক্ষক/শিক্ষিকা, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি) ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ	৬,০৮,৯১,০০০
গবেষণা পরিচালনা	৫,৫০,০০,০০০
গবেষণার ফলাফল অবহিত করা	২,২১,১০,০০০
<b>মোট (টাকায়) =</b>	<b>৬৪০০,৫০,৬৮,০৩৯</b>
<b>মোট (মার্কিন ডলার) =</b>	<b>৮২,০৫,৭৭,৭৯৫</b>

দ্রষ্টব্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের এডিপিতে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত স্ব স্ব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের বাজেট থেকে ব্যয় সমন্বয়/নির্বাহ করবে।

৫ (ঘ) খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (মাঝারি অগ্রাধিকার)

কার্যক্রমের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
বায়ো-ফার্টিফিকেশন (যেমন- শিম জাতীয় ফসল, কমলা রঙের মিষ্টি আলু) এর ওপর গবেষণা পরিচালনা	৫,২৮,০০,০০০
জলবায়ুসহিষ্ণু প্রযুক্তির (শাকসবজি ও ফল) ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	৬,১৭,১০,০০০
পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলকে কাজে রূপান্তরিত করার জন্য তথ্য উপকরণ তৈরি/বিতরণ	১,১০,৫৫,০০০
নিয়মিত কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবায় পুষ্টি অন্তর্ভুক্তকরণ (গবেষণা-সম্প্রসারণ-খামারের উল্লেখ সমন্বয়)	১০,০০,০০০
সবচেয়ে পচনশীল পণ্যের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত সংরক্ষণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল গ্রহণে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা	৫১,৬১,০৮,৪৫০
নারী সংগঠন তৈরি এবং ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের জন্য মূলধনের জোগান	১০,০০,০০০
গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (জিএপি) গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণসহ ব্যবহারকারীবান্ধব নির্দেশিকা প্রণয়ণ ও প্রচারের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা প্রদান	১৯,২৫,০০০
অস্বাস্থ্যকর খাদ্যপণ্য উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ	১২,০০,০০,০০০
নিরাপদ খাদ্যসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নির্দেশিকা প্রয়োগ	২,৮০,৫০,০০০
পুষ্টিশিক্ষা ও ভোক্তার কল্যাণ সাধনের পরিপূরক হিসেবে পুষ্টি লেবেলিং নির্দেশিকা তৈরি	১৪,০০,০০০
স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসের জন্য খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ	৮৫,৪১,৫০০
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদার	২০০০,০০০
সর্বমোট (টাকায়) =	৮০,৫৫,৮৯,৯৫০
সর্বমোট (মার্কিন ডলার) =	১,০৩,২৮,০৭৬

দৃষ্টব্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের এডিপিতে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত স্ব স্ব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের বাজেট থেকে ব্যয় সমন্বয়/নির্বাহ করবে।

৫ (ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ও তথ্য (মাঝারি অগ্রাধিকার)

কার্যক্রমের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
জাতীয় পর্যায়ে “র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট” নির্দেশিকা/পদ্ধতি প্রণয়ন	১৪,৮০,৮১,২০০
তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং দুর্ভোগের সময়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ	২,৪৬,৪০,০০০
তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং জরুরি অবস্থায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ	২২,০০,০০০
গবেষণার মাধ্যমে সম্ভাব্য খাদ্য সমৃদ্ধকরণ যথা: জৈব- সমৃদ্ধকরণ ও প্রধান খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ	১,০০,০০,০০০
বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণকারী সংস্থার (যেমন- BSCIC, IPHN, BSTI ইত্যাদি) সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৮,১৩,১৬,৯০০
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়বর্ধক/জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী/ভাউচার স্কিমসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন	১১,০১,৫০,০০০
জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী ৬-৫৯ মাস বয়সী তীব্র বা মাঝারি অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু এবং তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা'দের পর্যাপ্ত পুষ্টি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি লক্ষ্যমুখী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ	১০,০০,০০০
পুষ্টি শিক্ষা মডিউল আধুনিকীকরণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ	১,৩৩,১০,০০০
দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের স্কুলগামী কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্কুল বৃত্তি প্রদানে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রণয়ন	১০,০০,০০০
ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের জন্য (বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, নিঃস্ব, অবিবাহিত মা এবং কিশোরীসহ বেকার অবিবাহিত মহিলা) আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ সহজতরকরণ	১৫,০০,০০০
টেকসই আয়বর্ধন, বাজারে প্রবেশের ক্ষমতা এবং পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিসংবলিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহকে শক্তিশালীকরণ	৩২,৯৬,০০,০০০
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে (NSSS) খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি সম্পর্কিত খাদ্যবিষয়ক কর্মসূচি সংশোধন	১,৪৩,০০,০০০
সর্বমোট (টাকায়) =	৭৩,৭০,৯৮,১০০
সর্বমোট (মার্কিন ডলার) =	৯৪,৪০,৯৭৫

দ্রষ্টব্যঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের এডিপিতে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত স্ব স্ব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের বাজেট থেকে ব্যয় সমন্বয়/নির্বাহ করবে।

৫ (চ) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

কার্যক্রমের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১,৭৮,১৪,৫০০
কর্মসূচি মূল্যায়নসংক্রান্ত সমীক্ষা	৪,২৯,০০,০০০
মুদ্রণ	১৬,৫০,০০০
ইনসেপশন এবং অবহিতকরণ সভা	১৩,২০,০০০
মোট (টাকায়) =	৬,৩৬,৮৪,৫০০
মোট (মার্কিন ডলার) =	৮,১৬,৪৬৮

দ্রষ্টব্যঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের এডিপিতে জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত স্ব স্ব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাদের বাজেট থেকে ব্যয় সমন্বয়/নির্বাহ করবে।

৫ (ছ) প্রতিষ্ঠান এবং সক্ষমতা তৈরি

জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	আইপিএইচএন	পুষ্টি এবং এফএস সেল
নির্মাণ (কনস্ট্রাকশন)	১৫,০০,০০,০০০	
ল্যাবরেটরি	২,০০,০০,০০০	
লাইব্রেরি	২,০০,০০,০০০	
আইসিটি	৩,৫০,০০,০০০	
আসবাবপত্র ও ফিক্সার	২,০০,০০,০০০	
মডিউল তৈরি	৮৪,০০,০০০	
শিক্ষা সফর ও প্রশিক্ষণ	২,৫০,০০,০০০	
রিসোর্স পারসন	৪৫,০০,০০০	
উপমোট	১০,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০
মোট (টাকায়)	১০,০০,০০,০০০	১,০০,০০,০০০
সর্বমোট (টাকায়)		৩৯,২৯,০০,০০০
মোট (মার্কিন ডলার)		৫০,৩৭,১৭৯



## পরিশিষ্ট-৬: দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিসমূহ

### ৬.১ জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি

ক্রমিক নং	মর্যাদা	পদবি
১.	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা)	সদস্য
৭.	পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৮.	পরিচালক, পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, ইআরডি	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি	সদস্য
২২.	অধ্যাপক এম কিউ কে তালুকদার, বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদ	সদস্য
২৩.	ডা. এস কে রয়, বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ	সদস্য
২৪.	ডা. কাওসার আফসানা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ	সদস্য
২৫.	সভাপতি, কারিগরি কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	সদস্য
২৬.	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	সদস্যসচিব

### কারিগরি সহায়তা (ওয়ার্কিং কমিটি):

১. মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২. মিস ফারজানা বিলকিস, কারিগরি উপদেষ্টা, সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩. ডা. এম ইসলাম বুলবুল, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. ডা. সাদিয়া সোবহান, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫. মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF
৬. মিস সামিনা ইসরাত, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

### ৬.২ জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার সেক্টরাল ফোকাল পয়েন্ট কমিটি:

- |  |          |
|--|----------|
| ১. মিস রোকসানা কাদের, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | আহ্বায়ক |
| ২. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়   | সদস্য    |
| ৩. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  | সদস্য    |
| ৪. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়  | সদস্য    |
| ৫. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ   | সদস্য    |
| ৬. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়   | সদস্য    |
| ৭. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, খাদ্য মন্ত্রণালয়  | সদস্য    |
| ৮. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়                                      | সদস্য    |
| ৯. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়   | সদস্য    |
| ১০. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়                                     | সদস্য    |
| ১১. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়  | সদস্য    |
| ১২. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়                                     | সদস্য    |
| ১৩. যুগ্ম সচিব ( উন্নয়ন)/যুগ্মপ্রধান, তথ্য মন্ত্রণালয়  | সদস্য    |

### ৬.৩ জাতীয় কারিগরি কমিটি:

ক্রমিক নং	পদ	মর্যাদা
১.	সভাপতি, স্থায়ী কারিগরি কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	সভাপতি
২.	সেক্টরাল প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	প্রফেসর নাজমা শাহীন, পরিচালক, INFS	সদস্য
৪.	চেয়ারম্যান, BIDS	সদস্য
৫.	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, NNS	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, BIRTAN	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, FPMU	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, আইসিডিডিআর,বি	সদস্য
১১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
১২.	উপ-প্রধান (স্বাস্থ্য), প্ল্যানিং উইং	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, USAID	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, DFID	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, DFATD	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, UNICEF	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, FAO	সদস্য
১৯.	প্রতিনিধি, UNDP	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংক	সদস্য
২১.	প্রতিনিধি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	সদস্য
২২.	ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ	সদস্য
২৩.	ডা. জেবা মাহমুদ, কান্ট্রি ডিরেক্টর, Alive and Thrive	সদস্য
২৪.	ডা. কুন্তল রয়, JPGSPH, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৫.	প্রতিনিধি, NHSDP	সদস্য
২৬.	চেয়ারম্যান, Neonatology, বিএসএমএমইউ	সদস্য
২৭.	প্রফেসর নাজমুল হাসান, বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ	সদস্য
২৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৯.	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	সদস্য
৩০.	প্রতিনিধি, IFPRI	সদস্য
৩১.	ডা. নাসরীন খান, সংযুক্ত; জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্যসচিব

জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার ৪টি সেক্টরাল কমিটি:

(ক) সেক্টরাল কমিটি-১: স্বাস্থ্য, আরবান স্বাস্থ্য ও WASH

১.	সভাপতি, স্থায়ী কারিগরি কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৩.	ডা. এস কে রয়, বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ	সদস্য
৪.	প্রোথাম ম্যানেজার, NNS	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, আইসিডিডিআর, বি	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, USAID	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, UNICEF	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংক	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, ADB	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, NHSDP	সদস্য
১৩.	চেয়ারম্যান, নিওন্যাটোলোজি, বিএসএমএমইউ	সদস্য
১৪.	প্রফেসর নাজমুল হাসান, বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	সদস্য
১৬.	উপ-প্রধান, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব
১৭.	প্রতিনিধি, ওয়াটার এইড	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, IFPRI	সদস্য
১৯.	ডা. নাসরিন খান, (সংযুক্ত), জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য, স্বাপকম	সদস্য
২০.	মিস. ফারজানা বিলকিস, TA সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাপকম	সদস্য
২১.	মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF	সদস্য
২২.	পরিচালক, আইপিএইচএন	সদস্যসচিব

(খ) সেক্টরাল কমিটি-২: খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১.	মহাপরিচালক, FPMU	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, BIRTAN	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, DFID	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, FAO	সদস্য
১০.	ড. মাহবুব হোসেইন, ব্র্যাক	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, IFPRI	সদস্য
১৩.	যুগ্ম সচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্যসচিব

(গ) সেক্টরাল কমিটি-৩ মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও তথ্য

১.	অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS)	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, DFID	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, DFATD	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, UNDP	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, ADB	সদস্য
১৩.	মি. মফিজুল ইসলাম, উপ-প্রধান, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	সদস্যসচিব

(ঘ) সেক্টরাল কমিটি-৪: প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: অর্থায়ন, পরিকল্পনা ও বাজেট

১.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS)	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
৭.	উপ-প্রধান (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, USAID	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, DFID	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, UNICEF	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, FAO	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, UNDP	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংক	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, ADB	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, FPMU	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, Agricultural Policy Support Unit	সদস্য
১৯.	প্রতিনিধি, Fisheries and Livestock Policy Support Unit	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
২১.	উপ-সচিব (জনস্বাস্থ্য-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কোর কমিটি এবং সাব-গ্রুপ:

কোর কমিটি:

সভাপতি:	ডা. মো. সাজেদুল হাসান (যুগ্ম সচিব)
সেক্রেটারি/সচিব:	ডা. মো. মওদুদ হোসাইন, আইপিএইচএন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সদস্য:	ড. মো. মনিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
	ডা. সাইনার আলম, DOF
	ডা. মো. গোলাম রাব্বানী, DLS
	জনাব মোস্তফা ফারুক আল বান্না, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
	ডা. নাসরিন খান, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার টু সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাপকম
	ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, এমআই
	ডা. তাহমিদ আহমেদ, আইসিডিডিআর, বি
	ডা. মহসীন আলী, UNICEF
	মিস. অনুরাধা নারায়ণ, UNICEF
	ডা. ইফতেখার রশিদ, USAID
	ড. মনিরা পারভীন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
	মি. ইনগো নিউ, রীচ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
	ড. ললিতা ভট্টাচার্য, FAO-এমইউসিএইচ
	জনাব নাওকি মিনামিগুচি, FAO-এমইউসিএইচ
	মিস. ফারজানা বিলকিস, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার টু সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাপকম
	মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF
	মিস ফারিয়া শবনম, এনপিও, WHO

### সেক্টরাল ম্যাট্রিক্স পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাব-গ্রুপ:

১. মো. রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন রিসার্চ ডিরেক্টর, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২. মোস্তফা ফারুক আল বান্না, অতিরিক্ত পরিচালক, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. ডা. মো: এম ইসলাম বুলবুল, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. ডা. সাদিয়া সোবহান, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫. ডা. মহসীন আলী, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, UNICEF
৬. মিস ফারজানা বিলকিস, কারিগরি উপদেষ্টা, সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭. মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF
৮. মিস মনিক বুয়েন, হেড অব নিউট্রিশন, WFP
৯. মিস ফারিয়া শবনম, এনপিও, WHO
১০. মিস সামিনা ইসরাত, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

### দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার খরচ প্রাক্কলন সাব-গ্রুপ:

১. ডা. মো. সাজেদুল হাসান, যুগ্ম সচিব (এইচ আর এম), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২. মো. রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন রিসার্চ ডিরেক্টর, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. ডা. নাসরিন খান, সদস্য সচিব, এনটিসি
৪. জনাব মোস্তফা ফারুক আল বান্না, অতিরিক্ত পরিচালক, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫. ডা. মো. সাব্বির হায়দার, উপপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬. মিস ফারজানা বিলকিস, কারিগরি উপদেষ্টা সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭. ডা. মহসীন আলী, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, UNICEF
৮. ড. ললিতা ভট্টাচার্য, উর্ধ্বতন পুষ্টিবিদ, FAO/ড. আরমেন সেদ্রাকিয়ান, অর্থনীতিবিদ, FAO
৯. মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF

### জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত সাব-গ্রুপ:

১. মো. রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন রিসার্চ ডিরেক্টর, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২. ডা. মো. মওদুদ হোসেন, ডিডি ডিজিএইচএস অ্যান্ড পিএম NNS, আইপিএইচএন
৩. ডা. নাসরিন খান, সদস্য সচিব, NPAN
৪. জনাব নাওকি মিনামিগুচি, সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার, FAO
৫. মিস অনুরাধা নারায়ণ, চিফ নিউট্রিশন, UNICEF
৬. ডা. ইফতেখার রশিদ, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, USAID
৭. মিস ফারিয়া শবনম, এনপিও, WHO

### পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো চূড়ান্তকরণের সাব-গ্রুপ:

১. ডা. মো. সাজেদুল হাসান, যুগ্ম সচিব (এইচআরএম), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২. মো. রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন রিসার্চ ডিরেক্টর, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. ডা. সাইনার আলম, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, DOF
৪. মিস ফারজানা বিলকিস, কারিগরি উপদেষ্টা সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫. ডা. এম ইসলাম বুলবুল, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬. ডা. মইনুল হক, পরিকল্পনা এবং এমআইএস বিশেষজ্ঞ
৭. মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF

দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা সম্পাদনার জন্য সাব-গ্রুপ:

১. মো. রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন রিসার্চ ডিরেক্টর, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২. ডা. মহসীন আলী, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, UNICEF
৩. মিস ফারজানা বিলকিস, কারিগরি উপদেষ্টা, সান ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. ডা. এম ইসলাম বুলবুল, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫. ডা. সাদিয়া সোবহান, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬. মিস ফারহানা শারমিন, কনসালট্যান্ট, UNICEF
৭. মিস সামিনা ইসরাত, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অন নিউট্রিশন (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮. ডা. মোহাম্মদ রাইসুল হক, কনসালট্যান্ট, BNNC, এনআই



## ..... দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া.....

জাতীয় পুষ্টিনীতি অনুমোদিত হওয়ার পর জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সব সেক্টর/মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অংশীজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি/উপকমিটি গঠন করা হয়, যা পরিশিষ্ট-৬-এ প্রদর্শিত হয়েছে। যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তাকে সেক্টরাল ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে। এসব কমিটিতে সবার সম্মতিতে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের জন্য কার্যকাল (Timeline) গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন কমিটি/উপকমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়। একই সঙ্গে জাতীয় পুষ্টিনীতি ও সেক্টরালসমূহের অগ্রাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ একটি কর্মকৌশল ছক সংকলন করা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট সব সেক্টরের দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক তাদের সমন্বয় ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়।

ওয়াকিং কমিটি, কারিগরি কমিটি, সেক্টরাল কমিটি ও কোর গ্রুপ/সাব গ্রুপের ধারাবাহিক সভায় সব সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব এবং অংশীদারি নিশ্চিত করে এই জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

এভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ/স্টেকহোল্ডারের সুনির্দিষ্ট মতামত ও পরামর্শ কর্মপরিকল্পনাটির চূড়ান্তকরণে সহায়তা করেছে। খসড়া পরিকল্পনাটি পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে পুষ্টি পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সর্বশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

## কৃতজ্ঞতা

এই দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বহু মানুষের সহযোগিতা, অবদান ও সময়ের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি ও সংস্থাকে তাদের মূল্যবান সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই রোকসানা কাদের, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, প্রাক্তন সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; মো. আবদুল মালেক, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মো. রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের সার্বিক নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের জন্য।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডা. নাসরিন খান, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি বিশেষজ্ঞ (তিনি সেপ্টেম্বর-২০১৬ অকাল মৃত্যুবরণ করেন) এবং কারিগরি দলের সদস্যবর্গ মিস ফারজানা বিলকিস, ডা. মোহাম্মদ রাইসুল হক, ডা. মো. এম ইসলাম বুলবুল, ডা. সাদিয়া সোবহান, এবং সামিনা ইসরাতকে তাঁদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, বহুপাক্ষিক মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য।

সভাপতি ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান সময় ও সহায়তার জন্য অভিনন্দন জানাই। সবার নামের তালিকা পরিশিষ্ট-৬-এ আছে।

কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই UNICEF বাংলাদেশ অফিসকে বিশেষ করে মিস অনুরাধা নারায়ণ, ডা. মহসীন আলী, ড. শেখ এস আহমেদ এবং মিস ফারহানা শারমিনকে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য।

আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে অভিনন্দন জানাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ অফিসের ডা. মামাদু হেডি ডায়ালো, মেডিক্যাল অফিসার এবং মিস ফারিয়া শবনম, এনপিও তাঁদের মূল্যবান কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার জন্য।

আমরা ধন্যবাদ জানাই বিশ্বব্যাংকের ড. মীরা শেখর, লীড স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকর্তা, ডা. কসি এম বুইয়া, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর ইয়ান ডার্নটন-হিল, পুষ্টি পরামর্শক, ডা. জেকব কেকিয়েটি, পরামর্শক এবং ডা. এনি, প্রডো-কে তাঁদের কারিগরি সহায়তার জন্য।

আমরা কৃতজ্ঞ FAO-MUCH প্রকল্পের কাছে, বিশেষ করে জনাব নাওকি মিনামিগুচি, চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার; ড. ললিতা ভট্টাচার্য, সিনিয়র পুষ্টিবিদ; ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, নিউট্রিশন পলিসি অ্যাডভাইজার; ড. আরমেন সিড্রাকিয়ন, অর্থনীতিবিদ এবং ড. মারিয়া আনটোনিয়া জি টোয়াজোন, পুষ্টি পরামর্শক তাঁদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার জন্য।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মিস মনিক বুয়েন, পুষ্টি বিভাগের প্রধান এবং ড. মনিরা পারভীন, পুষ্টিবিদ তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই মূল্যবান কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য। এরই সঙ্গে প্রশংসা জানাই মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ (MI) বাংলাদেশের প্রধান ডা. মোস্তাফিজুর রহমানকে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা এবং সমর্থনের জন্য। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই USAID-এর পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডা. ইফতেখার রশিদকে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁর মূল্যবান সহায়তা জন্য।

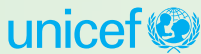




কারিগরি সহায়তায়

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান  
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

সহায়তায়



THE WORLD BANK



ISBN: 978-984-34-3415-9.